দ্বাদশ বর্ষ | ১৩৩১ | দ্বিতীয় উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার ত্রিরশীতিতম খণ্ড

(৮৩ নং)

ঘুঘু ও ফাঁদ

[প্রথম সংস্করণ]

"[illegible] প্রেস[illegible]"
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সুযোগ

লণ্ডনের 'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ড' নামক সুপ্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক যে অট্টালিকায় সংস্থাপিত, তাহার অদূরে 'গোল্ডেন ক্রশ কোর্ট'-নামে অভিহিত বিশাল সৌধ-শ্রেণী বর্ত্তমান; এই সকল সৌধে লণ্ডনের বড় বড় ব্যাবসায়ীদের আফিস। তাহারই এক পাশে একটি ঘরের দরজার সম্মুখে একখানি ঝক্‌ঝকে পিত্তল-ফলকে খোদিত 'জেল্‌স্ এণ্ড হ্যারিস্' এই যুগ্ম-নাম পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পিত্তল-ফলক বহু কাল হইতে সেই স্থানে সংরক্ষিত; কিন্তু যে দুই জন বণিক একযোগে এখানে আফিস খুলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের অন্যতর—'হ্যারিস্' বহুদিন পূর্ব্বে পৃথিবীর দোকান-পাট বন্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল; কিন্তু মরিলেও তাহার নাম লোপ পায় নাই! এখনও এই যুগ্মনামেই কারবার চলিতেছে। কালক্রমে কারবারের মালিক যতবারই পরিবর্ত্তিত হউক, কারবারের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়ের নামের পরিবর্ত্তন হইবে না; ইহাই কারবারের দস্তুর। নামই কারবারের প্রাণ; মানুষ না থাক, তাহার নামে কারবার চলিবে। কখন কখন লক্ষ লক্ষ টাকায় এই নাম বিক্রয় হয়; সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, মানুষ অপেক্ষা তাহার নামই বড়। মানুষ মরে, নাম থাকে, এবং তাহা অন্যের অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করে।

ইহাদের টাকা আমানতির কারবার; এক কথায় যাহাকে 'ব্যাঙ্কিং' বলে তাহাই। লণ্ডনে এতবড় প্রসিদ্ধ 'ব্যাঙ্কার' অতি অল্পই ছিল; ইহাদের সাধুতার প্রতি সাধারণের অগাধ বিশ্বাস ছিল। সুতরাং বলা বাহুল্য, ইহাদের 'ব্যাঙ্কে'

জনসাধারণের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সর্ব্বদাই সঞ্চিত থাকিত। আজ কাল ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনের জন্য অনেক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; পসার বৃদ্ধির জন্য অনেক ব্যাঙ্ক অনেক বিষয়ে জনসাধারণের নানা রকম সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ইহারা এই সকল নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিল না; কিন্তু সেজন্য ইহাদের ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হয় নাই।

বৃদ্ধ ষ্টিফেন জেল্‌স এখন কারবারের প্রধান পরিচালক হইলেও জনসাধারণ ও ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারিগণ একজন লোককে তাঁহার অপেক্ষা অল্প সম্মান করিত না; তিনি এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ মার্ক টড্‌ম্যান।—তিনিও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তিনি ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য যেরূপ প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, সাধন ভজনে যদি তিনি সেই রূপ পরিশ্রম করিতেন, তাহা হইলে তিনি 'ঋষিত্ব' লাভ করিতে পারিতেন; একজন বড় দরের 'সেণ্ট' বা সিদ্ধ-পুরুষ হইতে পারিতেন। কর্ত্তব্যজ্ঞান তাঁহার অত্যন্ত প্রখর ছিল।

লোকটি খর্ব্বকায়; বার্দ্ধক্যে মুখখানি চুপ্‌সিয়া গিয়াছিল। পাকা গোঁফ জোড়াটা কর্ণমূল স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিত; তা দিয়া তিনি তাহা খুব তোয়াজে রাখিতেন। চক্ষুদুটি কোটর-প্রবিষ্ট ও নিস্প্রভ; কিন্তু মন ভাল থাকিলে কখন কখন সেই চক্ষুও হাস্যবিকশিত হইত! তাঁহার সেই হাসি সরল। বৃদ্ধ ও বৈষয়িক বুদ্ধি প্রখর হইলেও তাঁহার প্রকৃতি কুটিল ছিল না। মিঃ টড্‌ম্যান ক্রমাগত ষাঠ বৎসর কাল এই ব্যাঙ্কে কাজ করিয়া আসিয়াছেন! পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও তিনি ম্যানেজারী ত্যাগ করেন নাই! - মিঃ জেল্‌স দুই একবার তাঁহাকে আভাসে জানাইয়াছিলেন—যদিও তাঁহার চাকরী 'গবরমেণ্ট সার্ভিস্‌' নহে, তথাপি তিনি অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে; কিন্তু বৃদ্ধ ম্যানেজার সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। বস্তুতঃ, ব্যাঙ্কের চাকরী ছাড়িলে তাঁহার জীবন ধারণ করা কঠিন হইত! এই বয়সেও তাঁহার পরিশ্রমের শক্তি অসাধারণ ছিল। আমরা এই আখ্যায়িকায় যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, সে সময়েও তিনি সপ্তাহাধিক কাল বেলা দশটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত তাঁহার আফিসে বসিয়া বকেয়া হিসাবপত্র পরিষ্কার করিতেছিলে

তিনি পাকা হিসাবনবিশ ছিলেন; এবং হিসাবের খাতাপত্র বিশ্বাস করিয়া কাহারও হাতে ছাড়িয়া দিতেন না,—যেন মহাপ্রস্থানের সময় তিনি সেগুলি সঙ্গে লইয়া যাইবেন!

একদিন রাত্রি নয়টার সময় তিনি ব্যাঙ্কের খাতাপত্র লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া উঠিলেন, তাহার পর কোট গায়ে দিয়া ও টুপি পরিয়া আফিসের বাহিরে যাইবেন এমন সময় কি একটা কথা মনে পড়িল; তিনি তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত পুরিয়া একখানি টেলিগ্রাম বাহির করিলেন; তাহাতে লেখা ছিল,—

"আজ রাত্রে অক্সফোর্ড হইতে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, আপনি কখন বাড়ী ফিরিবেন?—জর্জ্জ।"

মার্ক টড্‌ম্যান ইহার উত্তরে জানাইয়াছিলেন রাত্রি নয়টার সময় তিনি ক্ল্যাপহাম্ কমন ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন।—সেই ষ্টেশনের পাশ দিয়া তিনি আফিসে যাতায়াত করিতেন; কিন্তু ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেন না, পদব্রজেই—তিনি স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেন। আমাদের কলিকাতার ত্রিশ টাকা মূল্যের কেরাণী বাবুরা আফিসে যাইতে ট্রাম না পাইলে দশ দিক অন্ধকার দেখেন, এবং ট্রামের ধর্ম্মঘটের সময় কেহ কেহ মুটের ঝাঁকাকেই অধমতারণ মনে করেন! তাঁহারা হয় ত বৃদ্ধের দুর্ম্মতির পরিচয় পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, "বুড়ো বেটা কি কৃপণ!"

যাহা হউক, বৃদ্ধের দুর্ম্মতির কথারই আলোচনা করি। জর্জ্জ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার একমাত্র পুত্র। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পত্নীবিয়োগের পর সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন; বিদেশেই তাঁহার মৃত্যু হয়। টড্‌ম্যানের সন্তানাদি ছিল না; তিনি পিতৃহীন জর্জ্জকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাহার পাঠাভ্যাস শেষ হইলে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য তাহাকে অক্সফোর্ডে পাঠাইয়াছিলেন। জর্জ্জ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিত, কিন্তু সে বড়ই একগুঁয়ে ছিল; সহজে নিজের জিদ ছাড়িত না।

জর্জ্জ অক্সফোর্ডে গিয়া বড়লোকের কতকগুলি বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছেলের দলে মিসিয়াছিল; এজন্য তাহার চালচলন বিগড়াইয়া গিয়াছিল। জ্যাঠা মহাশয়

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারী করিয়া খুব বেশী টাকা উপার্জ্জন করেন না, তাহা সে জানিত, কিন্তু তাঁহার নিকট আবশ্যকাতিরিক্ত টাকার দাবী করিত। বৃদ্ধের তাহা দেওয়া কষ্টকর হইলেও তিনি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার ব্যয় যৎসামান্য ছিল, তিনি বিনাপ্রতিবাদে জর্জ্জের আবদার পূর্ণ করিতেন; তাহার অমিত-ব্যায়িতার পরিচয় পাইয়াও তিনি কোন দিন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই।

ডাক্তার মিঃ টডম্যানকে বলিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে এত অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে তাঁহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।—সে দিন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, এ জন্য আফিস হইতে বাহির হইবার সময় ডাক্তারের উপদেশ হঠাৎ মনে পড়িল; তিনি মনে মনে হাসিয়া অভ্যাসমত পদব্রজেই পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিনি সাড়ে ন'টার সময় ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া জর্জ্জের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কয়েক মিনিট পরে ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া থামিল; তিনি কিন্তু জর্জ্জকে দেখিতে পাইলেন না!

অল্পক্ষণ পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাঁহার হাতে একটা ভারি ব্যাগ ছিল। বৃষ্টির পর পথে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন বৃষ্টিতে কর্দ্দমাক্ত পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়াছে! কঠোর পরিশ্রমের পর পদব্রজে এতদূর আসিয়া তাঁহার শরীর অবসন্ন হইল; ব্যাগটা পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভারি মনে হইল। জর্জ্জকে না দেখিয়া তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন, দুশ্চিন্তাও হইয়াছিল; আসিবে বলিয়া টেলিগ্রাম করিয়া না আসিবার কারণ কি তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

ষ্টেশনের বাহিরে মাঠ, মাঠের ভিতর দিয়া পথ; মিঃ টডম্যানকে বাড়ী যাইতে হইলে সেই পথ দিয়া কিছু দূর যাইতে হয়। তিনি এতই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, সেই ভারি ব্যাগ হাতে লইয়া পিচ্ছিল পথ দিয়া যাইতে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইল। তিনি একখান গাড়ীর সন্ধান করিলেন, কিন্তু সে পথে তখন ঘোড়ার গাড়ী বা ট্যাক্সি চলিতেছিল না; শেষে ভাবিলেন, "আর ত বেশীদূর নাই, আর গাড়ীর চেষ্টা না করিয়া এটুকু হাঁটিয়াই যাই।" বস্তুতঃ আফিসের কাজ ভিন্ন গাড়ীর

পয়সা খরচ করিয়া গাড়ীতে চলাফেরা করিবার সখ কোন দিনও তাঁহার ছিল না।

মিঃ টডম্যান আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী একটা বাগানের পাশে আসিয়াছেন এমন সময় পিচ্ছিল পথে হঠাৎ তাঁহার পদস্খলন হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ আছাড় খাইলেন; তাঁহার মস্তকে সবেগে সেই বাগানের লৌহনির্ম্মিত রেলিংএ আহত হইল। সহসা তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার কণ্ঠনালী হইতে যন্ত্রণাসূচক একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল, তাহার পর সব শেষ!

হায়! মানুষের দৃষ্টি যদি তাহার ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারিত!

এই সময় যে সকল দুর্দ্দান্ত দস্যু লণ্ডনস্থ পুলিশ কর্ম্মচারিগণের মনে বিভীষিকা-সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে জর্জ্জ প্লুমার সর্ব্বপ্রধান ছিল। কেবল যে পুলিশকেই তাহার ভয়ে শশব্যস্ত থাকিতে হইত এরূপ নহে, লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজও তাহার ভয়ে রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিতেন না! কিছু দিন পূর্ব্বে একবার ধরা পড়িয়া জেলে গিয়াছিল, কিন্তু কি কৌশলে সে দুর্ভেদ্য কারাগার হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ গোয়েন্দাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু শেষে তাঁহারা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলেন প্লুমার ছদ্মবেশে দেশান্তরে পলায়ন করিতে গিয়া সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। এই সংবাদে পুলিশ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

মিঃ টডম্যান যে সময় পথে এই ভাবে আছাড় খাইয়া পড়িলেন, সেই সময় প্লুমার তাঁহার গন্তব্য পথের বিপরীত দিক হইতে রেল-ষ্টেশনের দিকে যাইতেছিল; বোধ হয় সে বিষয়-কর্ম্মের সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল, এবং বলা বাহুল্য, তখন তাহার যে ছদ্মবেশ ছিল তাহা ভেদ করিয়া তাহাকে চিনিতে পারে এরূপ লোক লণ্ডনে কেহই ছিল না; এবং ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক ভিন্ন আর কাহাকেও সে ভয় বা ভ্রূক্ষেপ করিত না।

প্লুমার ধনাঢ্য আমেরিকানের ছদ্মবেশে লণ্ডনের যে বাটীতে বাস করিত সেই বাটী ও মিঃ টডম্যানের বাসভবন ঠিক পাশাপাশি অবস্থিত। মিঃ টডম্যান

যে একটি প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ইহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; এমন কি, মেসার্স-জেলস এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের উপর তাহার লক্ষ্য থাকায় মিঃ টডম্যান সম্বন্ধে সকল সংবাদই সে গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য সুযোগ ও অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

সে দিন প্লুমারের মন তেমন প্রফুল্ল ছিল না। সেই দিন অপরাহ্নে সে ঘোড়-দৌড়ে বাজি মারিতে গিয়া অনেকগুলি টাকা দণ্ড দিয়া আসিয়াছিল; অথচ তখন তাহার হাতে এ পরিমাণে টাকা ছিল না—যাহার সাহায্যে কিছু দিন নিশ্চিন্ত মনে বিলাস ও ব্যসনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে; এই জন্যই বোধ হয় সে শিকারের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল। কাহাকেও ঠকাইয়া বা কাহারও পকেট মারিয়া অর্থ সংগ্রহ করা সে অত্যন্ত ইতরের কাজ বলিয়াই মনে করিত। 'মারি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার'—ইহাই তাহার কর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্র ছিল। ছোট-খাট চুরি বাটপাড়িকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত।

প্লুমার মিঃ টড্ম্যানকে হঠাৎ ভূতলশায়ী হইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; অদূরবর্ত্তী আলোক-স্তম্ভের মাথায় উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে সে মুহূর্ত্তমধ্যে মিঃ টড্ম্যানকে চিনিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! এ যে আমারই প্রতিবেশী, ব্যাঙ্কের সেই ম্যানেজারটা।"—প্লুমার একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিয়া কোন দিকে জন-মানবের সমাগম দেখিতে পাইল না। তখন সে মিঃ টড্ম্যানের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল—বৃদ্ধ ম্যানেজার মস্তকের সেই আঘাতেই ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন! তখন সে তাড়াতাড়ি তাহার ব্যাগটি হাতে তুলিয়া লইল; কিন্তু ব্যাগ চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল বলিয়া তাহা খুলিতে পারিল না। সে দুই এক মিনিট নতমস্তকে কি চিন্তা করিল; তাহার পর মাথা তুলিয়া পাশেই সেই বাগানবাড়ীটা দেখিতে পাইল, তাহারই রেলিংএ বৃদ্ধের মাথা ফাটিয়াছিল। প্লুমার ম্যানেজারের দুই পা দুই হাতে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে চলিল, শেষে রেলিংএর নিকটে আসিয়া রেলিং ডিঙ্গাইয়া

তাহা বাগানের ভিতর নিক্ষেপ করিল এবং স্বয়ং সেখানে নামিয়া তাহা জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া রাখিল। অনন্তর সে রেলিং পার হইয়া বাহিরে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাগটা তুলিয়া লইল। সেই সময় দূরবর্ত্তী একটা গীর্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল।

প্লুমার ব্যাগটা হাতে লইয়া বাগানের একটি নির্জ্জন অন্ধকারাবৃত পথে উপস্থিত হইল, এবং ব্যাগের তালা ভাঙ্গিয়া পকেট হইতে ম্যাচবাক্স বাহির করিল। সে কয়েকটি দীপশলাকা জ্বালিয়া ব্যাগের জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার কাজে লাগিতে পারে এরূপ কোন জিনিসই সে ব্যাগের ভিতর দেখিতে পাইল না। অবশেষে ব্যাগের এক কোণে একগোছা চাবি দেখিয়া সে কতকটা আশ্বস্ত হইল। সে পুনর্ব্বার দেশলাই জ্বালিয়া সেই চাবিগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। প্রত্যেক চাবির সঙ্গে এক একখানি গোলাকার পিতলের চাক্তি বাঁধা ছিল। সে দেখিল, কোন চাক্তিতে লেখা আছে—'পাশের দরজা', কোনখানিতে 'ম্যানেজারের আফিস,' কোনখানিতে 'আফিসের সিন্দুক' ইত্যাদি। ডাকঘরের টাকার ব্যাগের চাবিগুলিতে আজ কাল এইরূপ পিতলের চাক্তি আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়, তালার নম্বর এই সকল চাক্তিতে খোদিত থাকে।

প্লুমারের মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা ফন্দী গজাইল। সে বুঝিল, এই চাবিগুলি তাহার অর্থোপার্জ্জনে সহায়তা করিবে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ টড্‌ম্যানের মৃত্যুতে সে এমন একটা দুর্ভেদ্য রহস্যের অবতারণা করিতে পারিবে, যাহাতে দন্তস্ফুট করা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের ত কথাই নাই, রবার্ট ব্লেকেরও অসাধ্য হইবে। সে মনের আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া লইল।

প্লুমার সেই চাবিগুলি পকেটে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ক্ল্যাপহ্যাম কমন ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। সে জানিত ট্রেণে না গিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলে অতি শীঘ্রই তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারিত; কিন্তু ট্যাক্সি ভাড়া করিলে পুলিস তাহার গতিবিধির সন্ধান পাইতে পারে সন্দেহ করিয়া ট্রেণে যাওয়াই সে সঙ্গত মনে করিল।

প্লুমার রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ব্যাঙ্কের অট্টালিকায় উপস্থিত হইল। প ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া কেহই তাহাকে চিনিতে পারিবে না বুঝিয়া সে নানাশ্রেণীর লোকের ভিতর দিয়া অসঙ্কোচে চলিতে লাগিল। সে ব্যাঙ্কের পাশ-দরজায় উপস্থিত হইয়া দেখিল সেখানে আলো নাই। সে সেই পাশ-দরজার চাবিটা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং অন্ধকারে সেই দ্বার খুলিতে তাহার অসুবিধা বা বিলম্ব হইল না; বিশেষতঃ, এ সকল কাজে সে অভ্যস্ত ছিল। সেই দ্বার দিয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়া সে ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল।

প্লুমার পূর্ব্বেই একটা বাতি সংগ্রহ করিয়াছিল সে ব্যাঙ্কের দালানে উপস্থিত হইয়া সেই বাতি জ্বালিল। তাহার পকেটে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার অস্ত্র ও যন্ত্রাদি থাকিত; যদি হঠাৎ কোথাও 'দাঁও' মারিবার সুযোগ হয়, তখন যাহাতে অসুবিধায় পড়িতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া সে পথে বাহির হইত না। সে আপনাকে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দস্যু মনে করিত; এজন্য সাধারণ দস্যুতস্করদের সে ঘৃণা করিত, তাহাদের সহিত মিসিত না, তাহাদের নিকট কোন রকম সাহায্যও চাহিত না। দস্যু হইলেও তাহার প্রবল আত্মাভিমান ছিল।

প্লুমার অল্প চেষ্টাতেই ম্যানেজারের আফিসের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিল। সে চাবি দিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ফেলিল। সেই কক্ষে তেমন কোন আসবাবপত্র ছিল না; কিন্তু এক কোণে একটা লোহার সিন্দুক ছিল। সিন্দুকটা পুরাতন, এবং সেকেলে-ধরণে নির্ম্মিত। সিন্দুকের কলের ভিতর বিন্দুমাত্র জটিলতা ছিল না; এইজন্য, তাহার সঙ্গে যে সকল যন্ত্রপাতি ছিল, তাহাদের সাহায্যে সিন্দুকটা খুলিতে তেমন কোন অসুবিধা বা বিলম্ব হইল না। সে সিন্দুকের ভিতর কতকগুলি হিসাবের খাতা এবং বাণ্ডিল-বাঁধা কাগজপত্র দেখিতে পাইল। সেইগুলি নীচে নামাইলে ভিতরে একটা দেরাজ দেখা গেল। সেই দেরাজটি খুলিয়া দেখিল রাশি রাশি ব্যাঙ্ক-নোট বিভিন্ন বাণ্ডিলে বাঁধা আছে! তাহাদের নীচে দশটা

ক্যাম্বিসের ব্যাগ; প্রত্যেক ব্যাগের মুখে এক একখানি টিকিট বাঁধা; সেই টিকিটে লেখা ছিল, "একশত গিনি।"

প্লুমার নোটের বাণ্ডিলগুলি লইয়া একবার নাড়াচাড়া করিল। সেগুলির প্রতি তাহার যথেষ্ট লোভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু নোটগুলি ধরা পড়িলে কোন ফ্যাসাদ ঘটিতে পারে ভাবিয়া সে নোটের লোভ সংবরণ করিল; এবং গিনির তোড়াগুলি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা তাহার কোটের বিভিন্ন পকেট পূর্ণ করিল। তাহার পর নোটের বাণ্ডিলগুলি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়া সে সিন্দুক বন্ধ করিল। এই সকল কাজ শেষ হইলে সে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই ব্যাঙ্ক হইতে প্রস্থান করিল।

* * * *

তখন গভীর রাত্রি; পথে লোকজনের বা যান-বাহনের গতিবিধি ছিল না। প্লুমার ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করিয়া পথে আসিল, এবং যে স্থানে মিঃ মার্ক টড্‌ম্যানের মৃত দেহ লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিল; কিন্তু এবার সে পূর্ব্ববৎ বাগানের রেলিং ডিঙ্গাইয়া মৃতদেহের নিকট গেল না। সে রেলিংএর বাহিরে দাঁড়াইয়া, ম্যানেজারের চাবির গোছা হাতে লইয়া তাহা মৃত ম্যানেজারের দেহের উপর ছুড়িয়া ফেলিল।

প্লুমার দশ মিনিট পরে বাসায় ফিরিল, এবং গিনির তোড়াগুলি লুকাইয়া রাখিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইল। সে মনে মনে বলিল, "অতি সহজেই হাজার গিনি উপার্জ্জন হইল! বুড়ার ব্যাঙ্কের উপর অনেক দিন হইতেই আমার নজর ছিল, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিলে এত সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইত কি না সন্দেহ। ব্যাঙ্ক-নোটগুলার লোভ সংবরণ করিয়া ভালই করিয়াছি; কাল পুলিশ এই রহস্য ভেদের চেষ্টা করিবে বটে, কিন্তু এ যে আমারই কীর্ত্তি, ইহা সন্দেহ করে কাহার সাধ্য? তাহাদের দৌড়াদৌড়ি করাই সার হইবে! আর ব্লেক! সকল কথা শুনিয়া তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিবে! হা হা!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে

মিঃ ব্লেক তাঁহার সহকারী স্মিথকে বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর লর্গান আমাকে ফোনে বলিতেছে, একটা গুরুতর তদন্তের ভার তাহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইতিমধ্যেই সে আসামী গ্রেপ্তার করিয়াছে। যদি দরকার হয়—তাহা হইলে আমি যেন তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকি-- এ কথাও সে আমাকে জানাইয়াছে; কিন্তু আমার সাহায্য গ্রহণের জন্য সে উৎসুক হইবে কি না সন্দেহ, কারণ 'কেশ'টা আদৌ জটিল নয় বলিয়াই তাহার ধারণা।"

স্মিথ বলিল, "তদন্ত হাতে লইয়াই ইন্‌স্পেক্টর লর্গান আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন? তাঁর এ রকম ক্ষমতার পরিচয় পূর্ব্বে ত কখন পাওয়া যায় নাই; বরং অপরাধীকে ছাড়িয়া নিরপরাধ নিরীহ লোক ধরিয়া টানাটানি করাই তাঁহার অভ্যাস! এ জন্য তিনি জজের কাছে একাধিকবার প্রশংসাও পাইয়াছেন। এবারকার ঘটনাটা কি কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হত্যাকাণ্ড! জেল্‌স্ এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের ম্যানেজার টডম্যানের মৃতদেহ আজ সকালে ক্ল্যাপহ্যাম কমনের মাঠের ধারে একটা বাগান-বাড়ীর বাগানে জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে; মাথায় দাণ্ডা মারিয়া কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। পরে জানিতে পারা গিয়াছে—তাহার কাছে ব্যাঙ্কের যে চাবি ছিল সেই চাবির সাহায্যে ব্যাঙ্কের দরজা ও ম্যানেজারের আফিসের সিন্দুক খুলিয়া হাজার গিনি অপহৃত হইয়াছে!"

স্মিথ বলিল, "সেই হাজার গিনি যে টডম্যান নিজেই আত্মসাৎ করে নাই—এরূপ অনুমান করিবার কি কোন কারণ আছে?—হয় ত তাহার কোন ইয়ার, বা যে এই চুরির সন্ধান জানিত এ রকম কোন লোক—সেই টাকার লোভে

তাহাকে খুন করিয়াছে ;—ইহা কি অসম্ভব ?”—এ রকম ব্যাপার ত সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, ”তা বটে ; কিন্তু টডম্যানকে এরূপ সন্দেহ না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমতঃ, সে এই ব্যাঙ্কের চাকরীতে বুড়া হইয়াছিল ; সারা জীবন ধরিয়া সে এই ব্যাঙ্কের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিল। তাহার মত সুদক্ষ ম্যানেজার অন্য ব্যাঙ্কে অনেক বেশী বেতনের চাকরী সংগ্রহ করিতে পারিত, কিন্তু সে লোভ তাহার ছিল না। তাহার আর্থিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল, এই চাকরীতে সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল ; হাজার পাউণ্ডের জন্য সে কেন জীবন বিপন্ন করিতে যাইবে ? তাহার পর যদি চুরি করিতেই তাহার ইচ্ছা হইত—তাহা হইলে উহা অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ সে অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিত। কোন ধনবান ব্যক্তি পাঁচাত্তর বৎসর বয়সে জেলে গিয়া মরিবার আশায় চুরি করিতে যায় না।—বিশেষতঃ যে এই দীর্ঘ জীবন নিষ্কলঙ্ক ভাবে কাটাইয়াছে।”

স্মিথ বলিল, “কাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কর্ত্তা! সে বোধহয় কোন নামজাদা দস্যু ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “নিহত মার্ক টডম্যানের “ভ্রাতুষ্পুত্র জর্জ্জ টডম্যান। বৃদ্ধ তাহার এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে দত্তক লইয়া পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করিতেছিল। উপযুক্ত প্রতিদান বটে! আজ কাগজে সংবাদটা বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশেষ বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই ; তবে এই যুবকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না পাইয়াই যে লর্গান তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস হয় না.”

স্মিথ হাসিয়া বলিল, “হাঁ, উপযুক্ত প্রমাণের বলে তিনি আরও অনেক আসামী গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু মূর্খ জজ সেই সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া আসামীদের খালাস দিয়াছিলেন, তাঁহার রায়ে ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের খুব সুখ্যাতিও করিয়াছিলেন! আমি সেই সকল রায়ের নকল খবরের কাগজ হইতে কাটিয়া—”

স্মিথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বহির্দ্বারে সবেগে ঘণ্টাধ্বনি হইল ; তাহা

শুনিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস—ইন্‌স্পেক্টর লর্গানই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে!"

মিনিট-দুই পরে মিসেস্ বার্ডেল ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষে রাখিয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন পরিস্ফুট! সেখানে সাফল্য-গর্ব্বের চিহ্নমাত্র নাই।

মিঃ ব্লেক তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "কি সংবাদ লর্গান! তুমি একটা প্রকাণ্ড আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছ শুনিয়া ভারি খুসী হইয়াছি। কিন্তু বোধ হইতেছে কি একটা সমস্যায় পড়িয়াছ, ব্যাপার কি শুনি।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিলেন; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সমস্যা কি একটা? ভারি গোলে পড়িয়াছি-ভাই!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তা তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি; পরামর্শের দরকার না থাকিলে তুমি এ রকম অসময়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে না। আসিয়া ভালই করিয়াছ—আমি তোমাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সেই টডম্যানের ব্যাপার! উপযুক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই আমি জর্জ্জ টডম্যানকে গ্রেপ্তার করিয়াছি; কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে যে গিনিগুলা চুরি গিয়াছে, তাহার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার তদন্ত সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারি নাই, তুমি সকল কথা খুলিয়া বল। মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়াছে সেই স্থানে উপযুক্ত পাহারার বন্দোবস্ত করিয়াছ ত?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "নিশ্চয়ই, তাহার চারি দিকেই পাহারা বসাইয়াছি। তুমি বোধ হয় সংবাদ পত্রের 'রিপোর্টে' দেখিয়া থাকিবে, মার্ক টডম্যান চির জীবন জেল্‌স্ এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কে চাকরী করিয়া কাটাইয়াছে। লোকটা সামান্য কেরাণীগিরি লইয়া অত্যন্ত অল্প বয়সে এই ব্যাঙ্কে ঢুকিয়াছিল, আর কার্য্যদক্ষতা-গুণে শেষে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে টডম্যানই ব্যাঙ্কের

সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। লোকটা কখনও বিবাহ করে নাই; শেষে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র জর্জ্জ টডম্যানকে দত্তক লইয়াছিল। এই ছোকরাকে সে পুত্রাধিক স্নেহ করিত, কৃপণ হইলেও প্রচুর অর্থব্যয়ে তাহার সকল আবদার পূর্ণ করিত। জর্জ্জের বয়স এখন বাইশ বৎসর; সে অক্সফোর্ডে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল।

"কয়েক দিন হইতে বৃদ্ধ টডম্যান ব্যাঙ্কের কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছিল, কেরাণীদের ছুটীর পরেও সে দীর্ঘকাল ব্যাঙ্কে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিত। কাল রাত্রি নয়টার সময় সে ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়াছিল। বুড়ার গাড়ী চড়িবার অভ্যাস ছিল না, হাটিয়াই সে যাতায়াত করিত। ক্ল্যাপহাম কমন ষ্টেশনের অদূরে তাহার বাড়ী। গতরাত্রে সে তাহার অভ্যাসানুযায়ী পদব্রজেই বাড়ী যাইতেছিল। তাহার পকেটে একখানি টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে জানিতে পারিয়াছি, জর্জ্জ কি একটা জরুরি কাজে কাল রাত্রে অক্সফোর্ড হইতে বুড়ার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে চাহিয়াছিল। বুড়া সেই টেলিগ্রামের উত্তরে জর্জ্জকে জানাইয়াছিল সে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ষ্টেশনেই উপস্থিত থাকিবে। এই টেলিগ্রাম আসামীর কাছে পাওয়া গিয়ছে।—এই টেলিগ্রাম হইতে তুমি কি অনুমান করিতে পার?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকলেই অনুমান করিবে—মিঃ টডম্যান তাহার দত্তক পুত্রের আগমন-প্রতীক্ষায় বাড়ীতে বসিয়া না থাকিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য ষ্টেশনে গিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "তুমি ঠিকই বলিয়াছ। বৃদ্ধ টডম্যান নির্দ্দিষ্ট সময়ে ষ্টেশনেই গিয়াছিল। তাহার বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী স্বীকার করিয়াছে জর্জ্জ রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর বাড়ী আসিয়া শুনিতে পাইল তাহার পিতা তখনও বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই। এই সংবাদ পাইয়া সে থানায় গিয়া এজাহার দিয়া আসিয়াছিল। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট শুনিয়াছি, সে তখন মানসিক ব্যাকুলতা গোপন করিতে পারে নাই! পুলিশ সেই রাত্রেই বৃদ্ধের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু রাত্রে তাহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। পরদিন প্রত্যুষে পূর্ব্বোক্ত বাগান-বাড়ীর জঙ্গলের ভিতর তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়; তাহার মাথায় সাংঘাতিক

আঘাতচিহ্ন ছিল। ব্যাঙ্কের চাবির গোছা তাহার বুকের উপর পাওয়া গিয়াছে। আমি এই রহস্য ভেদের জন্য জর্জ্জ টডম্যানকে নানা রকম জেরা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার নিকট যে উত্তর পাইয়াছিলাম তাহা আদৌ সন্তোষজনক হয় নাই। সে বলিয়াছিল, সে তাহার পিতার সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে তাহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষে সে বাড়ী আসিয়াছিল—ইত্যাদি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সে কি কাজে কোথায় কোথায় গিয়াছিল তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "নিশ্চয়ই। সে বলিয়াছিল সে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোনও জরুরি কাজে সে তাহার পিতার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিল; সেই জরুরি কাজটা কি? অর্থ সংগ্রহ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আমি সে কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। সে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে তুমি তাহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলে?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ; আমি অক্সফোর্ডের পুলিশের কাছে টেলিগ্রাম করিয়া জানিতে পারি সেখানে তাহার কিছু দেনা আছে বটে, কিন্তু তাহার পরিমাণ তাহার সহপাঠিগণের ঋণের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক নহে। আমি সন্দেহক্রমেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার সন্দেহের মূলে কোন অকাট্য প্রমাণ আছে—এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তুমি যদি এই রহস্যভেদে আমাকে একটু সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে বলিলেন, "ঘটনাস্থলে গিয়া আমি তদন্ত করিয়া দেখিতে চাই; আর সেখানে যাইতে হইলে আদৌ বিলম্ব করা উচিত নয়। চল এখনই বাহির

হইয়া পড়ি। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জর্জ্জ টডম্যানের সঙ্গে দেখা করিলেই চলিবে।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "উত্তম কথা। এখনই চল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কর, আমি প্রস্তুত হইয়া আসি।"

* * * *

যে স্থানে মিঃ মার্ক টডম্যানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার চারি দিকে প্রায় একশত গজ দড়ি দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই দড়ি পার হইয়া ভিতরে যাওয়া সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, এবং পুলিশ সেখানে পাহারায় ছিল; কিন্তু দড়ির বাহিরে বিস্তর কৌতুহলী নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল। যে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল—সে-ই সেখানে দাঁড়াইয়া ব্যাপার কি, দেখিতেছিল; দূর হইতে দেখিলে মনে হইত, সেখানে কোন সভা বসিয়াছে, এবং সেই সভায় কোন বিখ্যাত বক্তার বক্তৃতা শুনিবার জন্য পথিকেরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে! এরূপ স্থানে মানুষ খুন হইয়াছে শুনিয়া অনেকগুলি স্ত্রীলোক আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিতেছিল; কেহ কেহ ভয়ে কাঁপিতেছিল! কোন কোন ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়ার অভ্যাস-বিশিষ্টা সৌখীন যুবতী তাহাদের প্রণয়ীর পাশে দাঁড়াইয়া মূর্চ্ছিত হইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। হুজুগ-পেয়ারার দল কোন্ দেশে নাই?

অবশেষে পুলিশ যখন দুইজন ভদ্রলোক ও তাঁহাদের সঙ্গী একটি অল্পবয়স্ক যুবককে দড়ির ঘের পার হইয়া সেই নিষিদ্ধ স্থলে প্রবেশ করিতে দিল, তখন দর্শকগণ কৌতূহল ও বিস্ময়ের সহিত তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল! সকলেরই প্রশ্ন, ইহারা কে? পুলিশ ইহাদের খাতির করিয়া ওখানে ঢুকিতে দিল কেন?" কেহ বলিল, "করোনার।" কেহ বলিল, "ভুল"; ও ম্যাজিষ্ট্রেট ও সরকারী উকীল, কিন্তু ঐ ছোকরাটা কে?" একজন বলিল, "তোমাদের অনুমান সত্য নহে, একজন জজ সাহেব, সঙ্গে কোন কাগজের রিপোর্টার; আর ঐছোকরা দারোগা।" ইত্যাদি। ইহাদের সকলেই সবজান্তা!

পাঠক পাঠিকাগণ নিশ্চয়ই এই সকল সবজান্তার মত বুদ্ধিমান নহেন; এজন্য

তাঁহারা অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন—ইন্‌স্পেক্টর লর্গান মিঃ ব্লেক ও স্মিথ-সহ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সেই বাগানে জঙ্গলের মধ্যে যে স্থানে মার্ক টডম্যানের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইন্‌স্পেক্টর লর্গান মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া গিয়া সেই স্থানটি দেখাইয়া দিলেন। কিছু দূরে সঙ্কীর্ণ পথ। মিঃ ব্লেক দেখিলেন বৃষ্টিতে সেই পথটি কর্দ্দমিত হইয়াছে; সেই কর্দ্দমে কয়েকটি দেশালাইয়ের পোড়া কাঠী পড়িয়া আছে! তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "দেশলাইয়ের গোটাকতক পোড়া কাঠী ভিন্ন এখানে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ত দেখিতেছি না লর্গান! মার্ক টডম্যান তাঁহার চাবির থোকাটি কোথায় রাখিত—তাহা তাহার পুত্র জর্জ্জ নিশ্চয়ই জানিত।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাগানের লোহার রেলিংএর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। রেলিংএর মাথায় লোহার শিক। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেগুলি পরীক্ষা করিলেন, অনন্তর সেই শিকগুলির দিকে চাহিয়া ইন্‌স্পক্টরকে বলিলেন, "তোমার ধারণা, জর্জ্জ টডম্যান তাহার পিতার সহিত ষ্টেশনে দেখা না করিয়া এই বাগানের ধারে দেখা করিয়াছিল; তাহার পর জর্জ্জ তাহার জরুরি কথা বলিবার জন্য এই রেলিং ডিঙ্গাইয়া তাহার পিতার সহিত বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং এখানে আসিয়া জর্জ্জ তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তুমি ত উচুদরের ডিটেক্‌টিভ, ইহা ভিন্ন আর কি অনুমান করিতে পার?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার বুদ্ধি তোমার মত তীক্ষ্ণ নয় বলিয়া এক লাফে এত বড় অনুমানটাকে লুফিয়া লইয়া বগলে পুরিতে পারিলাম না! আমার এখনও কিছুই অনুমান করিবার সময় হয় নাই। অনুমানে নির্ভর করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে তদন্তটা শেষ করিতে হইবে; এখনও অনেক বাকি। আর তদন্তের পর তোমার মতের সহিত আমার মতের মিল হইবে, ইহাও তুমি আশা করিতে পার না।"

ইন্‌স্পেক্টর মুখ ভার করিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ তুমি জর্জ্জ টডম্যানকে হত্যাকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নও?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি হাতে কলমে যাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারিব না—তাহাকে দোষী বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।"

মিঃ ব্লেক লোহার রেলিংগুলি ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহার উপর দিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর একটু বামে সরিয়া গিয়া নতনেত্রে উদ্যানপ্রান্তস্থ কর্দ্দমাক্ত পথের দিকে চাহিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "আরও পোড়া দেশলাইয়ের কাঠী? আশ্চর্য্য বটে!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "লোকে সিগারেট ধরাইতে গিয়া পোড়া কাঠীগুলা এখানে ফেলিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?—এটা যে বাগানের চারিদিকে যাতায়াতের পথ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই জন্যই আমি বিস্মিত হইয়াছি! বাগানের পথ চলতি সিগারেট-খোরদের ঠিক এইখানে আসিয়াই ধূমপানের পিপাসা প্রবল হয় কেন? যাহা হউক আমি একটা ছোট-খাট পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইব; আমার খেয়াল দেখিয়া তুমি হাসিও না। ঐ যায়গাটা দিয়া তুমি এই লোহার বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাহির হইতে বাগানের ভিতর নাম। তাহার পর তোমার পাইপ ধরাইয়া লও।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন "কি ছেলেমী আরম্ভ করিলে? এ কি রঙ্গ তামাসার সময়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তদন্তের সময় রঙ্গ তামাসা করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে যদি আমার উপদেশে তোমার শ্রদ্ধা না থাকে সে স্বতন্ত্র কথা। আমার হাতে বিস্তর কাজ, তোমার সঙ্গে ভুয়ো তর্ক করিতে আমার আগ্রহ নাই।"

মিঃ ব্লেকের কড়া কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর লর্গান মুখ কাচু-মাচু করিয়া বলিলেন, "রাগ করিলে ভাই? আমি তোমার মতলব বুঝিতে না পারায় ও কথা বলিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। তিনি পাইপ ধরাইয়া লইয়া

পোড়া কাঠীর শেষাংশ ছুড়িয়া ফেলিলেন। মিঃ ব্লেক হাসিমুখে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইলেন; তাহার পর বলিলেন, "দেশলাইয়ের পোড়া কাঠী সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কচু বুঝিয়াছি!"—স্মিথ অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সকল কথা শুনিতেছিল—সে বেকুবের মত মিঃ ব্লেকের্ মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই সোজা কথাটা তোমাদের দু'জনেরই বোঝা উচিত ছিল। তুমি যে ভাবে দেশলাইয়ের পোড়া কাঠীটা দূরে ফেলিয়া দিলে, একশ জন ধূমপায়ীর মধ্যে নিরেনব্বুই জন ঠিক ঐ রকমই করিত, কারণ ইহাই স্বাভাবিক; কিন্তু তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ সবগুলি পোড়া কাঠী এই পথের প্রায় মধ্যস্থলে পড়িয়া ছিল! যদি কেবল একটা কাঠী ঐ ভাবে ঐস্থানে পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহা আমোলেই আনিতাম না; কিন্তু চারিটি পোড়া ঐ একই স্থানে পড়িয়া আছে; ইহার একটি মাত্র কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। কারণটি এই যে, কোন লোক এই স্থানে বসিয়া দেশলাই জ্বালিয়া কোন জিনিস পরীক্ষা করিয়াছিল। সেই জিনিসটি পরীক্ষার সময় এক একটা কাঠী নিবিয়া গিয়াছে আর তাহা সেই স্থানে ফেলিয়া অন্য একটি জ্বালিয়াছে। এই পথ দিয়া চলিবার সময় উদ্যানচারী চুরুট ধরাইয়া লইয়া সেগুলি ঐ ভাবে ফেলিয়া গিয়াছে এরূপ অনুমান সঙ্গত নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তোমার অনুমানের বাহাদুরী আছে এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিব; কিন্তু এই অনুমানে নির্ভর করিয়া, জর্জ্জ টডম্যান তাহার বুড়া বাপকে হত্যা করে নাই—ইহা সপ্রমাণ করা যায় কি ? সে বুড়ার মৃতদেহ ঐ জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া সেই রাত্রেই ব্যাঙ্কে গিয়াছিল এবং বুড়ার চাবি দিয়া প্রথমে ঘর, তাহার পর সিন্দুক-খুলিয়া গিনির তোড়া দশটা আত্মসাৎ করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু মনে কর, বৃদ্ধ টডম্যানকে কেহ হত্যা করে নাই; তাহা হইলে তোমার এই সিদ্ধান্ত কোথায় থাকে ?"

ইন্‌স্পেক্টর উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হত্যা করে নাই ? তুমি কি বলিতে

াও বুড়া স্বর্গসুখ ভোগের জন্য ব্যাকুল হইয়া নিজেই মাথা ফাটাইয়া অক্কা লাভ করিয়াছে? তুমি বলিতেছ কি!"

মিঃ ব্লেক রেলিংএর দুইটি গরাদেরদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, "তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন—এ কথা ত আমি বলি নাই! কিন্তু তুমি চারি দিক চাহিয়া তদন্ত করিলে লোহার রেলিংএর এই গরাদের দুটি তোমার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। এই শিকটিতে দুই একটি পাকা চুল লাগিয়া আছে দেখিয়াছ? চুল শোণিত রঞ্জিত! রক্তেই চুলগুলি শিকে বাধিয়া আছে। তুমি মিঃ টডম্যানের ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলে সম্ভবতঃ তিনি স্বীকার করিবেন বৃদ্ধের হৃদ্‌রোগ (heart disease) ছিল। আকস্মিক উত্তেজনা বা অবসাদে এই রোগ প্রবল হইয়া থাকে; মিঃ টড্‌ম্যান এইখানে আসিয়া রোগের আকস্মিক আক্রমণে মূর্চ্ছিত হইয়া, বোধ হয়, পড়িয়া গিয়াছিল, সেই সময় এই গরাদের উপর তাহার মাথাটা সবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর গরাদে সংলগ্ন রক্তাক্ত কেশগুচ্ছ পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু তাঁহার গোঁ ছাড়িলেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "না হয় তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম—এই শিকের উপর সজোরে মাথা ঠুকিয়া বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু সেই সুযোগে জর্জ্জ তাহার চাবি চুরি করিয়া ব্যাঙ্কের সিন্দুক হইতে গিনি-গুলি আত্মসাৎ করিয়াছে—এই সিদ্ধান্ত তুমি উড়াইয়া দিবে কোন যুক্তিতে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার উপযুক্ত প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই বটে। যাহা হউক. আমি জর্জ্জকে জেরা করিয়া দেখিব। তুমি বৃদ্ধ টডম্যানের গৃহ-চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিও—আমার অনুমানের মূলে কোন সত্য আছে কি না। তুমি ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষকে সিন্দুক স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছ ত? উহাতে চোরের অঙ্গুলিচিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, তাহা বলিয়াছি। টডম্যানের মৃতদেহ যে ভাবে পাওয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই রাখা হইয়াছে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মর্ম্মভেদী সত্য

জর্জ্জ টডম্যান নির্জ্জন কারাপ্রকোষ্ঠে বসিয়া তাহার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছিল। সহসা সেই কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল; সেই শব্দে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সে মনে করিয়াছিল, কোন পুলিশ কর্ম্মচারী পুনর্ব্বার হয় ত তাহাকে জেরা করিতে আসিতেছে! তাহাদের হাজার রকম জেরায় তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পোষাক দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল—আগন্তুক পুলিশ কর্ম্মচারী নহেন। সৌম্য মূর্ত্তি, দৃষ্টি অসাধারণ তীক্ষ্ণ—অন্তর্ভেদী; প্রশস্ত ললাট, মুখে করুণা ও সহানুভূতি পরিস্ফুট; সুদৃঢ় দেহ ও সুবিশাল বক্ষঃস্থল প্রচুর সামর্থ্যের পরিচায়ক।—এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কে?

আগন্তুক জর্জ্জের সম্মুখে আসিয়া ধীর স্বরে বলিলেন, "আমার নাম রবার্ট ব্লেক। আমার নাম বোধ হয় তোমার নিতান্ত অপরিচিত নহে, এবং আশা করি আমার পেশা কি তাহা তোমাকে না বলিলেও চলিবে।"

জর্জ্জ বসিয়া ছিল; মিঃ ব্লেকের সম্মুখে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যথিত স্বরে বলিল, "বোধ হয় অন্য সকলের মত আপনিও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে দুর্ঘটনার জন্য তুমি অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছ, তাহার সহিত তোমার কোন সংস্রব আছে, ইহা বিশ্বাস করিবার এখনও কোণ কারন পাই নাই; কিন্তু এই জটিল রহস্যের মূলোদ্ঘাটনের জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে; এইজন্য তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। তবে একটা কথা তোমাকে বলিতে বাধা নাই; আমি জানি তুমি তোমার পিতৃস্থানীয় পিতৃব্যকে হত্যা কর নাই।"

জর্জ্জ সাগ্রহে বলিল, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, অন্ততঃ এক জন লোক আমাকে হত্যাকারী বলিয়া মনে করেন না; আর তিনি যে-সে লোক নহেন, ইংলণ্ডের

র্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ। সম্বন্ধে পিতৃব্য হইলেও যাঁহাকে আমি পিতা বলিয়াই জানিতাম, যিনি আমার পিতার অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন, যাঁহার স্নেহে যত্নে আমার জীবনের এই বাইশ বৎসর পরম সুখে কাটিয়াছে, যাঁহার অপমানকারীকে আমি হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না, তাঁহাকেই আমি হত্যা করিয়াছি! এই অপবাদ আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষাও কষ্টদায়ক।"—শোকে দুঃখে জর্জ্জের কণ্ঠরোধ হইল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী তক্তার বেঞ্চিতে (plank-bench) বসিতে ইঙ্গিত করিলেন; তাহার পর কোমল স্বরে বলিলেন, "তোমার এই উচ্ছ্বাস অকৃত্রিম বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি আর যাহাই হই—ধাপ্পাবাজ নহি; তুমি আমাকে তোমার হিতৈষী সুহৃদ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার। আশা করি আমার প্রশ্নের উত্তরে সত্য কথাই বলিবে।"

জর্জ্জ বলিল, "আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য হইবে কি না জানি না; কিন্তু যতখানি পারিব সত্য কথাই বলিব।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জর্জ্জের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যতখানি পারিবে—একথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

জর্জ্জ বলিল, "অর্থাৎ আমি যাহা বলিতে পারিব না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তোমাকে অসাধ্যসাধন করিতে বলিব না;—এখন বল;—তুমি তোমার বাবার সঙ্গে কোনও জরুরি কাজের জন্য দেখা করিতে চাহিয়াছিলে; সেই কাজটা কি?"

জর্জ্জ মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তাঁহার নিকট একটা অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবার উদ্দেশ্যে দেখা করিতে চাহিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাকার প্রার্থনা?"

জর্জ্জ বলিল, "হাঁ, সেই প্রার্থনার সহিত অর্থের সম্বন্ধ ছিল বৈ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথাটা সোজা করিয়া বলিলেও আমি বুঝিতে পারিতাম! কিন্তু তোমরা নব্য যুবক, তোমরা মনে কর—কথা ঘুরাইয়া বলাই

সাহিত্যের আর্ট। অক্সফোর্ডের ছাত্র কি না। কিন্তু সে কথা যাক ; টাকার দরকার ছিল তা তোমার বাবাকে পত্র লিখিয়া সে কথা তাঁহাকে জানাইলে কি চলিত না ? কত টাকা বলিতে বাধা আছে কি ?"

জর্জ্জ বলিল, "খুব বেশী নয়, পাঁচশত পাউণ্ড !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেখানে তোমার বিলাসিতা বোধ হয় একটু মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল !—নতুবা কলেজে লেখাপড়া শিখিতে গিয়া—"

জর্জ্জ মিঃ ব্লেককে তাঁহার কথা শেষ করিতে না দিয়া আবেগের সহিত বলিল, "আমি বিলাসের ধার ধারিতাম না ; অক্সফোর্ডে আমি যথাসম্ভব মিতব্যয়ী ছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তোমার প্রার্থনাটি ত মিতব্যয়ীর মত নয় বাপু! তুমি মিতব্যয়ী হইলে, একা মানুষ—কলেজের ছাত্র, পাঁচ শো পাউণ্ড তোমার কি জন্ম দরকার হইয়াছিল ?"

জর্জ্জ বলিল, "আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না। জানিয়া রাখুন, আমার এই টাকার দরকার হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বলা না বলা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু ইহা গোপন করিয়া তোমার কোন লাভ নাই ; আমি ইহা জানিতে পারিবই—তবে আমার একটু সময় নষ্ট হইবে। দেখিতেছি তুমি আমাকে তোমার হিতৈষী বন্ধু বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পার নাই।"

জর্জ্জ কোন কথা না বলিয়া মস্তক অবনত করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি যে সময় লণ্ডনে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছিলে, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা না করিবার কারণ কি বল। আশা করি এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তোমার অসাধ্য নহে।"

জর্জ্জ বলিল, "দেখা করিতে আমার লজ্জা হইয়াছিল। লজ্জার কারণ আর কিছু নয়, আমি একজনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—আমি—"

জর্জ্জ মুখ বন্ধ করিল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিতেছ। তুমি কাহার নিকট কি অঙ্গীকার করিয়াছিলে—তাহাও আমাকে

খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বলিয়াছি আমি এই রহস্যের মূলোদ্ঘাটন করিব।”

জর্জ্জ বলিল, “বেশ, পারেন ভালই। যদি আপনি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে বলিবেন আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার অনুরোধ আমার স্মরণ থাকিবে।”

মিঃ ব্লেক একটু অপ্রসন্ন ভাবেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টরের সহিত তাঁহার আফিসে দেখা করিলেন। তিনি ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, “অভিযুক্ত আসামী জর্জ্জ টড্‌ম্যানকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় সেই সময় তাহার পরিচ্ছদ খানাতল্লাশী করিয়া যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা আমাকে দেখাইতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “না, কোন আপত্তি নাই।”—তিনি—একটা ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া দিয়া বলিলেন, “এই দেরাজের ভিতর সেই সকল জিনিস দেখিতে পাইবেন।”

মিঃ ব্লেক দেখিলেন রহস্যসূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে এরূপ কোন সামগ্রীই নাই। একখানি ছুরি, কয়েকটি চাবি, কিছু টাকা, এবং কয়েকখানি কাগজপত্র তাহার কোন মূল্যই নাই! এই সকল সামগ্রী ব্যতীত সোনার একগাছি সরু চেন ছিল, তাহার এক প্রান্তে একটি লকেট; সেই লকেটের পিঠে লেখা ছিল—“জি কে, এম-এর উপহার।” মিঃ ব্লেক ছুরির ডগার চাড় দিয়া লকেটটি খুলিয়া তাহার ভিতর একখানি ক্ষুদ্র ফটো দেখিতে পাইলেন; তাহা একটী সুন্দরী যুবতীর ফটো! মিঃ ব্লেক সেই ছবি দেখিয়া অনুমান করিলেন যুবতীর বয়স আঠার বৎসরের অধিক নহে, কিছু কমও হইতে পারে; কারণ ছবি দেখিয়া বয়স অনুমান করা বিলক্ষণ কঠিন ব্যাপার। ফটোখানির দিকে তিনি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার মনে হইল উহা চেনা-মুখ! কিন্তু সে কে বা তাহাকে তিনি কবে কোথায় দেখিয়াছেন—তাহা তাঁহার স্মরণ হইল না।

যাহা হউক, তিনি লকেটটি বন্ধ করিরা ইন্‌স্পেক্টরকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, প্রকৃত অপরাধীকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ; কি বলেন মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি করিয়া তাহা বিশ্বাস করি ? হত্যাকাণ্ডটাই যখন সত্য নয়, তখন প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়িয়াছে একথা বলাও যা, আর যাহার মাথা নাই, তাহার মাথা ধরিয়াছে—একথা বলাও তাই !"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হত্যাকাণ্ড সত্য নয় ? আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আপনাকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু আমার সময়ের বড় অভাব। আপনি ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে জিজ্ঞাসা করিলেই সকল কথা জানিতে পারিবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সে কথা তিনিই আপনাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন না কি ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি এখন চলিলাম।"

তিনি ইন্‌স্পেক্টরের নিকট বিদায় লইয়া থানা হইতে বাহির হইতেই দেখিলেন স্মিথ তাঁহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তিনি স্মিথকে বলিলেন, "আগে বাড়ী চল ; বাড়ী হইতে মোটরে অক্সফোর্ডে যাইতে হইবে। জর্জ্জ টড্‌ম্যান সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে তাহা জানিয়া লইয়া আমাকে জেম্‌স এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কে যাইতে হইবে। তাহাদের সিন্দুকটা পরীক্ষা করা দরকার ; তবে সিন্দুক পরীক্ষা করিয়া এই দুর্ভেদ্য রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিব এ আশা নিতান্তই অল্প।"

স্মিথ বলিল, "আপনার এরূপ অনুমানের কারণ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সেই সিন্দুক হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলির অন্তর্দ্ধানের সহিত বৃদ্ধ ম্যানেজারের মৃত্যুর কোন সম্বন্ধ নাই ; যদি সে সম্বন্ধ থাকিত তাহা হইলে আমি তদন্তভার অনায়াসেই পুলিশের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা কি জান ? চাবিগুলা মৃত মার্ক টড্‌ম্যানের নিকট ফিরিয়া আশা। যদি চাবির থোকাটা তাহার মৃত

দেহের উপর পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে আমার ধারণা হইত চোর যে-ই হউক, সে মার্ক টডম্যানের মৃতদেহ হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তাহা বাগানের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিল ; তাহার পর চাবিগুলি সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্কে ঢুকিয়াছিল, এবং সেই চাবির সাহায্যে ব্যাঙ্কের সিন্দুক খুলিয়া স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ তোড়াগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল।—কিন্তু তাহার পর চাবিগুলি মৃতদেহের উপর ফেলিয়া রাখিবার কারণটা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! অবশ্য, চোর যে মিঃ টডম্যানকে চিনিত এবং সে কি চাকরী করিত, তাহা জানিত এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, সে চাবিগুলি মৃতদেহের নিকট ফেলিয়া যাওয়ায় মনে হয়—ক্ল্যাপ্‌হাম পল্লীর নিকটেই কোন স্থানে তাহার বাসা বা আড্ডা। অন্য দিকে তাহার বাসা হইলে চাবিগুলি এই ভাবে ফেরত দিতে সে ততদূর যাইত কি না সন্দেহ।"

অক্সফোর্ডে গিয়া তিনি গুপ্ত-রহস্যের কতকটা আভাস পাইবেন, ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

লর্ড নর্ মিনষ্টারের দ্বিতীয় পুত্র 'মাননীয়' মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ অক্সফোর্ডে জর্জ্জ টডম্যানের সহাধ্যায়ী ছিল। এই যুবক লর্ডনন্দন হইলেও তাহার পিতা ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাহাকে যে অর্থ সাহায্য করিতেন, তাহা তাহার পদ-গৌরব ও চাল-চলন বজায় রাখিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ যেমন বিলাসী সেইরূপ দাম্ভিক ছিল, তাহার যে সকল সতীর্থ বংশ-গৌরবে তাহা অপেক্ষা হীন—সে তাহাদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা করিত ; তাহাদের সহিত সে মিশিত না। এ জন্য তাহার সহপাঠীরাও তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, তাহার ঘরের দিকে ঘেঁসিত না ; কিন্তু জর্জ্জ টডম্যান মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মেশামিশি করিত, সর্ব্বদা তাহার ঘরে যাইত। জর্জ্জ যে তাহার কি গুণ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল, তাহার অন্যান্য সহাধ্যায়ীরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বলা বাহুল্য,

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজও জর্জ্জের আনুগত্যে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল। জমীদার-নন্দনেরা বংশগৌরবে ও ধনমদে মত্ত হইয়া প্রায়ই সাধারণ লোকের ছেলেদের মনুষ্য মনে না করিলেও তাহাদের প্রসাদপ্রার্থী মো-সাহেবের দলকে কৃপাবিন্দু দানে কুণ্ঠিত হয় না। মানব-চরিত্রের ইহা বোধ হয় স্বাভাবিক ধর্ম্ম; দেশভেদে বা কালভেদে ইহার বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না।

জর্জ্জ টডম্যানের গ্রেপ্তারের সংবাদ অক্সফোর্ডের ছাত্রাবাসে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। সেই দিন সকালে এই দুঃসংবাদ পাইয়া ছাত্রদের মধ্যে যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল—তাহা সহজে থামিল না। সেইদিন অপরাহ্ণে মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ তাহার ঘরের জানালার কাছে বসিল, এবং অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে কি ভাবিতে লাগিল। দীর্ঘকাল চিন্তার পর সে যখন তাহার সোনার 'সিগারেট কেশ' খুলিয়া একটা সিগারেট বাহির করিয়া লইল, তখন তাহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল!—মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ যখন প্রথমে এই সংবাদ পাইয়াছিল—তখন তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল; সে বহু কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহার মানসিক অবসাদ ও চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রশমিত হয় নাই। এই সংবাদ শ্রবণের পর সমস্ত দিনের মধ্যে সে তাহার ঘর হইতে বাহির হয় নাই!

সিগারেটটি নিঃশেষিত হইলে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশ ভাবে বলিল, "যদি সে গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়—তাহা হইলেই আমি গিয়াছি; আমার সর্ব্বনাশ অপরিহার্য্য! উঃ, কি দুর্দ্দৈব।"

অতঃপর সে তাহার ডেস্কের নিকট গিয়া বসিল, এবং একটা দেরাজ খুলিয়া ছোট একটি পিস্তল বাহির করিল। পিস্তলটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহার নরহত্যা করিবার শক্তি ছিল। মেটল্যাণ্ড সেলভিজ কম্পিত হস্তে পিস্তলটি পরীক্ষা করিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "এই পিস্তলটিই এখন আমার এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়। না, আমি বুড়ার সম্মুখে যাইতে, তাহাকে মুখ দেখাইতে পারিব না; তাহা অপেক্ষা—"

সে কথাটা শেষ না করিয়া পিস্তলটা একবার মুখের কাছে উচু করিয়া

ধরিল ; মুহূর্ত্তে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, আতঙ্কে সে চক্ষু মুদিল ! তাহার পর তাড়াতাড়ি পিস্তলটা দেরাজের ভিতর রাখিয়া দিল।

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ সে সময় আত্ম-চিন্তায় এতই বিভোর ছিল যে, তাহার কক্ষের রুদ্ধদ্বার নিঃশব্দে ঈষৎ ফাঁক করিয়া একজন স্থূলকায় খর্ব্বাকৃতি লোক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার ভাব-ভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল—ইহা সে লক্ষ্য করে নাই। মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ যখন পিস্তলটা নিজের মুখের কাছে উচু করিয়া ধরিয়াছিল, সেই সময় সেই লোকটি, দ্রুতবেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া পিস্তলটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইবে, ইহাই সঙ্কল্প করিয়াছিল ; কিন্তু মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ পিস্তলটা দেরাজে পুরিয়া ফেলিল দেখিয়া সে তাহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং চাপা গলায় বলিল, "তুমি যে ও কাজ করিতে পারিবে না তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম বন্ধু ! আমি জোর করিয়া বলিতে পারি অত্যন্ত সাহসী লোকও আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়া শেষে ভয়ে সেই চেষ্টায় বিরত হয়। কাজটা তেমন সহজ নয় !"

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ সভয়ে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল ; আগন্তুক সেভাবে হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িবে, ইহা সে মনে করে নাই। সে তাহাকে কোন কথা বলিতে পারিল না, মাথা গুঁজিয়া হতাশভাবে বসিয়া রহিল।

আগন্তুকের নাম বার্ণি জুডা। জাতিতে সে ইহুদী। এবং ব্যবসায়ে 'সাইলক'—অর্থাৎ কুসীদজীবি। বড়লোকের অকালকুষ্মাণ্ডদের টাকা ধার দিয়া তাহাদের মাথা কিনিয়া রাখাই তাহার পেশা !

জুডা বলিল, "ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে বন্ধু ! বড়ই নোংরা কাজ ! আমি আশা করিয়াছিলাম তোমার বন্ধুর মামলাটা আরম্ভ হইবার আগেই তুমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করিয়া, টাকাগুলা আনিয়া আমার দেনাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।" সে মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজের সম্মুখ হইতে সোনার সিগারেট কেশটা তুলিয়া লইল, এবং একটা সিগারেট বাহির করিয়া

মুখে গুঁজিল, তাহার পর নিজের পকেট হইতে একটি ছোট ব্যাগ বাহির করিয়া একখানি হাণ্ডনোট মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজের সম্মুখে ধরিল। সেই হাণ্ড-নোটে মেটল্যাণ্ড সেলভিজের জামিনস্বরূপ দুইটি নাম স্বাক্ষরিত ছিল, উপরের নাম, "অলিভার সেল্‌ভিজ" নীচের নাম "জর্জ্জ টড্‌ম্যান।"

সেলভিজ সেই হাণ্ডনোটের উপর চক্ষু বুলাইয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "কি চাও তুমি ?"

জুডা বলিল, "সে কথা কি আবার খুলিয়া বলিতে হইবে ? আমি কি চাই তা এই হাণ্ডনোটেই প্রকাশ।—জর্জ্জ টড্‌ম্যান নরহত্যার অভিযোগে ধরা পড়িয়াছে জান ত ? এ অবস্থায় টাকাগুলা আদায় না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে উহা আদায় করিতে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইবে।"

জুডার কথা শুনিয়া মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ ঘামিয়া উঠিল, এবং কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "টাকা তুমি অবশ্যই পাইবে, কিন্তু আমাকে কিছু সময় দিতে হইবে।"

জুডা হাসিয়া বলিল, "উত্তম কথা, উত্তম কথা! তোমার দাদা অলিভার তোমার অনুকূলে এই হাণ্ডনোটে স্বাক্ষর করিয়াছেন; তিনি যদি তোমার এই ঋণ পরিশোধ করিতে প্রতিশ্রুত হন. তাহা হইলে আমি সময় দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। টাকার কথা তাঁহাকে বলিব কি ?"

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ ব্যগ্রভাবে বলিল, "না, না। তুমি জান ইহাতে আমার ঘোর আপত্তি।"

জুডা বলিল, "হাঁ আপত্তি ত হইবেই। তাঁহার নাম জাল করিয়াছ ইহা প্রকাশ হইলে পাঁচটি বৎসর রাজার অতিথিশালায় বিশ্রাম অনিবার্য্য,—তা তুমি যত বড় লর্ডেরই বংশধর হও!"

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, জাল! মিথ্যা কথা। আমার সাক্ষাতে এতবড় নির্লজ্জ মিথ্যা কথা বলিতে তোমার সাহস হইল ?"

জুডা বলিল, "মিথ্যা কথা ? আঃ, বাঁচিলাম; তোমার সত্য কথা শুনিয়া আমার শ্রবণ শীতল হইল! কিন্তু কথা এই যে, যে বেচারার মাথার উপর

ফাঁসের দড়ি ঝুলিতেছে, তাহার নিকট টাকা আদায়ের আশা করা ঝকমারি মাত্র; তবে তোমার দাদার নিকট হইতে উহা সহজেই আদায় হইবে। তিনি এই হ্যাণ্ডনোটের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই অস্বীকার করিবেন না; তবে যদি তিনি মিথ্যা করিয়া বলেন তাঁহার স্বাক্ষর জাল, তাহা হইলে একটু গোলের কথা বটে!”

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ এ কথায় একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং তাহার দেরাজ হইতে পূর্ব্ব-কথিত পিস্তলটি বাহির করিয়াই ইহুদীটার ললাট লক্ষ্য করিল। ঘোড়া টেপে আর কি!

জুডার চক্ষুতে মুহূর্ত্তের জন্য আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল বটে, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া বলিল, “কি আপশোষের বিষয় বন্ধু! পিস্তলে টোটা ভরিতে ভুলিয়া গিয়াছ, ঘোড়া টিপিয়া ত কোন লাভ নাই।”

অপদস্থ হইয়া লর্ডনন্দন পিস্তলটা সরাইয়া লইল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই জুডা বাঘের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইল, এবং তাহা সবেগে ঘরের কোণে নিক্ষেপ করিয়া, তাহার ঘাড় ধরিয়া মেঝের উপর চিৎ করিয়া ফেলিল। তাহার পর একটু দূরে সরিয়া গিয়া আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেন দরকার হইলে তাহাকে দুই একটা ঘুসি উপহার না দিয়া সেখান হইতে নড়িবে না!

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ ধরা-শয্যা হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর পিস্তলটা কুড়াইয়া আনিয়া পকেট হইতে কয়েকটি ছোট ছোট টোটা বাহির করিল! তাহা দেখিয়া জুডা হাসিয়া বলিল, “তুমি একজনের নাম জাল করিয়া আমার কতকগুলা টাকা ফাঁকি দিয়া লইয়াছ; আমার প্রাপ্য টাকা ত দিলেই না, উপরন্তু আমাকে গুলি করিয়া মারিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ! উত্তম, বন্ধু! এ অতি উত্তম ব্যবহার; কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিবে ত?”

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ কি বলিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় পশ্চাতে

দ্বারোদঘাটন-শব্দে সে এবং জুডা উভয়েই দ্বারের দিকে চাহিল। সেই মুহূর্ত্তে একজন ভদ্রলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। আগন্তুককে দেখিয়া জুডা সভয়ে, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি! রবার্ট ব্লেক এখানে?"

মিঃ ব্লেক উভয় হস্ত বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া, মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "মিঃ জুডা, আমিও তোমাকে এখানে দেখিবার প্রত্যাশা করি নাই; তবে একথাও সত্য যে, তোমাকে এখানে দেখিয়া আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই। এ দেশের বড়লোকদের অপরিণাম-দর্শী কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত অকালকুষ্মাণ্ডদের ঘাড়ে চাপিয়া কত দিন হইতে তুমি জোঁকের মত তাহাদের রক্ত শোষণ করিতেছ—তাহাই আমি আগে জানিতে চাই।"

জুডা মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি জোঁক নই, মিঃ ব্লেক, আমি সম্ভ্রান্ত বণিক; বিপন্ন ভদ্র সন্তানদের সাহায্য করাই আমার এই সাধু ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র "

মিঃ ব্লেক তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "তুমি সম্ভ্রান্ত বণিক? তোমার ব্যবসা সাধু ব্যবসা! এত বড় সাধু ব্যবসা জগতে আর নাই! তোমার এই সাধু ব্যবসায়ের মাহাত্ম্যে কত জনের সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা আমার ঠিক জানা না থাকিলেও, আমি জানি অন্ততঃ তিন জন লোক আত্মহত্যা করিয়া তোমার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে! সেই তিন জনের নাম বলিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে আমি তোমার মত সম্ভ্রান্ত বণিকের কীর্ত্তির অনেক খবর জানি; কিন্তু তোমার মত নিষ্ঠুর অর্থ-পিশাচের অপকার্য্যের আলো-চনায় সময় নষ্ট করিতে এখানে আসি নাই। তুমি ভিজে বিড়ালের মত ওখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার রাগ বাড়াইও না, কারণ তোমাকে পদাঘাত করিয়া আমার পদমর্য্যাদা নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। যাও—এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে বাহির হইয়া যাও।"

বার্ণি জুডা সভয়ে একবার মিঃ ব্লেকের ভ্রুকুটী-কুটিল ক্রুদ্ধ চক্ষুর দিকে একবার তাঁহার সুদৃঢ় বুটমণ্ডিত চরণযুগলের দিকে চাহিল; তাহার পর আর

দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিঃ ব্লেক অতঃপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে 'মাননীয়' মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজের মুখের দিকে চাহিয়া রূঢ় স্বরে বলিলেন, "তুমি তোমার প্রিয় বন্ধুকে ফাঁসীতে লট্‌কাইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ?"

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ কম্পিত হস্তে ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া জড়িত স্বরে বলিল, "মহাশয়, আপনার হেঁয়ালীর ভাষার অর্থ বুঝিতে পারি এত বুদ্ধি আমার নাই, ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে; তবে এটুকু বুঝিয়াছি যে, অপরিচিত ভদ্র লোকের সহিত কি ভাবে আলাপ করিতে হয়, তাহা আপনার জানা নাই। আমি আপনাকে চিনি না, কে আপনি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার নাম রবার্ট ব্লেক, ইহার অধিক পরিচয় আপাততঃ না দিলেও ক্ষতি নাই। আমি এখানে কেন আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইতে পারে। তুমি যে যুবককে তোমার বন্ধু বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলে, অবশ্য গরজে পড়িয়াই তাহার বন্ধুত্ব প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিলে, সে তোমার জন্য—তোমার জন্য বলিলে বোধ হয় ঠিক হইবে না - তোমার ভগিনীর জন্যই বলা ঠিক—নর-হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেকের অদূরে ডেস্কের উপর ফ্রেমে-বাঁধা একখানি ফটো ছিল; তাহা একটি সুন্দরী যুবতীর ফটো। মিঃ ব্লেক ডেস্কের নিকট অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি সেই ফটোখানি তুলিয়া লইলেন! তিনি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ফটোখানির দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন জর্জ্জ টডম্যানের চেনের 'লকেটে'র ভিতর যে ফটো দেখিয়াছিলেন- সেই ফটো ও এই ফটো একই যুবতীর! তিনি মুখ তুলিয়া মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এখানি নিশ্চয়ই তোমার ভগিনীর ফটো।"

মেটল্যাণ্ড বলিল, "হাঁ, উহা আমার ভগিনী মেরিয়নের ফটো। আপনি উহা আমার ডেস্কের উপর হইতে তুলিয়া লইলেন কোন্ অধিকারে?"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে। হতভাগ্য

জর্জ্জ টড্‌ম্যান তোমার এই ভগিনীর প্রেমে পড়িয়াছে দেখিয়া, তুমি নিতান্ত ইতরের মত তাহাকে তোমার স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে পরিণত করিয়াছ; আর সেই প্রেমবিহ্বল নির্দ্দোষ যুবক তোমার জন্যই আজ বিপন্ন, ফাঁসের দড়ি আজ তাহার মাথার উপর ঝুলিতেছে!”

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ডিজ ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া তীব্র স্বরে বলিল, “মহাশয়, আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আপনি লর্ড নর মিন্‌ষ্টারের পুত্রের নিকট তাঁহার কন্যার কুৎসা প্রচার করিতেছেন!”

মিঃ ব্লেকও অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন; তিনিও সেই রূপ কঠোর স্বরে বলিলেন, “হাঁ, সময়ে সময়ে আমি বড়লোকের মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া ফেলি—একথা অস্বীকার করিতেছি না। আমি মানুষের উপাধির বহরের দিকে না চাহিয়া তাহার কাজ দেখিয়া তাহার মহত্ত্ব বা ইতরতার বিচার করি। আমি এরূপ মহাপাপিষ্ঠ নরাধমকেও জানি, যে বংশমর্য্যাদায় তোমার অপেক্ষা বিন্দুমাত্র হীন নহে।”

মেটল্যাণ্ড সেল্‌ভিজ মুখমণ্ডল আরক্তিম করিয়া বলিল, “দেখিতেছি—আপনার বচনের বিলক্ষণ জুত আছে; কিন্তু আপনার বাক্‌চাতুরী শুনিবার একটুও অবসর আমার নাই। আপনি আমার কাছে কি চান তাহাই বলুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি সত্য কথা শুনিতে চাই। প্রকৃত ঘটনা কি, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।”

মেটল্যাণ্ড বলিল, “আমি কি-ই বা জানি, আর আপনাকে বলিবই বা কি? আপনি ভুল খবর পাইয়াছেন; আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্য জর্জ্জ ফাঁদে পড়িয়াছে—এ কথা সত্য নহে।”

মিঃ ব্লেক এ কথায় আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া সেই দর্পান্ধ দাম্ভিক জমীদার-নন্দনের ঘাড় চাপিয়া ধরিলেন, এবং তাহা সবেগে আন্দোলিত করিয়া সক্রোধে বলিলেন, “কি! আবার তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিতেছ? আমি নগরে খোঁজ খবর না লইয়াই তোমার কাছে আসিয়াছি মনে করিয়াছ? সকলেই জানে টড্‌ম্যান

তোমার প্রাণের বন্ধু; তোমার মত আত্মম্ভরী দাম্ভিক জমীদার-পুত্র তাহার মত সামান্য লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করে দেখিয়া জনসাধারণের কৌতূহল হইতেই পারে। তুমি কি মনে কর তোমার এই গরজের বন্ধুত্বের কারণ তাহারা জানিতে পারে নাই?"

মেট্‌ল্যাণ্ড মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তিলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া ঘাড় গুঁজিয়া বলিল, "আপনার যে ভারি স্পর্দ্ধা দেখিতেছি! আমার অপমান করিতে আপনার—"

মিঃ ব্লেক তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "হাঁ, আমার সাহস হইয়াছে। যদি আর অধিক লাঞ্ছনা-ভোগের ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে উপর-চালাকী বন্ধ রাখিয়া সকল কথা খুলিয়া বল। ঐ সুদখোর ইহুদীটাকে তোমার কাছে তাগাদায় আসিতে দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে—জর্জ্জ টড্‌ম্যান অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল! আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি জর্জ্জ এখানে নিতান্ত সাধারণ ভাবে বাস করিত; তাহার কোন রকম বাজে-খরচ ছিল না। সে তাহার পিতার নিকট যথেষ্ট টাকা পাইত, কিন্তু তাহার অভাব দূর হইত না! ইহার অর্থ টাকাগুলার অধিকাংশ তুমিই আত্মসাৎ করিতে।"

মিঃ ব্লেক মেট্‌ল্যাণ্ডের ঘাড় ছাড়িয়া দিয়া ফটোখানি ডেস্কের উপর রাখিলেন।

মেট্‌ল্যাণ্ড ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "যদি তাহা আত্মসাৎ করিয়াই থাকি, সেজন্য আমি আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই। আমি আমার বন্ধুর নিকট টাকা ধার লইয়াছি, সেজন্য আপনার তর্জ্জন-গর্জ্জনের কি তোয়াক্কা রাখি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, বন্ধুকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাহাকে যথাসাধ্য শোষণ করিবার অধিকার তোমার যে আঠার আনা আছে তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু টডম্যান যে তোমার এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে, কেবল নিঃস্বার্থ বন্ধুপ্রীতিই তাহার কারণ নহে, আর

তোমার সেই ঋণও সামান্য নহে। এই ব্যাপারের মধ্যে যে রহস্য আছে তাহাই আমি তোমার কাছে শুনিতে চাই। তুমি না বলিলেও আমি বার্ণি জুডার নিকট তাহার আভাস পাইব; সে আমার নিকট কোন কথা গোপন করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু তখন আর তোমার উদ্ধারের উপায় থাকিবে না; ফল এই হইবে যে, তুমি ভদ্র সমাজে তোমার পিতার মুখ দেখাইবার পথও বন্ধ করিবে!"

মিঃ ব্লেকের এই কথায় সেই গর্ব্বোদ্ধত দাম্ভিক যুবক একেবারে বসিয়া-পড়িল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কয়েক মিনিট ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল; তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিল, "জুডার কাছে হ্যাণ্ডনোট দিয়া টাকা লইয়াছিলাম। সে আমার সুবিধা অনুসারে টাকা লইতেও রাজি ছিল, কিন্তু কিরূপে বলিতে পারি না—সে জানিতে পারিয়াছে যাহারা আমার দেনার জন্য দায়িত্ব স্বীকার করিয়া হ্যাণ্ডনোটে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিল, তাহাদের সেই স্বাক্ষর—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জাল? জর্জ্জ টড্‌ম্যান নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়াছিল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই প্রলোভন সে সংবরণ করিতে পারে নাই, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "যখন জর্জ্জ আমাকে আর দেনা দিতে পারিল না, তখন আমি অভাবে পড়িয়া অগত্যা বার্ণি জুডার নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার তখন টাকার ভারি দরকার। সে আমাকে টাকা ধার দিতে সম্মত হইল, কিন্তু এই সর্ত্তে যে, আমি তিন হাজার পাউণ্ড ধার লইয়া পাঁচ হাজার পাউণ্ডের হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিব, আর সেই টাকার জন্য দুইজন জামিন থাকিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জামিনদারদ্বয়ের একজন ত জর্জ্জ টড্‌ম্যান, দ্বিতীয় বুদ্ধিমান্‌টি কে?"

মেট্‌ল্যাণ্ড ঘাড় নীচু করিয়া বলিল, "আমার দাদা মরিস্‌।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড সেল্‌ভিজের সম্পত্তি ও উপাধির উত্তরাধিকারী?"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "হাঁ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হ্যাণ্ডনোটে তাহার যে স্বাক্ষর আছে—তাহা জাল ?"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "তাই বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ইহার পরিণাম কিরূপ সাংঘাতিক হইতে পারে । একবারও চিন্তা কর নাই নির্ব্বোধ! যাহা হউক, আমি এখন তোমাকে বলি মন দিয়া শোন। তুমি হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবে, যখন গবর্মেণ্টের বিভাগের সহিত তোমার পিতার সম্বন্ধ ছিল, সেই সময় কার্য্যোপলক্ষে কয় তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; এবং কোন কোন কার্য্যে আমাকে ার সাহায্যও করিতে হইয়াছিল। তিনি রুক্ষ প্রকৃতির লোক হইলেও ারও প্রতি অন্যায় করেন না। তুমি তাঁহার পুত্র, তোমার প্রথম অপরাধ ন ক্ষমা করিবেন ইহাই আমার বিশ্বাস। তুমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া াধ স্বীকার কর। যাহাদের সংস্রবে তুমি উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছ— াদিগকে ত্যাগ কর; অক্সফোর্ডে থাকিয়া তোমার আর অধিক বিদ্বান না লও ক্ষতি নাই। তুমি তোমার পিতাকে বলিবে দেশান্তরে গিয়া যাহাতে ন হইতে পার—সেই রূপ চেষ্টা করিবে। আমার বিশ্বাস, তোমার পিতা মার এই প্রার্থনাও পূর্ণ করিবেন। ইতিমধ্যে বার্ণি জুডা তাহার প্রাপ্য ের জন্য তোমাকে কোন ফ্যাসাদে ফেলিবার চেষ্টা না করে, আমি তাহার া করিব।"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "আপনি কি তাহাকে থামাইয়া রাখিতে পারিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "কিন্তু জর্জ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে বড়ই গুরুতর!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেজন্য তুমি ভয় পাইও না ; আমি তাহার নির্দ্দোষিতা মাণ করিতে পারিব। তুমি তোমার পিতার সহিত দেখা করিবে কি না নতে চাই।"

মেট্‌ল্যাণ্ড তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া টি পরমাসুন্দরী তরুণী অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্লেক মেট্‌ল্যাণ্ডের ডেস্কের উপর যাহার 'ফটো' দেখিয়াছিলেন, যুবতী ফটোর সজীব মূর্ত্তি! তিনি বুঝিলেন—তরুণী মেট্‌লাণ্ডের ভগিনী মেরিয়ন।

মিঃ ব্লেক এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন বলিয়া মেরিয়ন প্রথমে তাঁহ দেখিতে পায় নাই; সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে, অ ব্যাকুল স্বরে বলিল, "মেট্‌ল্যাণ্ড, এ কি দুঃসংবাদ—"

কিন্তু মিঃ ব্লেককে হঠাৎ দেখিতে পাওয়ায় তাহার মুখের কথা মুখেই র গেল! কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, কুণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের ম দিকে চাহিল।

মেট্‌ল্যাণ্ড মিঃ ব্লেককে বলিল, "আমার ভগিনী মেরিয়ন।"

অনন্তর সে মেরিয়নকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ইনি লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডিটেক মিঃ রবার্ট ব্লেক; জর্জ্জের নির্দ্দোষিতা প্রমাণের ভার উনিই গ্রহণ করিয়াছেন

মেরিয়ন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসা করিল, তাহার পর বলিল, 'জর্জ্জ যে নিরপধাধ, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ন কিন্তু সে যে কোন কথার জবাব দিবে না, ইহাতেই বিপদের আশঙ্কা করিতে আমাদের মঙ্গলের জন্যই সে নীরব থাকিবে।"

মেট্‌ল্যাণ্ড বলিল, "মিঃ ব্লেক তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার সঙ্গে বাড়ী যাইব মেরিয়ন! বাবার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকা তাঁহার অনুমতি লইয়া আমি শীঘ্রই দেশান্তরে যাত্রা করিব।"

দেশান্তরে যাত্রা করিবে?"—এই প্রশ্ন করিয়া মেরিয়ন স্তম্ভিত ভাবে দাঁড় রহিল। মিঃ ব্লেক তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অঙ্গুলী-চিহ্ন

ঃ ব্লেক অক্সফোর্ডে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ মিঃ জেল্‌সের
ট টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছিলেন সেই দিনই এক সময় তিনি ব্যাঙ্কে
স্থিত হইবেন; তদনুসারে মিঃ জেল্‌স তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।
ব্লেক রাত্রি আট্‌টার সময় ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ জেল্‌স তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "আপনি আসিতে পারিয়াছেন
খিয়া সুখী হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর লর্গান আমাকে বলিতেছিলেন, তিনি
ন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন জর্জ্জ টড্‌ম্যান আমাদের ম্যানেজারকে
্যা করে নাই; মিঃ মার্ক টড্‌ম্যান দৈবদুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!
ানী তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্র অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল, এজন্য পূর্ব্বের মত পরিশ্রম
রিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ
রিতেন; কিন্তু আমি তাঁহাকে অবসর লইবার কথা বলিলে তিনি সে কথা
াণে ভুলিতেন না! ব্যাঙ্কের কাজেই তিনি দেহপাত করিলেন; তাঁহার
ভাবে ব্যাঙ্কের যে ক্ষতি হইল—তাহা শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। এমন
াধারণ কর্ত্তব্যানুরাগ অত্যন্ত দুর্লভ।"

জর্জ্জ টড্‌ম্যান তাহার পিতাকে হত্যা করে নাই—এই সত্যের আবিষ্কারক
ন্‌স্পেক্টর লর্গান! মিঃ জেল্‌সের নিকট এই কথা বলিয়া লর্গান বাহাদুরী
াকাশ করিয়াছেন শুনিয়া মিঃ ব্লেক মনে মনে হাসিলেন; কিন্তু তিনিই যে
হা লর্গানের নিকট সপ্রমাণ করিয়াছিলেন—তাহা মিঃ জেল্‌সকে বলিয়া
ন্‌স্পেক্টর লর্গানকে খাট করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি বলিলেন,
'মিঃ টডম্যানের মৃতদেহ এখন পর্য্যন্ত আমি পরীক্ষা করিতে পারি নাই;
কন্তু আমার বিশ্বাস, দৈবদুর্ঘটনা বশতঃই যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে—

ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের এই ধারণা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে,—এবং টড্‌ম্যান অবিলম্বে মুক্তিলাভ করিবে। যাহা হউক, চলুন আপনার সি দেখিয়া আসি।”

মিঃ জেল্‌স তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ম্যানেজারের আফিস-ঘরে যাইতে যা বলিলেন, “পুলিশ আসিয়া চুরির তদন্ত করিতেছে; কিন্তু চোর গি তোড়াগুলি ভিন্ন আর কিছুই লইয়া যায় নাই, এজন্য পুলিশ এপর্য্যন্ত রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আমাদের অনেক টাকা গিয়াছে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে ব্যাঙ্ক এই ক্ষতি সহ্য না অসমর্থ নহে।”

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের আফিসে প্রবেশ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর লর্গা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার তদন্ত তখনও শেষ হয় নাই। তিনি মিঃ ব্লে বলিলেন, “যতদূর সতর্কভাবে তদন্ত করিতে হয় তাহার ত্রুটি করি নাই ব্লে কিন্তু কোন সূত্রই আবিষ্কার করিতে পারিলাম না! মিঃ জেল্‌সও বলিয় উনি আমাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন তাহারও সম্ভ নাই; এ অবস্থায় আমরা কিরূপে অগ্রসর হইব? জটিল রহস্যের বটে!”

মিঃ ব্লেক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়াই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই কক্ষের সর্ব্বস্থান এ অবশেষে সিন্দুকটাও লক্ষ্য করিলেন। তাহার পর ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলে “অঙ্গুলীচিহ্ন আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “শোন কথা! আমরা যেন আনাড়ী! কি ক উচিত, সে জ্ঞান কি আমাদের নাই মনে কর? আমাদের তত নিরেট ম করিও না বন্ধু! অঙ্গুলী-চিহ্ন আছে কি না তাহার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু সিন্দুকে, ডেস্কে কি কোন আসবাব-পত্রে অঙ্গুলী-চিহ্ন দেখিতে প নাই; কারণ চুরি ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই বেহারা আসিয়া সকালে সম ঝাড়িয়া-পুঁছিয়া সাফ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। চোর রাত্রে আসিয়া সি খুলিয়া গিনির তোড়াগুলি লইয়া চম্পট দিয়াছে; কিন্তু সিন্দুক বন্ধ ক

যাইতে বিস্মৃত হয় নাই! কাজেই প্রথমে যেটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল—তাহা করা হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে বিজলি-বাতি ও একটি 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্ল্যাস' বাহির করিলেন, এবং বাঁ হাতে বিজলি-বাতিটি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে অণুবীক্ষণটি লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ভস্মে ঘি ঢালিয়া কোন লাভ নাই ব্লেক! ঐ রকম পরীক্ষা বহুপূর্ব্বেই শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। রহস্য-সূত্র আবিষ্কারের জন্য নূতন কোন ফন্দী বাহির করিতে পার ত সেই চেষ্টা কর। ওসব মামুলী কস্‌লত দেখাইয়া কোন ফল নাই হে ভায়া!"—ভারি মুরুব্বিয়ানা-সুর!

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের দ্বার পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "এই দ্বারে অনেকেরই অঙ্গুলী-চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু সেই সকল চিহ্নের মধ্যে এমন চিহ্নও আবিষ্কৃত হইতে পারে—যাহার অনুরূপ চিহ্ন স্কট্‌লাণ্ড ইয়ার্ডে রক্ষিত অঙ্গুলী-চিহ্নের খাতার ভিতর পাওয়া যাইতে পারে, এবং হয় ত তাহা তোমারও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে!"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান হাসিয়া বলিলেন, "তোমার তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিতে তাহা না এড়াইলেই সুখের বিষয় হইবে। দেখি কি আবিষ্কার কর।"

মিঃ ব্লেক লর্গানের বাচালতার উত্তর না দিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে পাশের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া মিঃ জেল্‌সকে বলিলেন, "ম্যানেজার টড্‌ম্যানের কাছে এই দ্বারের চাবি ছিল কি?"

মিঃ জেল্‌স বলিলেন, "হাঁ, ছিল। সদর দরজা প্রত্যহ ভিতর হইতেই খুলিয়া দেওয়া হয়।"

মিঃ ব্লেক ব্যাঙ্কে প্রবেশের পাশ-দরজা পরীক্ষা না করিয়া সেই দরজা পার হইয়া হল-ঘরে প্রবেশের জন্য যে সুঁড়ি পথ ছিল, সেই পথের দুই পাশের মসৃণ দেওয়াল পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রাত্রিকালে দ্বার খুলিয়াই সেই অপ্রশস্ত পথ দিয়া ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে,

যাহারা সর্ব্বদা সেই পথে গমনাগমনে অভ্যস্ত তাহাদের দুই পাশের দেওয়াল স্পর্শ করিবার প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু কোন নূতন লোকের পক্ষে সেইভাবে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মিঃ ব্লেকের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের আক্ষেপের সীমা রহিল না। কথাটা পূর্ব্বে তাঁহার মাথায় আসে নাই!

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট পরীক্ষার পর হঠাৎ থামিলেন, এবং তাঁহার হাতের 'ম্যাগ্‌নিফাইং' গ্লাস নামাইয়া চাপা স্বরে বলিলেন, "হুঁ!"

সেই স্বর লর্গানের কর্ণগোচর হইতেই তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক! কোন সূত্র পাইলে না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অচিন্ত্যপূর্ব্ব সূত্র। একটা প্রকাণ্ড দস্যুর অঙ্গুলী-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে!"

লর্গান বলিলেন, "প্রকাণ্ড দস্যু! কাহার কথা বলিতেছ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দস্যুরাজ প্লুমার।"

লর্গান মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "অসম্ভব! সে ছদ্মবেশে পলায়ন করিতে গিয়া গুডটউন্‌সের নিকট সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে, ইহা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ এই রিপোর্ট সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই সত্য রিপোর্টে নির্ভর করিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমার তাহাতে আপত্তি নাই; আমি দেখিতেছি এই দেওয়ালে তাহার অঙ্গুলী-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। সে সশরীরে রাত্রিকালে নিশ্চয়ই এখানে বায়ুসেবনের উদ্দেশ্যে আসে নাই। প্লুমারের অঙ্গুলী-চিহ্ন তোমারও সুপরিচিত, তুমি এখানে আসিয়া দেখিলেই তোমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইবে।

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান তাড়াতাড়ি মিঃ ব্লেকের পাশে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার হাত হইতে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস লইয়া অঙ্গুলীচিহ্ন পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "আশ্চর্য্য! অতি আশ্চার্য্য! ইহার অর্থ কি ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক ইনস্পেক্টরের দিশেহারা ভাব দেখিয়া অত্যন্ত আমোদ বোধ করিয়া বলিলেন, "অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার! অর্থ এই যে, প্লুমার বাঁচিয়া আছে, এবং এখানে তাহার পদার্পণ হইয়াছিল। সে শীঘ্রই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিবে—সেজন্য প্রস্তুত থাক।"

ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ মিঃ জেল্‌স অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আলাপ শুনিতেছিলেন। প্লুমারের শক্তি সামর্থ্যের কথা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "গিনির তোড়াগুলা কি শেষে প্লুমারের হাতে পড়িয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু কথা এই যে, তাহার মত লোক কি করিয়া এত অল্পে সন্তুষ্ট হইল? ইচ্ছা করিলে সে ত সর্ব্বস্বই লইয়া যাইতে পারিত! আমার বিশ্বাস, সে কেবল চুরির উদ্দেশ্যেই চুরি করে নাই, এই চুরির অন্তরালে তাহার অন্য কোন অভিসন্ধি সংগুপ্ত আছে। আমি এখন চলিলাম। মিঃ জেল্‌স্! আপনি যদি অতঃপর অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না চাহেন, তাহা হইলে আপনার ব্যাঙ্কে যথাযোগ্য প্রহরী-নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন। আমি আপনার সিন্দুক পরীক্ষা না করিলেও দূর হইতে যতটুকু দেখিয়াছি তাহাতেই বলিতে পারি উহা খুলিয়া ফেলিতে আমার আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না! আপনার কোষাগারের অবস্থা ও ব্যবস্থা আদৌ সন্তোষজনক নহে।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া ব্যাঙ্ক হইতে প্রস্থান করিলেন। স্মিথ তাঁহার মোটর চালাইতে লাগিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিথ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না; তিনজনেই নির্ব্বাক! অবশেষে মিঃ ব্লেকই কথা বলিলেন, তিনি মর্গানকে বলিলেন, "মার্ক টড্‌ম্যানের মৃত্যু যে আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই চুরি যে সাধারণ চুরি একথা জোর করিয়া বলা বড় শক্ত! কারণ প্লুমার সাধারণ চোর নহে। এই চুরি তাহার একটি চা'ল মাত্র, কি মতলবে সে এই চা'ল দিয়াছে

তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! যাহা হউক, চল প্রথমে মিঃ টডম্যানের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া আসি। তাহার হৃদ্‌যন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল কি না সন্ধান লইয়াছিলে ?”

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, “হাঁ, সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি তোমার কথাই ঠিক। তাঁহার গৃহ-চিকিৎসক বলিয়াছেন, তাঁহার হৃৎ-পিণ্ড কিছুদিন হইতে ভয়ানক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; তবে তাঁহার মনে আতঙ্ক হইলে তাহার ফল শোচনীয় হইতে পারে ভাবিয়া ডাক্তার সে কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলেন নাই।”

পুলিশ বৃদ্ধ টডম্যানের মৃতদেহ যেখানে রাখিয়াছিল তাঁহারা সেই বাড়ীর সম্মুখে আসিলে, ইন্‌স্পেক্টর মোটর হইতে নামিয়া গৃহ-রক্ষকের সন্ধানে চলিলেন। কয়েক মিনিট পরে গৃহ-রক্ষক আসিয়া তাঁহাদিগকে একটি ঘরে লইয়া গেল।

তাঁহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বস্ত্রাবৃত দুইটি মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। আচ্ছাদন-বস্ত্র অপসারিত করিলে দেখা গেল, একটি মৃতদেহ পুরুষের, অপরটি রমণীর। পুরুষটি মিঃ টডম্যান, রমণীর মৃতদেহটি সেই দিন অপরাহ্লে সেখনে আনীত হইয়াছিল শুনিয়া মিঃ ব্লেক গৃহ-রক্ষককে তাহার মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গৃহ-রক্ষক বলিল, “অনাহারে মেয়েটির মৃত্যু হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক মার্ক টডম্যানের পরিহিত পরিচ্ছদ ও জুতা কর্দ্দমাক্ত দেখিলেন; লোহার রেলিংএর উপর সজোরে ধাক্কা লাগিয়াই যে তাঁহার মাথা ফাটিয়াছিল—এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি মৃত ম্যানেজারের বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিয়া তাহাও পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে বলিলেন, “পোযাকের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারা বাইতেছে, মৃতদেহ যেখানে প্রথমে পড়িয়া ছিল সেই স্থান হইতে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মাথার চুলগুলি কাদা মাখিয়া যে ভাবে উল্টাইয়া রহিয়াছে তাহা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারা যায় উহার পা ধরিয়া মাটীর উপর আকর্ষণ করা হইয়াছিল।”

অনন্তর তিনি 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্ল্যাস' দিয়া মৃতের জুতা পরীক্ষা করিতে করিতে ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন; "এই যে! জুতার ক্রস্‌ করা চামড়ার উপর তিনটি অঙ্গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে, এ-ও ত প্লুমারেরই অঙ্গুলী-চিহ্ন!—না, ইহার পর জর্জ টড্‌ম্যানকে আর হাজতে রাখা সঙ্গত মনে হয় না; তাহাকে অবিলম্বে মুক্তিদান করাই কর্ত্তব্য। তুমি তাহাকে বিদায় দেওয়ার সময় বলিবে কাল সকালে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। তাহাকে গোটাকত কথা বলিবার আছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "নিশ্চয়ই বলিব।"

* * * *

মিঃ ব্লেক বাড়ী ফিরিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন! তিনি কোথায় প্লুমারের সন্ধান পাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তদন্তকালে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, বৃদ্ধ টড্‌ম্যানের গতিবিধির প্রতি প্লুমারের লক্ষ্য ছিল; তাহার আকস্মিক মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া টড-ম্যানের মৃতদেহ নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়াছিল, তাহার পর তাহার চাবি লইয়া ব্যাঙ্কের দ্বার খুলিয়াছিল সে ব্যাঙ্কের সিন্দুক হইতে গিনির তোড়াগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল, এবং মৃতদেহের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া চাবির গোছাটি তাহার উপর রাখিয়া গিয়াছিল প্লুমার সহরের অন্য অঞ্চলে বাস করিলে, সে চুরির পর মৃতদেহের নিকট ফিরিয়া যাইত না। এই জন্য মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল—ক্ল্যাপহাম পল্লীতেই প্লুমারের সন্ধান মিলিতে পারে। অতঃপর তিনি স্মিথকে ডাকিয়া বলিলেন, "কাল আমরা ক্ল্যাপ্‌হাম পল্লীতে তদন্তে যাইব, সেজন্য প্রস্তুত থাকিবে; অন্য কাজে বাহিরে যাইও না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্লুমারের ফন্দী

প্লুমারের একটি পাচিকা ছিল। তাহার এক চোখ কাণা, এবং সে বদ্ধকালা! ইসারায় তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইত। সে 'খানা' প্রস্তুত করিয়া দিলে, তাহা খাইতে খাইতে প্লুমার খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিল। বৃদ্ধ টড্ম্যানের হত্যাকাণ্ড ও ব্যাঙ্কের লুঠ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিয়াই সে বুঝিয়াছিল, উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপিয়াছে; তাহার আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু সেই বিবরণের শেষ 'প্যারা'টি পাঠ করিয়া তাহার হাত আর মুখে উঠিল না; হঠাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, এবং বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল! সেই প্যারাটির অনুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

ক্ল্যাপ্হামের জটিল রহস্য!

"উক্ত বিবরণ সংগৃহীত হইবার পর আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম জর্জ্জ টডম্যান তাহার পিতৃস্থানীয় পিতৃব্যকে হত্যা করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতবাসের পর গত রাত্রে হাজত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুযোগ্য ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও বেকার ষ্ট্রীটের স্বনামধন্য ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক না কি তদন্ত করিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন জর্জ্জ টড্ম্যানের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা! ইহাই তাহার মুক্তিলাভের কারণ। ব্যাঙ্ক-লুঠের রহস্য না কি অত্যন্ত জটিল। আমরা শীঘ্রই এই রহস্যসংক্রান্ত অনেক নূতন কথা পাঠকগণের গোচর করিতে পারিব।"

এই বিবরণ পাঠ করিয়া প্লুমার শূন্য দৃষ্টিতে কাগজখানির দিকে চাহিয়া

রহিল; যেন তাহার চিন্তাশক্তি বিলুপ্ত হইল! ছদ্মবেশ সত্ত্বেও আতঙ্ক গোপন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

অবশেষে প্লুমার টেবিলের নিকট হইতে উঠিয়া অধীরভাবে সেই কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিল। হাজার গিনি অপহরণ করিয়া সে যে অতি নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছে—ইহা বুঝিয়া তাহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল। সে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, মিঃ ব্লেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য সে এই হাজার গিনির মায়া অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিত!

সে ভাবিল, নিক বার্টন এই ছদ্মনামে মার্কিণের লোক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সে সেখানে বাস করিতেছে; যদিও সে মৃত টড্‌ম্যানের নিকট-প্রতিবেশী তথাপি ব্যাঙ্ক-লুঠের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে—এরূপ সন্দেহ কাহার মনে স্থান্ পাইবে? তাহাকে সন্দেহ করিবার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে?"

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া অবশেষে সে কতকটা আশ্বস্ত হইল কিন্তু মৃতদেহের উপর চাবিগুলা রাখিয়া আসা যে অত্যন্ত বোকামী হইয়াছে—ইহা অস্বীকার করিতে পারিল না। পুলিশকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্রেই সে ঐ কাজ করিয়াছিল; কিন্তু ইহার ফল অন্যরূপ হইলেই যে তাহার বিপদ—ইহা সে বুঝিতে পারিল।

অতঃপর সে তাহার শয়নকক্ষে গিয়া একটা ব্যাগে নানা রকম জিনিষপত্র গুছাইয়া লইল। এই সকল জিনিষের মধ্যে একটি ছোট বাক্স ছিল—তাহা ডাকাতি করিবার উপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ও যন্ত্রাদিতে পূর্ণ! বাক্সটা এত ছোট যে তাহা অনায়াসে পকেটে চলিতে পারিত। এই সকল জিনিসপত্র লইয়া সে একখানি ট্যাক্সিতে গৃহত্যাগ করিল। সে ভাবিল রবার্ট ব্লেক যদি সন্দেহক্রমে তাহার সন্ধানে আসেন—তাহা হইলে নিক বার্টন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে—তাহা তিনি জানিতে পারিবেন না। তাহার পাচিকাকে সে কোন কথা বলিয়া গেল না।

* * * * *

মেসার্স জেল্‌স এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ মিঃ জেল্‌স তাঁহার আফিসে

াস-কামরায় বসিয়া, বহুদর্শী বৃদ্ধ ম্যানেজারের মৃত্যুতে ও ব্যাঙ্কের সিন্দুক হইতে গিনির তোড়াগুলির অপহরণে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে তাঁহাদের বিপদ ও ক্ষতির কথা চন্তা করিতেছেন এমন সময়ে একটি কেরাণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ংবাদ দিল মসিয়ে আরামিস্ মেক্লোর নামক একটি ফরাসী ভদ্রলোক তাঁহার র্শনপ্রার্থী।—ভদ্রলোকটি তাঁহার মোটরে বসিয়া আছেন।

মিঃ জেল্‌স আগন্তুক ভদ্রলোকটিকে তাঁহার খাসকামরায় লইয়া আসিতে বলিলে সিয়ে মেক্লোর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মিঃ জেল্‌স দেখিলেন লোকটি পুরুষ বটে। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে। পোষাক পরিচ্ছদের টা দেখিয়া মিঃ জেল্‌সের ধারণা হইল, লোকটি ধনবান ও বিলাসী।

মসিয়ে মেক্লোর বলিলেন, "মিঃ জেল্‌স, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে াসিয়া আপনার কাজের ব্যাঘাত করিলাম কি না বুঝিতে পারিতেছি না ; কিন্তু কটা জরুরি কাজের জন্যই আমাকে আসিতে হইয়াছে।"

মিঃ জেল্‌স বলিলেন, "না, আমার কোন কাজের ব্যাঘাত হয় নাই। আমাকে ক করিতে হইবে বলুন, আমার অসাধ্য না হইলে আমি তাহা আনন্দের সহিত রিব।"

মসিয়ে মেক্লোর বলিলেন, "আমি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে অনেকগুলি টাকার নাট লইয়া লণ্ডনে আসিয়াছি ; টাকাগুলি এদেশে সুদে খাটাইবার ইচ্ছাতেই ইয়া আসিয়াছি। কিন্তু কার্য্যানুরোধে আজ আমাকে হঠাৎ প্যারিসে ফিরিয়া াইতে হইবে। এজন্য নোটগুলি আপনাদের ব্যাঙ্কে আপাততঃ গচ্ছিত াখিয়া যাইতে চাই। নোটগুলির মূল্য আপনাদের দেশের পনের হাজার পাউণ্ড। ামি প্যারিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া নোটগুলি সম্বন্ধে আপনার সহিত পরামর্শ রিব। লণ্ডনে ব্যাঙ্কের অভাব নাই বটে ; কিন্তু আপনাদের ব্যাঙ্ক বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক, ইহার সুনাম শুনিয়াই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

মিঃ জেল্‌স বলিলেন, "কিন্তু নোটগুলি অন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিলেই ভাল য়। আমাদের ধনভাণ্ডারটি লৌহনির্ম্মিত নহে ; বিশেষতঃ সংপ্রতি আমাদের ্যাঙ্কের লোহার সিন্দুক হইতে অনেক টাকা চুরি গিয়াছে।"

মসিয়ে মেফ্লোর হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের সিন্দুক হইতে টাকা চুরি গিয়াছে বলিয়া আপনারা ত কারবার বন্ধ করেন নাই। আপনাদের ব্যাঙ্কে অনেকেরই অনেক টাকা জমা আছে; তাহা যদি নষ্ট না হয়—তবে আমার টাকাও যাইবে না। আর, একবার চুরি হইয়াছে বলিয়া পুনঃ পুনঃ চুরি হইবে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। চুরির পর আপনারা নিশ্চয়ই ধনভাণ্ডার সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

মসিয়ে মেফ্লোরের এই কথার পরও মিঃ জেল্‌স আপত্তি করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মসিয়ে মেফ্লোর উঠিয়া গিয়া তাঁহার মোটর হইতে একটি ব্যাগ লইয়া আসিলেন, এবং তাহা মিঃ জেল্‌সের টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "এই ব্যাগের ভিতর নোট ও তাহাদের নম্বরের তালিকা আছে; আপনি তাহা মিলাইয়া দেখিবেন। আমি বেলা দেড়টার সময় পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার নিকট হইতে টাকার রসিদ লইয়া যাইব; আমি এখন বড় ব্যস্ত, আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আজই অপরাহ্ণের ট্রেণে আমাকে লণ্ডন ত্যাগ করিতে হইবে।"

মিঃ জেল্‌সকে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল; তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, বেলা দেড়টার সময়েই আসিয়া রসিদ লইয়া যাইবেন।"

মসিয়ে মেফ্লোর মিঃ জেল্‌সকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন, এবং ব্যাঙ্কের বাহিরে আসিয়া তাঁহার মোটরের সোফারকে বলিলেন, "কার্লটনে চল।"

মসিয়ে মেফ্লোর তাহার গাড়ীতে উঠিয়া বসিবার পর তাহার মুখের সম্পূর্ণ ভাবান্তর লক্ষিত হইল। এই সময় তাহার মুখ দেখিলে মিঃ জেল্‌স নিশ্চয়ই বিস্মিত হইয়া ভাবিতেন,—এ সেই লোক না কি? বস্তুতঃ সে বহুরূপীই বটে; ফরাসীর ছদ্মবেশে তাহাকে সম্ভ্রান্তবংশীয় ফরাসী বলিয়া ধারণা হইলেও সে দস্যুরাজ জর্জ্জ প্লুমার ভিন্ন অন্য কেহ নহে!—সে মিঃ জেল্‌সের ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় বার লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে যে ফন্দী করিয়াছিল, সেই ফন্দী

কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই একটা চা'ল চালিয়া গেল! কিন্তু তাহার এই দুর্ব্বোধ্য চালের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি মিঃ জেল্‌সের বা অন্য কাহারও ছিল না।

সেই দিন বেলা ঠিক দেড়টার সময় মিঃ জেল্‌সের ব্যাঙ্কে পূর্ব্বোক্ত ফরাসী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল! মিঃ জেল্‌স কর্ত্তৃক পরীক্ষিত তালিকা ও তাঁহার প্রদত্ত রসিদখানি লইয়া সে পকেটে পুরিল, তাহার পর আর এক পশলা ধন্যবাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। মিঃ জেল্‌স ব্যবসায়ের খাতিরে নোটগুলি গচ্ছিত রাখিলেন বটে, কিন্তু কোন চতুর তস্কর যদি কোন কৌশলে সেগুলি হস্তগত করিতে পারে—তাহা হইলে তাহা ভাঙ্গাইয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ জেল্‌সের মানসিক অস্বচ্ছন্দতা বৰ্দ্ধিত হইল। তিনি তাঁহার ব্যাঙ্কে লৌহনির্ম্মিত দুর্ভেদ্য ধনভাণ্ডারের অভাব অনুভব করিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

* * * * *

প্লুমার ফরাসীর ছদ্মবেশে আরামিস্ মেক্লোর নাম ধারণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্যারিসে প্রস্থান করিবার পর তিন দিন অতীত হইল। সে প্যারিসের একটি শ্রেষ্ঠ হোটেলে বাসা লইল। ফরাসী ভাষায় সে খাঁটী ফরাসীর মত কথা কহিতে পারিত, তাহার ফরাসীর ছদ্মবেশও নিখুঁত হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন সে ফরাসীদের চাল চলন, সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল যে, কেহই তাহাকে ছদ্মবেশী ইংরাজ বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিল না। যদিও সে পনের হাজার পাউণ্ডের নোট মিঃ জেল্‌সের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছিল, তথাপি তখনও তাহার হাতে যে পরিমাণ অর্থ ছিল—তাহাতে প্যারিসের ব্যয়সাধ্য হোটেলে বড়লোকের মত আড়ম্বরের সহিত কাল যাপন করা তাহার পক্ষে কঠিন হইল না।

তিন দিন পরে যে দিন অপরাহ্ণ ছয় ঘটিকার সময় সে ট্রেণ হইতে

চেয়ারিংক্রশ ষ্টেশনে অবতরণ করিল, তখন তাহার ফরাসীর ছদ্মবেশ ছিল না ; সে তখন সুবেশধারী সম্ভ্রান্ত ইংরাজ! একজন পোর্টার তাহার ব্যাগ্‌টি হাতে লইয়া তাহার অনুসরণ করিল।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া প্লুমার পোর্টারকে একখানি ট্যাক্সিতে ব্যাগটি রাখিতে আদেশ করিল। অনন্তর সে পোর্টারকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া, ট্যাক্সিতে উঠিয়া কার্লটন হোটেলে চলিল ; কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সেখানে সে কিছুকাল বিশ্রাম করা আবশ্যক মনে করিয়াছিল। এবার সে জেল্‌সের ব্যাঙ্ক লুঠ করিবার জন্য যোগাড়যন্ত্র শেষ করিয়াই আসিয়াছিল। সে যখন মৃত টড্‌ম্যানের চাবির গোছা চুরি করিয়া ব্যাঙ্কে গিয়া গিনির তোড়াগুলি আত্মসাৎ করিয়াছিল—সেই সময় সে দরকারী তিনটি চাবির মোমের ছাঁচ তুলিয়া লইয়াই চাবিগুলি মৃত ম্যানেজারের বুকের উপর ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। প্লুমার প্যারিসে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই ছাঁচ হইতে তিনটি চাবি প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিল।

কার্লটন হোটেলে পরিতৃপ্তির সহিত রাজভোগ উদরস্থ করিয়া প্লুমার যখন হোটেল ত্যাগ করিল তখন রাত্রি নয়টার অধিক হয় নাই। সে পদব্রজে ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে আসিয়া একখানি চলন্ত 'ব'সে' উঠিয়া বসিল, এবং 'ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে'র আফিসের প্রায় শতাধিক গজ দূরে থাকিতে 'ব'স' হইতে নামিয়া পড়িল ; পরে ধীরে ধীরে গোল্ডেন ক্রস্ কোর্টের দিকে অগ্রসর হইল। যে পাহারাওয়ালা রোঁদে বাহির হইয়াছিল, তাহার পাহারার সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় সে চলিয়া গেল। প্লুমার জানিত, যে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে আসিবে—তাহার সেখানে আসিয়া পৌছিতে অন্ততঃ এক ঘণ্টা সময় লাগিবে। সুতরাং প্লুমার কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হইল ; এবং চারিদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ব্যাঙ্কের পাশ-দরজার অন্ধকারাচ্ছন্ন আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। সেই দ্বারের নকল চাবি তাহার হাতেই ছিল, সুতরাং দ্বার খুলিতে বিলম্ব হইবে না, ইহাই তাহার ধারণা ছিল ; কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না। চাবির দাঁত তালার ভিতর ঘুরিল না! প্লুমার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল।

প্লুমার আশা করিয়াছিল, নূতন যে কনষ্টেবল রোঁদে বাহির হইবে তাহার সেখানে আসিতে বিলম্ব হইবে; কিন্তু তাহার এই অনুমান সত্য নহে। সে যখন নিশ্চিন্ত চিত্তে ব্যাঙ্কের পাশ-দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছিল সেই সময় সে নবাগত কনষ্টেবলটির দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। ততরাত্রে একজন পথিককে ব্যাঙ্কের পাশ-দরজার দিকে যাইতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, এবং দূরে থাকিয়া সে নিঃশব্দে প্লুমারের অনুসরণ করিয়াছিল। প্লুমার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যখন নত মস্তকে তালা খুলিবার চেষ্টা করিতেছিল—সেই সময় কন্‌ষ্টেবলের 'আঁধারে'-লণ্ঠনের রশ্মি-শিখা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার পৃষ্ঠে নিপতিত হইয়াই অদৃশ্য হইয়াছিল। প্লুমার তাহা জানিতে পারিল না বটে, কিন্তু কনষ্টেবলটি তাহার উদ্দেশ্য মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অগ্রসর হইল। সে হুইশ্ল দিয়া অনায়াসেই দুই একজন সহযোগী কনষ্টেবলকে সেখানে জুটাইতে পারিত; কিন্তু বুদ্ধিমান কনষ্টেবল মনে করিল সে একাকী চোরটাকে গ্রেপ্তার করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করিবে, তাহার বাহাদুরীর অংশ সে অন্যকে কেন দিবে?—বিশেষতঃ, হুইশ্লের শব্দে চোরটা যদি তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ে—তাহা হইলে তাহার চেষ্টা বৃথা হইবে। এই জন্য সে স্থির করিল, চোরটার পশ্চাতে গিয়া তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে, এবং মুহূর্ত্তে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া হুইশ্ল দিবে।

প্লুমারের শ্রবণশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল। কনষ্টেবলের জুতার তলায় রবার আঁটা থাকিলেও, তাহার পায়ের মৃদু থপ্-থপ্ শব্দ শুনিতে পাইয়া প্লুমার সোজা হইয়া দাঁড়াইল, এবং পশ্চাতে ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিল। সে বুঝিতে পারিল, কনষ্টেবলটা নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে, এই জন্য অন্ধকারের ভিতর তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে নিঃশব্দে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে! অন্ধকারে তাহার ছায়া দেখিতে পাইয়া প্লুমার অত্যন্ত ভীত হইল সেখান হইতে পলায়নের উপায় ছিল না; ধরা পড়িলে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে তাহাও তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। প্লুমার মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল, এবং পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া—উল্টাইয়া ধরিয়া

তাহার নলটা মুষ্টিবদ্ধ করিল; তাহার পর দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, যেন সে কনষ্টেবলটার সাড়া পায় নাই!

কনষ্টেবল বাবাজি মনে মনে ভারি খুসী! সে পা টিপিয়া, প্লুমারকে লক্ষ্য করিয়া শিকারী বিড়ালের মত অত্যন্ত সতর্ক ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। সে প্লুমারের হাত-দুই তফাতে থাকিতেই প্লুমার চক্ষুর নিমেষে ফিরিয়া একটি লাফ দিল। তাহাকে সম্মুখে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া কনষ্টেবলটা চম্‌কাইয়া উঠিল; কিন্তু সে সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই প্লুমারের পিস্তলের লোহার কুঁদা সবেগে কনষ্টেবল বেচারার মাথার উপর পড়িল। সে অতি নির্ঘাত আঘাত! সেই আঘাতে কনষ্টেবল চিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-লোপ হইল!

প্লুমার সেই অন্ধকারেই কনষ্টেবলটার দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিল আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও গুরুতর বটে! কনষ্টেবলটাকে সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিবার জন্য প্রথমে তাহার আগ্রহ হইল; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মনে হইল এই সুযোগ ত্যাগ করিলে ভবিষ্যতে তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির আশা থাকিবে না। সে দুই এক মিনিট সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিল; হঠাৎ তাহার মনে হইল দ্বারের তালায় সে যে চাবি প্রবেশ করাইয়াছিল তাহা অন্য চাবি নহে ত?—সে তৎক্ষণাৎ দ্বারের সম্মুখে গিয়া অন্য একটি চাবি তালায় প্রবেশ করাইয়া মোড়া দিতেই খটাং করিয়া শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে তালা খুলিয়া গেল!

"ওঃ, আমি কি বোকা! অন্ধকারে তাড়াতাড়িতে চাবি ভুল করিয়াছিলাম!" মনে মনে এই কথা বলিয়া প্লুমার ব্যাঙ্কের পাশ-দরজা খুলিয়া ফেলিল; এবং সংজ্ঞাহীন কনষ্টেবলটাকে অতি কষ্টে তুলিয়া দরজার ভিতর আনিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। অনন্তর সে পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার আলোকে সেই বিরাটবপু কনষ্টেবলটার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইল। লোকটা তাহার পরিচিত নহে। সে বসিয়া তাহার মাথার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আঘাত-চিহ্নটি পরীক্ষা করিল; প্রাণের দায়ে সে তাহার মস্তকে এত জোরে আঘাত করিয়াছিল যে, মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল! প্লুমার তাহার

ধমনীর গতিও পরীক্ষা করিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, "আধ ঘণ্টার মধ্যে ইহার হুঁস হইবার আশা নাই; যদি এই সুযোগে আমি কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারি তাহা হইলে জেলে গিয়া ঘানি টানাই আমার কুড়েমীর উপযুক্ত পুরস্কার!"

কনষ্টেবলটাকে সেই স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া প্লুমার বিজলি-বাতির আলোকে ম্যানেজারের আফিসের দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দরজা খুলিতে তাহার এক মিনিটও সময় লাগিল না বটে, কিন্তু আফিস-ঘরের যে লোহার সিন্দুক তাহার একমাত্র লক্ষ্য, নকল চাবি দিয়া সে সেই সিন্দুক খুলিতে পারিল না! সিন্দুকের চাবির দাঁতের নানা স্থান নানা ভাবে কাটা ছিল, মোমের ছাঁচ হইতে নির্ম্মিত চাবির দাঁতের কোন ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে ভাবিয়া প্লুমার মর্ম্মাহত হইল; সে জোর করিয়া চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। সিন্দুক খুলিল না। এদিকে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, কনষ্টেবলটার মূর্চ্ছাভঙ্গের সম্ভাবনাও ততই আসন্ন হইয়া উঠিল! প্লুমার যে তাহার হাত পা ও মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া আসিবে—তাহারও উপায় ছিল না।

চাবিতে সিন্দুক খুলিল না দেখিয়া প্লুমার রাগে গরগর করিতে লাগিল, তাহার সন্দেহ হইল পূর্ব্ববারের চুরির পর সিন্দুকের কল হয় ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সে প্রতিবৎসর কত দুর্ভেদ্য সিন্দুক ভাঙ্গিয়া কত বড় লোকের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছে, আর এই ব্যাঙ্কের পুরাতন জীর্ণ সিন্দুক খুলিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে না? সে সিন্দুকের চাবি খুলিয়া লইয়া পকেটে ফেলিল, এবং পকেট হইতে নানাবিধ যন্ত্রপূর্ণ ব্যাগটি বাহির করিয়া, তাহার ভিতর হইতে তীক্ষ্ণাগ্র সাঁড়াসীর মত ইস্পাতের একটি অস্ত্র বাছিয়া লইল; এই অস্ত্রের সাহায্যে সে অতি অল্প সময়েই সিন্দুক খুলিতে পারিল।

সিন্দুক খুলিয়া প্লুমার তাহার বিজলি-বাতির সাহায্যে সিন্দুকের অভ্যন্তর পরীক্ষা করিতেছে এমন সময় বাহির হইতে কনষ্টেবলটার গোঁ-গোঁ শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল! যদি সে সংজ্ঞালাভ করিয়া তাহার হুইস্‌ল বাজাইয়া অন্য পাহারাওয়ালাদের আহ্বান করে তবেই সর্ব্বনাশ! উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাহার

হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মের ধারা বহিল; কিন্তু কার্য্যোদ্ধার না করিয়া পলায়ন করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব! সে সিন্দুকের কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গালামোহর করা একখানি পুরু ও বড় লেফাপা দেখিতে পাইল; তাহার উপর লেখা ছিল—"মসিয়ে আরামিস্ মেক্লোর!" প্ল্যুমার তৎক্ষণাৎ লেফাপাখানি টানিয়া বাহির করিল।

সেই মুহূর্ত্তেই হুইস্লের একটা মৃদু শব্দ শুনিয়া প্ল্যুমার বুঝিতে পারিল মূর্চ্ছিত কনষ্টেবলটার চেতনা সঞ্চার হইয়াছে; সে হুইস্ল দিয়া তাহার সহযোগিদের আহ্বান করিবার চেষ্টা করিতেছে!—ভয়ে প্ল্যুমারের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; লেফাপাখানি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল! সে তাহার বিজলি-বাতি হাতে লইয়া সেই কক্ষ হইতে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল, তাহার পর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। এ যাত্রা ধরা পড়িতে না হয়—ইহাই তাহার তখন একমাত্র লক্ষ্য!

কনষ্টেবলটা তখন উঠিয়া বসিয়াছিল, এবং হুইস্লটা মুখে তুলিয়া পুনর্ব্বার ফুৎকার-দানের উদ্যোগ করিতেছিল। প্ল্যুমার দৌড়াইয়া পলায়ন করিবার সময় হুইস্লটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল; কিন্তু হুইস্লের এক প্রান্ত সরু চেন দিয়া কনষ্টেবলের কোটের সহিত আবদ্ধ ছিল! প্ল্যুমার হুইস্লটা ধরিয়া এমন জোরে একটা ঝ্যাঁটকা টান দিল যে, কোট হইতে তাহা ছিঁড়িয়া আসিল! প্ল্যুমার তাহা হস্তগত করিয়া কনষ্টেবলটাকে পদাঘাতে এক পাশে কাত করিয়া ফেলিয়া, দ্বার ভেজাইয়া দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে পথে আসিল; সে ভাবিল আর কিছুদূর যাইতে পারিলেই নিরাপদ হইবে।

কিন্তু সে পথের মোড়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পশ্চাতে পুলিশের হুইস্ল শুনিতে পাইল। যে হুইস্লটা আহত কনষ্টেবলের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল—তাহা ব্যাঙ্কের বাহিরে আসিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিল। প্ল্যুমার বুঝিল আহত কনষ্টেবলটি তাহার অনুসরণ করিয়াছে, এবং পথ হইতে হুইস্লটা কুড়াইয়া লইয়া তাহার সহযোগীদের আহ্বান করিতেছে!

প্ল্যুমার আর দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে সাহস করিল না, ভাবিল হুইস্ল শুনিয়া কনষ্টেবলেরা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে; তাহারা তাহাকে পলায়ন করিতে

দেখিলে সন্দেহক্রমে নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করিবে!—অতঃপর সে ধীরে চলিতে লাগিল, এবং দূরে একটা কনষ্টেবলকে দেখিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া একটা চুরুট ধরাইল! কনষ্টেবলটা তাহাকে সাধারণ পথিক মনে করিয়া তাহার মুখের দিকে একবার বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

প্লুমার আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে চলন্ত ব'স পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে যাইতে দেখিতে পাইল, সে তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া বাহিরের একখানি আসন অধিকার করিল; কিন্তু মুখের গ্রাস ফেলিয়া-আসিয়া তাহার আক্ষেপের সীমা রহিল না। অতঃপর সেই রাত্রের ট্রেণেই প্যারিসে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্লুমার নদীতীরে ব'স্ হইতে নামিয়া পড়িল।

কিছুদূরে একটি বৃহৎ হোটেল ছিল। প্লুমার সেই হোটেলে প্রবেশ করিয়া দৈহিক ও মানসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য সুরাদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে সে হোটেল ত্যাগ করিল, তখন রাত্রি প্রায় বারটা।

হোটেলের বাহিরে আসিয়া প্লুমার একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে বসিল। সেই মুহূর্ত্তে একখানি প্রকাণ্ড মোটর তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। প্লুমার সেই মোটরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিহরিয়া উঠিল। সেই মোটরে দুইজন আরোহী ছিলেন; প্লুমার দেখিল—তাঁহাদের একজন মিঃ ব্লেক, দ্বিতীয় আরোহী তাঁহারই সহকারী স্মিথ! প্লুমারের আদেশে ট্যাক্সিওয়ালা তাহাকে দ্রুতবেগে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে লইয়া গেল।

রাত্রি বারটার সময় প্যারিসগামী ট্রেণ ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন ত্যাগ করিল! প্লুমার ট্রেণে প্যারিসে যাত্রা করিল।

পরদিন প্রভাতে লণ্ডনের দৈনিক সংবাদপত্র-বিক্রেতারা পথের মোড়ে মোড়ে সংবাদপত্রের বাণ্ডিল বগলে লইয়া হাঁকিতে লাগিল, "জেলস্ হ্যারিসের ব্যাঙ্কে আবার চুরি! চোর ধরেতে গিয়ে কনষ্টেবল নিমখুন! বামাল ফেলে' চোর পালালো! বড় মজার টাট্‌কা খবর। চাই ডেলি মেল, মর্ণিংনিউস্, লণ্ডন হেরাল্ড"—ইত্যাদি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চম্পটদানের কৌশল

প্রামার পলায়নকালে মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে মোটরে দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল —তাঁহারা জেল্‌স্‌ ও হ্যারিসের ব্যাঙ্কেই যাইতেছেন। তাহার এই অনুমান মিথ্যা নহে। মিঃ ব্লেক রাত্রি বারটার সময় ব্যাঙ্কের অদূরে আসিয়া মোটর হইতে নামিলেন, এবং স্মিথকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে ব্যাঙ্কের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, তত রাত্রেও সেখানে অনেক কৌতুহলী পথিকের সমাগম হইয়াছে! এতদ্ভিন্ন কয়েকজন কন্‌ষ্টেবল দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতেছে। মিঃ ব্লেক তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন চোরের পলায়নের পর তাহাদের বুদ্ধি বাড়িয়াছে! মিঃ ব্লেককে ভিড় ঠেলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহার পরিচিত একজন কন্‌ষ্টেবল তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "এই দরজা দিয়া ভিতরে যান কর্ত্তা! মিঃ জেল্‌স্‌ ও ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ভিতরে আছেন। আহা, জ্যাক্‌সন বেচারা চোর ধরিতে গিয়া ভারি জখম হইয়াছে, চোর তাহার মাথা ফাটাইয়া—"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্যাঙ্কের ভিতর প্রবেশ করিলেন; স্মিথও তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহারা ম্যানেজারের আফিসে আহত কন্‌ষ্টেবল জ্যাকসনকে দেখিতে পাইলেন। মিঃ জেল্‌সের মানসিক অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়; তাঁহার ব্যাঙ্কে কয়েকদিনের মধ্যে উপর্য্যুপরি দুইবার চুরি হওয়ায় তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর লর্গান মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন, যেন এই রহস্যের আগাগোড়া তিনি নখদর্পণে দেখিতে পাইতেছেন! কন্‌ষ্টেবল জ্যাক্‌সন দুই হাতে আহত মস্তক টিপিয়া-ধরিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া ছিল।

মিঃ জেল্‌স্‌ই প্রথমে কথা বলিলেন; তিনি বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি

এত শীঘ্র আসিয়াছেন এজন্ত আপনাকে ধন্যবাদ। দেখুন কি ভয়ানক কাণ্ড! এক সপ্তাহ মধ্যে ব্যাঙ্কে দুইবার চুরি; তাহার উপর টড্‌ম্যান বেচারার অপঘাত! লণ্ডন কি সত্যই অরাজক হইয়া উঠিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যেখানে যাহা ছিল, তাহা ঠিক সেখানেই আছে ত? কোন জিনিস সরাইয়া রাখা হয় নাই?"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "না, কোন দ্রব্যই স্থানান্তরিত হয় নাই। জ্যাক্‌সন বেচারা বেজায়-রকম ঘাল হইয়াছে! উহার কাহিনী বড়ই সকরুণ; আগে উহার কাছেই সকল কথা শোন।"

মিঃ ব্লেকের আদেশে জ্যাক্‌সন ধীরে ধীরে সকল বিবরণ তাঁহার গোচর করিল। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে তাহার কথাগুলি শুনিলেন; তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিয়াছ কি? দস্যুরাজ প্লুমার নূতন খেলা খেলিতে আসিয়াছিল!"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান সবিস্ময়ে বলিলেন, "এবারও প্লুমার! তুমি কি ঝোপে-ঝোপে ভূত দেখিতেছ? তোমার এইরূপ অদ্ভুত অনুমানের কারণ কি? তুমি কিরূপে দৈববাণী করিলে যে ইহাও প্লুমারের কীর্ত্তি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটু বুদ্ধি থাকিলে একথা দৈববাণী ভাবিয়া হতবুদ্ধি হইবার দরকার হয় না। কনৃষ্টেবলের কথাগুলি মন দিয়া শুনিয়াছ কি? জ্যাক্‌সন বলিল—সে চোরকে চাবি দিয়া পাশ-দরজা খুলিতে দেখিয়াছে। তাহার কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। চাবি দিয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করা চোরের পক্ষে একটু বিপজ্জনক; কোন সাধারণ তস্কর ঐ ভাবে ব্যাঙ্কে প্রবেশের চেষ্টা করিত না। এরূপ কৌশল প্লুমারের পক্ষেই স্বাভাবিক, এবং তাহার কার্য্য-প্রণালী একটু অসাধারণ। তদ্ভিন্ন অন্য চোর চাবি কোথায় পাইবে? প্লুমার গতবার মৃত টড্‌ম্যানের নিকট হইতে চাবিগুলি লইয়া ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছিল, তাহার পর সেই সকল চাবি মৃতদেহের নিকট ফেলিয়া আসিবার পূর্ব্বে সে চাবিগুলির ছাঁচ লইয়া নকল চাবি প্রস্তুত করিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আশ্চর্য্য কথা বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্য কথা শুনিতে চাও? প্লুমার আমেরিকানের ছদ্মবেশে নিক বার্টন-নাম গ্রহণ করিয়া ক্ল্যাপহাম পল্লীতে মৃত টডম্যানের বাড়ীর পাশে বাস করিত।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এ খবর তুমি কোথায় পাইলে? একটা কালা বুড়ী ক্ল্যাপহাম হইতে আমাদের থানায় গিয়া খবর দিয়াছিল বটে—তাহার মনিব মিঃ বার্টন হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে! বুড়ীটা তাহার পাচিকা ছিল।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই কক্ষের মেঝের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিলেন; তিনি উঠিয়া গিয়া সিন্দুকের পাশ হইতে লৌহ-নির্ম্মিত সূক্ষ্মাগ্র একটি সাঁড়াশি কুড়াইয়া লইলেন। প্লুমার চাবির সাহায্যে সিন্দুক খুলিতে না পারিয়া এই যন্ত্রদ্বারা সিন্দুক খুলিয়াছিল—সে কথা পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। পলায়নের সময় তাড়াতাড়িতে সে এই যন্ত্রটি ফেলিয়া গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সেই যন্ত্রটি ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে দেখাইয়া বলিলেন, "এরূপ জিনিস পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছ লর্গান!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "না, ঠিক ও রকম জিনিস দেখি নাই; তবে একবার তোমার সঙ্গে একটা তদন্তে গিয়া, সেই বাড়ীর দরজা বন্ধ থাকায় তুমি একটা যন্ত্রের সাহায্যে তালা খুলিয়াছিলে দেখিয়াছিলাম।—এটি সেই জাতীয় যন্ত্র দেখিতেছি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এটি সেই যন্ত্রেরই মাস্‌তুতো ভাই! মণ্টমার্টির পিয়ের লিফোর্সকে তোমার মনে পড়ে?—আমি একবার একটা বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করায় সে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছিল—ঐ দুইটি যন্ত্র সে প্রস্তুত করিয়াছিল। একটি আমাকে দিয়াছিল; কিন্তু দ্বিতীয়টি সে কাহাকে দিয়াছিল সে কথা বলিতে রাজী হয় নাই। লোকটা খুব বড় মিস্ত্রী।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "দস্যু তস্করদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে সকল যন্ত্রপাতির দরকার হইত, সে সেগুলি প্রস্তুত করিয়া দিত শুনিয়াছি! এই উপায়ে সে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য। বেচারা মরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু তাহার উদ্ভাবনী শক্তি অসাধারণ ছিল। লোকটা একটু বাতিকগ্রস্ত ছিল। সে চোর ডাকাতদের অন্ন সংস্থানের উপায় না করিয়া যদি ভাল কাজে মাথা খাটাইত, তাহা হইলে তাহার আবিষ্কারশক্তিতে সভ্য জগতের বিস্তর উপকার হইত ; তবে সে আমাকে যে যন্ত্রটি দিয়া গিয়াছে—তাহাতে আমার যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। যদি আমি ডিটেক্‌টিভ না হইয়া চোর হইতাম, তাহা হইলেও তাহা কাজে লাগিত ; আবার প্লুমার চোর না হইয়া ডিটেক্‌টিভ হইলে—সে এই যন্ত্রের সদ্ব্যবহার করিতে পারিত।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কি যে বল! প্লুমার আবার ডিটেক্‌টিভ হইতে পারিত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ডিটেক্‌টিভ হইলে সে নিশ্চয়ই এই ব্যবসায়ে খ্যাতি লাভ করিতে পারিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিতাম না!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "সৌভাগ্য যে, তুমি চোর না হইয়া ডিটেক্‌টিভ হইয়াছ। এক প্লুমারই আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে,—তাহার উপর যদি তোমার হাতে সিঁদকাঠী উঠিত তাহা হইলে আমাদের চাকরী করিয়া খাইতে হইত না! কিন্তু সেই দস্যুটার এত প্রশংসা তোমার মুখে শোভা পায় না। সে আমাদের পরম শত্রু!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শত্রুর শক্তির প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হইব, আমার মন এত সঙ্কীর্ণ নয়।"

মিঃ ব্লেক বাজে কথায় সময় নষ্ট হইতেছে দেখিয়া সেই প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন, এবং সিন্দুকের সম্মুখে যে পুরু লেফাপাখানি পড়িয়া ছিল তাহা হাতে লইয়া দেখিলেন, তাহার উপর লেখা আছে "মসিয়ে আরামিস মেক্লোর।"—তিনি লেফাপাখানি পরীক্ষা করিয়া মিঃ জেল্‌সকে বলিলেন, "প্লুমার এখানি সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে! সে বোধ হয় সিন্দুক হইতে কোন জিনিস লইয়া যাইতে পারে নাই ?"

মিঃ জেল্‌স বলিলেন, "না। এই লেফাপাখানাই সে বাহির করিয়াছিল; কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, ইহা লইয়া যাইতে পারে নাই। এই লেফাপায় আমাদের একটি নূতন মক্কেলের অনেক টাকার খুজরা নোট আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নোট! কিরূপ নোট?"

মিঃ জেল্‌স্ বলিলেন, "ফরাসী ব্যাঙ্কের নোট; কিন্তু উহা ভাঙ্গাইয়া লওয়া চোরটার পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন হইত না—যদি উহা সে লইয়া যাইতে পারিত! আমাদের ব্যাঙ্কে সে দিন চুরি হওয়ায় আমি সেই নূতন মক্কেলটির নোটগুলি গচ্ছিত রাখিতে প্রথমে অনিচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি উহা না রাখাই উচিত ছিল; চোর উহা লইয়া যাইতে পারিলে নোটগুলি উদ্ধারের আশা থাকিত না। পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই আমরা এত বড় একটা ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক লেফাপাখানি আলোর দিকে উচু করিয়া ধরিয়া পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিলেন; কিন্তু বাক্সটি মুঠার ভিতর রাখিয়া বলিলেন, "মিঃ জেল্‌স্, আপনার লোহার সিন্দুক দুর্ভেদ্য নয়, এবং এই সিন্দুক হইতে কয়েক দিন পূর্ব্বে অনেক টাকা চুরি গিয়াছে—এ কথা চারিদিকেই রাষ্ট্র হইয়াছে, আর আপনিও এই নোটগুলি গচ্ছিত রাখিতে কতকটা অনিচ্ছাই প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিলেন; তথাপি এই মসিয়ে আরামিস্ মেক্লোর পরম আগ্রহে এবং নিতান্ত নিশ্চিন্ত চিত্তে নোটগুলি আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গেল—ইহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ নাই?"

মিঃ জেল্‌স্ বলিলেন, "হাঁ, আমিও তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলা —এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। আমি তাঁহাকে ইঙ্গিতে এ আভাসং দিয়াছিলাম যে, নোটগুলা অন্য কোন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখাই তাঁহার কর্ত্তব্য; কিন্তু তাঁহার যেন জিদ পড়িল—এখানেই তিনি রাখিবেন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর যদি উহা চোরে চুরি করে—তাহাতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। আপনার খুব বড়রকম মুরুব্বি বটে!"

অনন্তর তিনি তাঁহার মুঠার কৌটাটির ডালা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে

মিস্‌মিসে কাল সোডার মত এক রকম গুঁড়া সেই লেফাপাখানির উপর পাতলা করিয়া ছড়াইয়া দিলেন'।

মিঃ জেল্‌স্ বলিলেন, "ও আবার কি? কাল পাউডার ঢালিয়া আপনি কি পরীক্ষা করিবেন? গোয়েন্দাগিরির মধ্যে এত ফন্দী আছে তাহা ত জানিতাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সকল ব্যবসায়েরই অল্পাধিক 'গুমোর' আছে বৈ কি? এই গুঁড়াটি আমার নিজের আবিষ্কার। এই গুঁড়ার গুণ বড় চমৎকার! এই লেফাপায় মসিয়ে আরামিস্ মেঙ্কোরের অঙ্গুলি-চিহ্ন থাকিলে এই গুঁড়ার সংস্পর্শে তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ফটোগ্রাফের সাহায্যেও এত শীঘ্র এরূপ অব্যর্থ ফল পাওয়া যায় না।

মিঃ ব্লেক মিনিট-দুই পরে লেফাপার উপর হইতে গুঁড়াগুলি ঝাড়িয়া ফেলিলেন; তাহার উপর দুই স্থানে চারিটি বুড়া আঙ্গুলের চিহ্ন স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল!

মিঃ ব্লেক মিঃ জেলস্‌কে বলিলেন, "আপনার ডান হাতের বুড়া আঙ্গুল দেখি। —তিনি ব্যাঙ্কারের বুড়া আঙ্গুলের দাগগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, লেফাপার উপর আপনার এই বুড়া আঙ্গুলের চিহ্ন দেখিতেছি বটে, আপনি যখন লেফাপাখানি আপনার সেই নূতন ফরাসী মক্কেলটাকে পরীক্ষা করিতে দিয়াছিলেন, সেই সময় উহাতে আপনার আঙ্গুলের চিহ্ন পড়িয়াছিল; আবার যখন আপনি তাহার নিকট হইতে লইয়া ইহা সিন্দুকে রাখিয়াছিলেন, তখন বুড়া আঙ্গুলের দ্বিতীয় চিহ্নটি পড়িয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার কল্পনাশক্তি খুব আশ্চর্য্য বটে ব্লেক! কিন্তু উহা কোন কাজে লাগিবে কি না সন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের মন্তব্যে কর্ণপাত না করিয়া মিঃ জেলস্‌কে বলিলেন, "আমার কথা সত্য কি না?"

মিঃ জেল্‌স্ বলিলেন, "সম্পূর্ণ সত্য। এখন আপনি বলিয়া না বসেন—অন্য দুটি অঙ্গুলি-চিহ্ন ছদ্মবেশী প্লুমারের।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই কথাই বলিতে যাইতেছিলাম। আপনার সেই ফরাসী মক্কেলের প্যারিসের ঠিকানা আপনি জানিতে পারিয়াছেন কি ?"

মিঃ জেল্‌স্‌ বলিলেন, "ওয়ার্লড হোটেল।—এই হোটেলটি না কি প্যারিসের খুব বিখ্যাত হোটেল।"

মিঃ ব্লেক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন; তাহার পর মিঃ জেল্‌সকে বলিলেন, "যদি এই লেফাপাখানি চুরি যাইত, তাহা হইলে ইহার ভিতর যে নোটগুলি আছে—সেগুলির জন্য আপনি দায়ী হইতেন কি? আপনাকে আপনার মক্কেলের ক্ষতিপূরণ করিতে হইত ?"

মিঃ জেল্‌স্‌ বলিলেন, "নিশ্চয়ই। এরূপ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আদালত হয় ত আমাকে ক্ষতিপূরণে বাধ্য করা সঙ্গত মনে না করিতেও পারিতেন, কিন্তু আমি ন্যায়ানুসারে তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য হইতাম। অনেক সময় আইনের ফাঁকে আদালতকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু বিবেককে ফাকি দেওয়া অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে আর অধিক কাল এখানে আট্‌কাইয়া রাখিব না, রাত্রিও আর অধিক নাই। আজ রাত্রে আপনার ব্যাঙ্কে পুনর্ব্বার দস্যুর আক্রমণের আশঙ্কা নাই, এ ভরসা আপনাকে দিতে পারি; তবে আপনি যে পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডারের জন্য লোহার দরজা নির্ম্মাণ করিতে না পারিতেছেন, সেই সময়ের জন্য আপনার ব্যাঙ্কে যে সকল মূল্যবান সামগ্রী আছে তাহা ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে গচ্ছিত রাখিবেন, ইহাই আমার অনুরোধ। কারণ, এই নোটগুলির লোভে চোর পুনর্ব্বার এখানে আসিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা আছে। পুলিশের প্রহরীরা তাহার চাতুরী বুঝিতে পারিবে না।—লর্গান, আমাদের কাজ ত আপাততঃ শেষ হইয়াছে, চল যাই।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে লইয়া তাঁহার মোটরে উঠিয়া বসিলেন, স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ তুমিই গাড়ী চালাও, প্রথমে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চল।"

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে ইন্‌স্পেক্টর কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এখন কি করিবে মনে করিতেছ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রথমে প্যারিসের পুলিশের অধ্যক্ষ মসিয়ে লালার্ডকে একখান টেলিগ্রাম করিব। তাঁহাকে অনুরোধ করিব—সেখানকার 'ওয়ার্লড হোটেলে' মসিয়ে আরামিস্ মেক্লোর নামধারী ভদ্রলোক যদি আশ্রয় লইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার গতিবিধির প্রতি যেন লক্ষ্য রাখা হয়, এবং সে যেন সেই হোটেল হইতে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করিতে না পারে। আমি কাল সকালেই প্যারিসে যাত্রা করিব। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একখানি পরোয়ানা সঙ্গে লইতে পারিলেই ভাল হয়, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহা কি সংগ্রহ করিবার সুযোগ হইবে ?"

ইন্স্পেক্টর লর্গান হাসিয়া বলিলেন, "কেন হইবে না ? আমার উপর সে ভার দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।"

রাত্রি দুইটার পর স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে প্যারিস পুলিশের অধ্যক্ষ মসিয়ে লালার্ডের নিকট একখানি জরুরি টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল। রাত্রি তিনটা বাজিবার পূর্ব্বেই সেই টেলিগ্রামের অনুকূল উত্তর মিঃ ব্লেকের হস্তগত হইল। সেই টেলিগ্রাম পাঠে মিঃ ব্লেক জানিতে পারিলেন, প্যারিসের দুইজন বহুদর্শী ও সুদক্ষ ডিটেক্টিভের উপর মসিয়ে আরামিস্ মেক্লোরের পাহারার ভার দেওয়া হইয়াছে।

* * * *

দস্যুরাজ প্লুমার ওরফে আরামিস্ মেক্লোর ওয়ার্লড হোটেলের যে কক্ষে বাসা লইয়াছিল তাহা দোতালায় অবস্থিত। সেই কক্ষের বাতায়নের ঠিক নীচেই প্যারিসের সুবিখ্যাত রাজপথ—রু দি চ্যাসে (Rue de chaset)।এই হোটেলটি প্যারিসের সর্ব্বাপেক্ষা সৌখীন পল্লীতে সংস্থাপিত।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ছদ্মবেশী প্লুমার উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একখানি সোফায় বসিয়া ছিল। তাহার মুখ মলিন, মনে বিন্দুমাত্র আনন্দ বা উৎসাহ ছিল না। পূর্ব্বরাত্রে ব্যাঙ্কে চুরি করিতে গিয়া মুখের গ্রাস ফেলিয়া আসায় তাহার ক্ষোভ ও আক্ষেপের সীমা ছিল না। সে মানসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য প্রচুর মদ্য পান করিয়াছিল ; কিন্তু প্রফুল্লতা লাভ করিতে পারে নাই, অকৃতকার্য্যতার কথা পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতেছিল। পুলিশম্যানটাকে খুন না

করিয়া ব্যাঙ্কের সিন্দুক খুলিতে যাওয়া বড়ই নির্ব্বোধের কাজ হইয়াছিল বুঝিয়া সে তাহার এই ভ্রমের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল।

প্লুমার বাতায়নের কাছে বসিয়া মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতেছিল, আর মধ্যে মধ্যে পথের দিকে, কখন বা পথের অপর পারে অবস্থিত অট্টালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। অপরাহ্ণ কালে পথে বিষম ভীড়; কত বিভিন্ন প্রকার যান, বাহন ও কত রকম পরিচ্ছদধারী নর নারী সেই পথে চলিতেছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একবার গাড়ীর ভীড়ে পথিকগণের গতিরোধ হইতেছিল।

সেই সময় পথপ্রান্তবর্ত্তী দুইজন পথিকের প্রতি প্লুমারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; সে দেখিল তাহাদের একজন হাত বাড়াইয়া তাহার সঙ্গীকে সেই বাড়ীটা দেখাইয়া দিল!

এই দৃশ্যে প্লুমারের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল; কি ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি একটু দূরে সরিয়া বসিল! কিন্তু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সে উঠিয়া গিয়া সেই বাতায়নের পাশ হইতে সতর্ক ভাবে পুনর্ব্বার পথের দিকে চাহিল; এবার সে দেখিতে পাইল সেই দুইজন পথিক সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া সাগ্রহে হোটেলের দিকে চাহিয়া কি বলাবলি করিতেছে!—ফুটপাথ দিয়া বহু লোক যাতায়াত করিতেছিল—কিন্তু তাহাদের দিকে এই পথিকদ্বয়ের দৃষ্টি ছিল না।

কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে প্লুমারের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল সে সেই দিন প্রভাতেও দুইজন লোককে এই ভাবে হোটেলের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু তখন সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই। এবার তাহার সন্দেহ হইল—উহারা ছদ্মবেশী গোয়েন্দা! প্লুমার মনে মনে বলিল, "আমি ছদ্মবেশে প্যারিসে আসিয়া এই হোটেলে আশ্রয় লইয়াছি—ধূর্ত্ত ব্লেক কোন কৌশলে ইহা কি জানিতে পারিয়াছে। সেই শয়তানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে!"

বস্তুতঃ, প্লুমারের অনুমান মিথ্যা নহে; যে দুইজন পথিক অন্য ফুটপাথে দাঁড়াইয়া হোটেলের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন ফরাসী পুলিশের

বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর, অন্য ব্যক্তি ফরাসী পুলিশের প্রধান ডিটেক্‌টিভ জিন লাসোট্ (Jean Lachotte)। মিঃ ব্লেক প্যারিসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে আরামিস্ মেক্রোরকে গ্রেপ্তার করা সঙ্গত হইবে না মনে করিয়াই তাঁহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই; কিন্তু আসামী হোটেল হইতে পলায়ন করিতে না পারে—সে জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্লুমার আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া উঠিল; সে ভাবিল, "ব্যাঙ্কে ঢুকিয়া যাহা চুরি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা হাতে পাইয়াও ধরা পড়িবার ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ফেলিয়া আসিলাম, অথচ এখানে পলাইয়া আসিয়াও নিরাপদ নহি! মাছ ধরিতে গিয়া কেবল কাদা-মাখাই সার হইল? কি বিড়ম্বনা!—শেষে আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া জেলে পুরিবে না কি? হায়, হায়! পনের হাজার পাউণ্ডের নোট নিজের দোষে খোয়াইয়া আসিলাম। এখন উপায়?"—সে হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। যদি ব্লেক সেই দিন প্রভাতে লণ্ডন হইতে প্যারিসে যাত্রা করিয়া থাকেন—তাহা হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি প্যারিসে পৌঁছিবেন; তাহার পূর্ব্বে হোটেল হইতে চম্পট দিতে না পারিলে তাহাকে ধরা পড়িতে হইবে, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। সে ইহাও বুঝিতে পারিল যে, প্যারিসের পুলিশ হোটেলের সম্মুখ-ভাগে যখন পাহারায় আছে—তখন অন্যান্য দিকেও তাহারা কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিতে বিস্মৃত হয় নাই। যদি সে ছদ্মবেশের পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য কোন লোকের—কোন খানসামার, বেহারা, কুলি বা ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে হোটেল হইতে পলায়নের চেষ্টা করে—তাহা হইলে পুলিশের চোখে ধূলা দেওয়া সম্ভব হইবে, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সেই কক্ষের দেওয়ালে হোটেলের বৃদ্ধ মালিক মসিয়ে জীন ড্রুক্রোয় (Jean Ducroix) একখানি পূর্ণাবয়ব সুবৃহৎ তৈলচিত্র ঝুলিতেছিল। প্লুমারের দৃষ্টি সেই চিত্রখানির প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে ভাবিল, "এই বুড়া হোটেল ওয়ালার শরীরের গঠনের সঙ্গে আমার শরীরের গঠনের অনেকটা

সাদৃশ্য আছে, কারণ বুড়োটা আমার চেয়ে বেশী লম্বা বা বেঁটে নয়, বেশী মোটা ও নয়। উহার ছদ্মবেশে হোটেল হইতে বাহির হইলে বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারিব।"—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া তাহার ধারণা হইল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যা হইতে বিছানার পুরু চাদরখানি তুলিয়া লইল, এবং ছুরি দিয়া তাহা লম্বালম্বি ভাবে খণ্ড খণ্ড করিল। সেই খণ্ডগুলি সে তাহার বিভিন্ন পকেটে পুরিয়া ফেলিল; তাহার পর তাহার বসিবার ঘরে আসিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলি স্পর্শ করিল।

'টুং' করিয়া শব্দ হইতেই একটা বেহারা দ্বার ঠেলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। প্লুমার তাহাকে বলিল, "মসিয়ে ডুক্রোকে আমার সেলাম জানাইয়া বলিবে তিনি মিনিট কতকের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে বড়ই সুখী হইব। অত্যন্ত জরুরি দরকার—এ কথাও তাঁহাকে জানাইবে।"

বেহারা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। প্লুমার আশ্বস্ত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিল; সে যে খেলা খেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল—সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই, মজাটা কতদূর গড়াইবে ভাবিয়া তাহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। তাহার চেষ্টা সফল হইবে—এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। নিজের শক্তিতে তাহার এতই অগাধ বিশ্বাস!

মসিয়ে ডুক্রো হাতের কাজ শেষ করিয়া প্রায় দশ মিনিট পরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেদিন ইউরোপের কোন রাজ্যের রাজপুত্র আসিয়া সেই হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন বলিয়া মসিয়ে ডুক্রো অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন; তিনি ছদ্মবেশী প্লুমারের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মসিয়ে মেফ্রোর, আপনি না কি আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছেন? আমি এখন বড়ই ব্যস্ত, তথাপি আপনার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

প্লুমার বলিল, "ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে আমার দুই একটা জরুরি কথা আছে। বিষয়টা গোপনীয়; আপনি দয়া করিয়া দরজায় খিল দিয়া আসিলে ভাল হয়।"

মসিয়ে ডুক্রো তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ করিয়া আসিলেন। তখন প্লুমার তাঁহাকে

বলিল, "সন্ধ্যার ট্রেণে আমার একটি বন্ধুর এখানে আসিবার কথা আছে; আমি আপনার হোটেলে বাসা লইয়া এমন আরামে আছি যে, আমার বন্ধু যে কয় দিন প্যারিসে থাকিবেন, তাঁহাকে এখান হইতে অন্য কোথাও যাইতে দিব না। এখানেই থাকিতে অনুরোধ করিব; কারণ আর কোথাও তিনি এমন সুখে থাকিতে পাইবেন না। আপনার হোটেলে ঘর খালি আছে ত?"

জিন ডুক্রো সোৎসাহে টাকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই; আমার হোটেলে ভদ্রলোকের স্থানাভাব হইবে? অসম্ভব!"

প্লুমার বলিল; "আমার সেই ইংরাজ বন্ধুটির নাম রবার্ট ব্লেক; সম্ভবতঃ তিনি মসিয়ে লালার্ডের সঙ্গেই এখানে আসিবেন। তিনি আসিলেই যেন তাঁহাকে আমার ঘর দেখাইয়া দেওয়া হয়। আর এক কথা—বিশেষ কোন কারণে মসিয়ে ব্লেক অন্য লোকের অজ্ঞাতসারে আসিবেন, সুতরাং একথা যেন হোটেলের অন্য কেহ জানিতে না পারে।"

"এ কথা আমার স্মরণ থাকিবে, ধন্যবাদ!" বলিয়া অধিকারী মহাশয় সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তিনি রুদ্ধদ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই প্লুমার এক লম্ফে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এবং দুই হাতে সবলে তাঁহার টুটি চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাকে মেঝের উপর চিৎ করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ ডুক্রোর টুঁ শব্দটি করিবারও শক্তি রহিল না!

প্লুমার বৃদ্ধের টুঁটি ধরিয়া তাঁহাকে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিল; কণ্ঠনালির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ায় বৃদ্ধের আধ হাত জিভ্ বাহির হইয়া পড়িল! তাঁহার শ্বাসরোধ হইল, এবং দুই চক্ষু জবা ফুলের মত লাল হইয়া কপালে উঠিল। প্লুমার তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের উপর হাঁটু চাপাইয়া দিল, এবং এত জোরে চাপ দিতে লাগিল যে, বৃদ্ধের নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিল না; তাঁহার বুকের হাড় মট্ মট্ করিতে লাগিল। যেন তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত! কিন্তু তখনও তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হয় নাই। বৃদ্ধের কি কঠিন প্রাণ!

প্লুমার বুঝিল, গলায় আর একটু বেশী চাপ পড়িলেই বৃদ্ধের প্রাণ-বিহঙ্গ-দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিবে। এই জন্য সে তাঁহার গলা হইতে একহাত সরাইয়া

লইল, এবং তাঁহার বুকে বসিয়া ললাটের উপর ঘুসি তুলিয়া বলিল, "টুঁশব্দ করিয়াছ কি এক ঘুসিতেই তোমাকে সাবাড় করিয়াছি। যদি প্রাণের মায়া থাকে ত মড়ার মত মুখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাক। একটু নড়া-চড়া করিলেও তোমাকে পিপড়ের মত পিষিয়া মারিব।"

প্লুমার তখন এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে, সে যে ফরাসীর ছদ্মবেশে আছে— ইহা ভুলিয়া গিয়া এই কথাগুলা ইংরাজী ভাষায় বলিয়া ফেলিল। মসিয়ে ডুক্রো বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আততায়ী 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছে; সে যাহা বলিল, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হইবে না। লোকটা কে, তাহাও তিনি কতকটা অনুমান করিতে পারিলেন। তাঁহার প্রাণ তখন কণ্ঠাগত!

প্লুমার অতঃপর পকেট হইতে বিছানার চাদরের টুকরাগুলি বাহির করিয়া প্রথমে দৃঢ়রূপে তাঁহার মুখ বাঁধিল, পরে হাত পা-ও তাহা দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। কিন্তু তাঁহার হাত পা বাঁধিবার পূর্ব্বে সে তাঁহার পরিচ্ছদগুলি তাড়াতাড়ি খুলিয়া লইল। বৃদ্ধ এই কার্য্যে তাহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিলেন না।

তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল। তাহার পর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যে, মিঃ ব্লেক মসিয়ে লালার্ডকে সঙ্গে লইয়া তাহকে গ্রেপ্তার করিতে আসিবেন— তাহার এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

মসিয়ে ডুক্রোর চক্ষু অনাবৃত ছিল, তিনি সভয়ে মিট্-মিট্ করিয়া চাহিয়া দস্যুপতির কাজ দেখিতে লাগিলেন। প্লুমার তাঁহার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া একটা ব্যাগ হইতে রং, তুলি, চর্ব্বি প্রভৃতি বাহির করিল, এবং আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেইগুলির সাহায্যে নিজের মুখ তাঁহার মুখের মত করিয়া তুলিল! মসিয়ে ডুক্রো তাহার সম্মুখে পড়িয়া থাকায় তাঁহার চেহারার অনুকরণ করিতে তাহার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইল না। ডুক্রোর মাথায় টাক ছিল—কিন্তু সে তাঁহার টুপি মাথায় দিয়া টাকের অভাব পূরণ করিল। তাহার নূতন ছদ্মবেশের কৌশল ও পারিপাট্য দেখিয়া মসিয়ে ডুক্রোর বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

প্লুমার মসিয়ে ডুক্রোর ছদ্মবেশে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একটুকরা কাগজে কি লিখিল; তাহার পর সেই কাগজটুকু মসিয়ে

ডুক্রোর বুকে সার্টের উপর পিন দিয়া আঁটিয়া রাখিয়া, তাঁহার পায়-জামার পকেট হাতড়াইতে লাগিল। একটি পকেটে তাঁহার কয়েকটি চাবি ছিল, তন্মধ্যে একটি চাবি তাঁহার লোহার সিন্দুকের। প্লুমার রিং হইতে সেই চাবিটি খুলিয়া লইয়া অন্যগুলি তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিল; তাহার পর হাসিয়া বলিল, "মসিয়ে ডুক্রো! আমাকে অবিলম্বে বহুদূরে যাইতে হইবে, কিন্তু আমার তহবিলে টাকা নাই! বিনা সম্বলে দেশান্তরে যাত্রা করা অসম্ভব তাহা আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করিবেন না; এইজন্য আপনার সিন্দুক খুলিয়া, যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি লইয়া যাইব; এই উদ্দেশ্যেই আপনার সিন্দুকের চাবিটি লইয়া চলিলাম। আপনার কিছু ক্ষতি হইবে স্বীকার করি, কিন্তু আপনি তাহাতে কাতর হইবেন না। আজ কাল আপনার হোটেলে যে রকম মুসাফির লোকের আমদানী হইতেছে, আর আপনি যে ভাবে তাহাদের শোষণ করেন, তাহাতে অল্পদিনেই আপনার সিন্দুক টাকায় পূর্ণ হইবে। এ ক্ষতি আপনার গায়ে লাগিবে না। আমার বন্ধু শীঘ্রই এখানে আসিয়া আপনার বন্ধন মোচন করিবেন; আর একটু কষ্ট করিয়া ঐ ভাবে পড়িয়া থাকুন। আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম, কিছু মনে করিবেন না, নমস্কার!"

প্লুমার সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং কক্ষের বাহিরে গিয়া দরজায় চাবি দিল। মসিয়ে ডুক্রো দুঃখে, কষ্টে, ক্রোধে ও অপমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন; কিন্তু মুখ বাঁধা, চিৎকার করিয়া কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিলেন না।

প্লুমার মসিয়ে ডুক্রোর আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া লোহার সিন্দুক খুলিল, এবং যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিল তাহা সমস্তই আত্মসাৎ করিয়া ধীরে ধীরে হোটেল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। হোটেলের দ্বারবান দেউড়ীতে বসিয়াছিল, সে উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাহাকে অভিবাদন করিল; কিন্তু প্লুমার কোন দিকে না চাহিয়া পথে আসিল, তাহার পর জনস্রোতে মিসিয়া গেল!

* * *

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ প্যারিস-পুলিসের অধ্যক্ষ মসিয়ে লালার্ডের সঙ্গে একখানি মোটর হইতে নামিয়া ছদ্মবেশী ডিটেক্‌টিভ জিন লাসোটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিন লাসোট্‌ ও তাঁহার সহযোগী তখনও সেই হোটেলের সম্মুখে পাহারায় ছিলেন। কয়েকজন ছদ্মবেশী কনষ্টেবল হোটেলের চারি দিকে সতর্ক ভাবে পাহারা দিতেছিল, দূরে বড় কর্ত্তাকে দেখিয়া তাহারা কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইয়া উঠিল। তাহাদের কেহই স্থান ত্যাগ করিল না, পাছে সেই সুযোগে আসামী হোটেল হইতে কোন দিক দিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করে! মিঃ ব্লেক ও স্মিথ অত্যন্ত প্রফুল্ল, এবার তাঁহারা প্লুমারকে কায়দায় পাইয়াছেন।—গ্রেপ্তারী পরোয়ানা মিঃ ব্লেকের পকেটেই ছিল।

জিন লাসোট পুলিশের অধ্যক্ষকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "সব ঠিক, লোকটা তাহার ঘরেই আছে। প্রায় একঘণ্টা পূর্ব্বেও সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া পথের দিকে চাহিতেছিল, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর আর তাহাকে দেখিতে পান নাই?"

জিন লাসোট বলিলেন, "না মহাশয়, কিন্তু সে হোটেল ত্যাগ করে নাই; হোটেলের কর্ত্তা মসিয়ে ডুক্রো ভিন্ন আমরা অন্য কাহাকেও হোটেল হইতে বাহির হইতে দেখি নাই। কেবল মসিয়ে ডুক্রোই আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বাহিরে গিয়াছেন।"

মসিয়ে লালার্ড বলিলেন, "এ যে বড়ই আশ্চার্য্য কথা! আমি তাঁহাকে আজ অপরাহ্নে হোটেলে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি জানেন একজন ছদ্মবেশী দস্যু তাঁহার হোটেলে আশ্রয় লইয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, তাঁহার সাহায্যে আমরা তাহাকে গ্রেপ্তার করিব; আর তিনি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া আধ ঘণ্টা আগে বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্লুমারকে এক ঘণ্টা আগে হোটেলে দেখা গিয়াছে, আর মসিয়ে ডুক্রো আধ ঘণ্টা আগে হোটেলের বাহিরে গিয়াছেন! তবে কি প্লুমার—না এ ভাল কথা নয়! মসিয়ে ডুক্রো আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া বাহিরে যাইতে পারেন না। ইহার ভিতর নিশ্চয়ই রহস্য আছে; শীঘ্র হোটেলের ভিতর চলুন।"

স্মিথ মিঃ ব্লেকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিল, কিন্তু তাহার কারণ বুঝিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক সর্ব্বাগ্রে ব্যগ্রভাবে হোটেলে প্রবেশ করিলেন, অন্য সকলে তাঁহার অনুসরণ করিল। তিনি আফিস-ঘরে উপস্থিত হইয়া মসিয়ে ডুক্রোর সেক্রেটারীকে বলিলেন, "মসিয়ে ডুক্রো এখন এখানে আছেন কি?"

সেক্রেটারী আগন্তুক ভদ্রলোকদের অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "না, মহাশয়!"

মসিয়ে লালার্ড অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "নাই! কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারেন?"

সেক্রেটারী বলিলেন, "তাহা ত বলিতে পারি না! মসিয়ে মেক্রোর তাঁহাকে কোন জরুরি কাজের জন্য তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি মসিয়ে মেক্রোরের সঙ্গে দেখা করিয়া আফিস-ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন; আমি তখন হিসাব-পত্র লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। আমি একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম তিনি তাঁহার চাবি দিয়া ঐ সিন্দুকটা খুলিলেন, তাহার পর কতকগুলা টাকা বাহির করিয়া লইয়া ভারি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন; আমাকে কোন কথা বলিলেন না, আমিও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।"

মসিয়ে লালার্ড বলিলেন, "ব্যাপার কি, মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যা সন্দেহ করিয়াছিলাম বোধ হয় তাহাই ঘটিয়াছে! মসিয়ে মেক্রোরের ঘরে চলুন।"

সেক্রেটারী বলিলেন, "আমি সংবাদ লইয়া জানিয়াছি—সেই ঘরের দরজা

বাহির হইতে বন্ধ আছে ; সম্ভবতঃ, মসিয়ে মেক্রোর কোন কাজে বাহিরে গিয়া থাকিবেন।"

এ কথা শুনিয়া মসিয়ে লালার্ডের ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হইল ; তিনি অধীর ভাবে বলিলেন, "মেক্রোরের ঘরের দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ! আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য কথা! মেক্রোরের কুঠুরীর দ্বিতীয় চাবি কোথায়? তাহা লইয়া শীঘ্র আমাদের সঙ্গে চল, সেই ঘর খুলিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক হতাশ ভাবে বলিলেন, "যা ভয় করিয়াছিলাম তাই!"

সেক্রেটারী বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের হোটেলের বাসেন্দা কোন ভদ্রলোকের অজ্ঞাতসারে বা তাঁহার বিনানুমতিতে তাঁহার ঘর খুলিবার ধৃষ্টতা আমার নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইনি মসিয়ে লালার্ড, প্যারিস-পুলিশের অধ্যক্ষ। তুমি উঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে ; সরকারী কাজের জন্যই উনি তোমাকে সেই ঘর খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিতেছেন। ইহা তুমি গবর্মেণ্টের আদেশ মনে করিতে পার।—যদি এই আদেশ পালন না কর—তাহা হইলে দস্যুকে সাহায্য করিবার অভিযোগে তোমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে।"

সেক্রেটারী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আরামিস্ মেক্রোরের কক্ষের দ্বিতীয় চাবি লইয়া মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সহযোগিগণের সঙ্গে সেই কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক চাবিটি লইয়া কম্পিতহস্তে দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তাঁহারা ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দ্বারপ্রান্তে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইলেন ; সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ হয় তাঁহারা অধিকতর স্তম্ভিত বা বিস্মিত হইতেন না! তাঁহারা সম্মুখেই দেখিলেন, মসিয়ে ডুক্রো অর্দ্ধোলঙ্গ ভাবে মেঝের উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহার মুখ এবং হাত পা, কাপড়ের ফালি পাকাইয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে!

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "শীঘ্র উঁহাকে বন্ধনমুক্ত কর।"—তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের বাতায়নের নিকট গিয়া হোটেলের সম্মুখস্থ রাজপথে দৃষ্টিপাত করিলেন ; তাহার পর মুখ ফিরাইয়া মসিয়ে লালার্ডকে বলিলেন, "আমার আশা

ছিল আপনি আসামী সম্বন্ধে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। আপনি ত জানিতেন প্লুমারের সহিত কোন সাধারণ দস্যু তস্করের তুলনা হয় না। আমাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে সে খেলার জিনিস মনে করে! আপনাদের সম্বন্ধেও তাহার ধারণা খুব উচ্চ ছিল না, তাহার কৌশল দেখিয়াই তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।"

মসিয়ে লালার্ড মিঃ ব্লেকের মন্তব্যে লজ্জিত হইলেন, এবং বৃথা তর্কে আত্ম-সমর্থনের চেষ্টা না করিয়া হোটেলের অধিকারীর মুখের দিকে চাহিলেন; তাহার পর বলিলেন, "উঃ, কি সাহস, কি ধৃষ্টতা! মসিয়ে ডুক্রোকে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়া, উঁহার পোষাক খুলিয়া লইয়া ছদ্মবেশ ধরিয়া সকলের চক্ষুর উপর হইতে, দস্যুটা পলায়ন করিল! কেহই তাহার চাতুরী বুঝিতে পারিল না?"

মসিয়ে ডুক্রোর সেক্রেটারী বলিলেন, "কেবল কি তাই? উঁহার পকেট হইতে সিন্দুকের চাবি লইয়া, সিন্দুক খুলিয়া যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়া চম্পট দিয়াছে। আমি ভাবিলাম কর্ত্তাই সিন্দুক খুলিয়া টাকা লইয়া গেলেন! কোন ফরাসী দস্যুর এত সাহস হইত কি না সন্দেহ! দেখিতেছি ইংরাজের মত ওস্তাদ ডাকাত জগতে নাই।"

মসিয়ে লালার্ড হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, প্রকাণ্ড খেলোয়াড় বটে! আর যে তাহাকে ধরিতে পারিব এ আশা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই সেই ঘুঘুকে ফাঁদে ধরিব; আপনি আমার প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করিতে পারেন।"

মসিয়ে ডুক্রো উঠিয়া বসিয়া স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন; তিনি ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমার টাকাগুলি? তাহা কি উদ্ধার করিবার আশা নাই? এই শয়তান আমার সিন্দুক খুলিয়া বোধ হয় যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে! হায়, হায়, এত বড় ভয়ঙ্কর ডাকাতকে আমি কেন আমার হোটেলে স্থান দিয়াছিলাম?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে আপনার টাকাগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য লইয়া যায় নাই। আপনার যাহা গিয়াছে তাহা উদ্ধারের আশা নাই; আপনার যে প্রাণ

রক্ষা হইয়াছে—ইহাই আপনার সৌভাগ্য মনে করিবেন। সে ইচ্ছা করিলে আপনাকে অনায়াসে হত্যা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। বোধ হয় অকারণ নরহত্যায় তাহার আগ্রহ হয় নাই।—যাহা হউক, আমাদের আর এখানে বিলম্ব করিয়া ফল নাই। বিদায় মসিয়ে লালার্ড, নমস্কার!"

মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ হোটেল ত্যাগ করিলেন। তিনি কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিলেও আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভে দুঃখে তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার মনের ভিতর তুফান বহিতেছিল। তিনি নিঃশব্দে হোটেলের বাহিরে আসিয়া স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, শয়তানটা এবারও আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলাইল? কি আপ্‌শোষের বিষয়! এ আমাদের শোচনীয় পরাজয়!"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু শেষ জয়ই জয়। আমরাই অবশেষে জয়লাভ করিব। ব্যাঙ্কে যে নোটগুলা সে ফেলিয়া গিয়াছে তাহা হস্তগত করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত এইরূপই মনে হয়। এই দিক দিয়াই আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। চল, আগে টেলিগ্রাফ আফিসে গিয়া মিঃ জেল্‌সকে একটা টেলিগ্রাম পাঠান যাউক।"

স্মিথ বলিল, "তাঁহাকে কি উদ্দেশ্যে টেলিগ্রাম করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার ব্যাঙ্কে যে-কিছু মূল্যবান সামগ্রী আছে—তাহা অবিলম্বে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডে গচ্ছিত রাখিতে উপদেশ দিব। যদিও তাঁহাকে এ কথা বলিয়া আসিয়াছি, তথাপি কথাটা তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক।"

স্মিথ বলিল, "তাহার পর?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর ঘুঘু ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিব। সে কিরূপ ফাঁদ তাহা ক্রমে জানিতে পারিবে।"

* * * *

প্র্‌মার প্যারিসের ওয়াল্‌স হোটেল হইতে বাহির হইয়া একখানি ট্যাক্সি লইয়া প্রথমে একটি দূরবর্ত্তী পল্লীতে উপস্থিত হইল। সে একজন পোষাক-

বিক্রেতার দোকানে গিয়া সম্ভ্রান্ত ইংরাজের ব্যবহারোপযোগী মূল্যবান পরিচ্ছদ ক্রয় করিল, এবং ইংরাজ ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া, মসিয়ে ডুক্রোর পোষাকগুলি বাণ্ডিল বাঁধিয়া দোকান ত্যাগ করিল। সে পদব্রজে কিছু দূরে গিয়া পথিপ্রান্তস্থ একটা বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া সেই পোষাকের বাণ্ডিলটি বাগানের জঙ্গলের ভিতর নিক্ষেপ করিল। তাহার পর ট্যাক্সির আড্ডা হইতে আর একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া, নগর-প্রান্তস্থিত একটি হোটেলে তাহাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য বৃদ্ধ ট্যাক্সিওয়ালাকে আদেশ করিল।

ট্যাক্সির দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া প্লুমার গাড়ীর ভিতর বসিয়া রহিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল; প্যারিসের রাজপথে লোকারণ্য। অসংখ্য যান-বাহন তাহাদের গন্তব্য স্থানে সবেগে ধাবিত হইতেছিল। পথের একস্থানে আসিয়া ট্যাক্সির গতিরোধ হইল; সম্মুখে কতকগুলি গাড়ী এ ভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, দুই একখানি না সরিলে প্লুমারের ট্যাক্সির অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইল। ট্যাক্সিখানাকে বোধ হয় দুই মিনিট দাঁড়াইতে হইল। সেই সুযোগে প্লুমার ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সেই ভিড়ের ভিতর অদৃশ্য হইল; এবং অদূরে একটি বাগান দেখিয়া অন্যের অলক্ষ্যে সেই বাগানে প্রবেশ করিল। প্লুমার ট্যাক্সি হইতে নামিয়া চম্পট দান করিয়াছে—বৃদ্ধ ট্যাক্সি-চালক তাহা জানিতে পারিল না; সম্মুখের পথ মুক্ত হইলে সে সবেগে ট্যাক্সি চালাইতে লাগিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ট্যাক্সি-চালক নির্দ্দিষ্ট হোটেলের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামাইল। সে গাড়ী হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিতে গিয়া বলিল, "মোকামে পৌঁছিয়াছি হুজুর, নামুন!"—সঙ্গে সঙ্গে সে দ্বার খুলিয়া দেখিল, গাড়ীতে কেহই নাই!—সে সবিস্ময়ে বলিল, "এঁ্যা, সরিয়া পড়িয়াছে। উড়িয়া গিয়াছে না কি? এ আবার কি কাণ্ড?"

বৃদ্ধ স্তম্ভিত ভাবে গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া রহিল! ব্যাপার খানা ইন্দ্রজালের মত অদ্ভুত বলিয়াই তাহার মনে হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কামারের অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান

মসিয়ে পিয়ের মারচেণ্ট জাতিতে ফরাসী, কিন্তু পেশায় কামার। ইউরোপ কি না, সেখানে পাদরীর ছেলের ব্যবসায়ের খাতিরে চামার, এবং চামারের ছেলের হাতুড়ীর মাহাত্ম্যে কামার হওয়া অত্যন্ত সহজ। বড় বড় লর্ডরাই যখন তাড়িখানার মালিক ও মেষপালক হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করেন—তখন সাধারণের পেশার বাছ-বিচার করিলে চলিবে কেন? এই উচ্চ আদর্শের অনুকরণে আমাদের দেশের কুলীন ব্রাহ্মণ মুকুজ্জে-নন্দনকে জুতার দোকান খুলিতে দেখিয়া বা সরকার-নন্দনকে গাঁজার দোকানের 'লাইসেন্‌স' লইয়া গাঁজা বিক্রয় করিতে দেখিয়া আমরা মোহিত হই, এবং তারিপ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি আমাদের বকেয়া কুসংস্কার দূর হইয়াছে—ভারত উদ্ধারের আর বিলম্ব নাই! 'যেন তেন প্রকারেণ শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্'—ম্যাকিন্টশের দোকানের কেরাণী হওয়া অপেক্ষা কে-এম-দাসের চটির কারিকর হওয়া অনেক ভাল—কুসংস্কারান্ধ সেকেলে বুড়োরা ভিন্ন এ কথা কে অস্বীকার করিবে? এই অন্ন-সমস্যা ইউরোপে অনেক আগেই আরম্ভ হইয়াছে।

এই জন্য পাদরী-নন্দন মসিয়ে পিয়ের মার্চ্চেণ্ট প্যারিসে কামারের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি হাতাবেড়ী বা জাঁতিকল, বটি প্রভৃতি নির্ম্মাণে প্রতিভার অপব্যবহার করেন নাই, লোহার সিন্দুক নির্ম্মাণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির সঙ্গে প্রভূত ধনোপার্জ্জন হইতে লাগিল; তখন তিনি প্যারিসে এক 'ফারম' খুলিয়া তাহার কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। এই ফারমের নাম হইল মারচেণ্ট এণ্ড কোং। অসংখ্য কামার-মিস্ত্রী তাঁহার অধীনে খাটিতে লাগিল; তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাশি রাশি সিন্দুক নির্ম্মিত হইয়া বাজার ছাইয়া ফেলিল!

মেসার্স জেল্‌স্‌ এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কে একটি সুদৃঢ় ধনাগার নির্ম্মিত হইল, তাহাতে লোহার সরঞ্জামই অধিক। স্থূল ইস্পাতের চাদর দিয়া তাহার দরজা নির্ম্মাণ করা হইল, এবং তাহার ভিতর একটি লোহার সিন্দুক সংস্থাপিত হইল। উক্ত মারচেণ্ট এণ্ড কোং ইহার ভার লইয়াছিল। কর্ম্মকার মহাশয় দৈববাণী করিলেন, তাঁহার এই সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লুঠ্‌ করিতে পারে—ভগবানের রাজ্যে এরূপ অসাধ্য-সাধনতৎপর দস্যুর উৎপত্তি হয় নাই! তাহা প্রকৃতই দস্যুদমন সিন্দুক।

সিন্দুক প্রতিষ্ঠার দিন মসিয়ে মারচেণ্ট স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া মিঃ জেল্‌সকে বলিলেন, "আপনার কাজ শেষ হইয়াছে। আপনার এই ধনাগার একেবারে নিখুঁত হইয়াছে। আপনি চাবিও পাইয়াছেন; আপনাকে আর দুইটি চাবি দিয়া যাইব। তাহার একটি সিন্দুকের আর একটি আপনার এই ধনাগারের দ্বিতীয় চাবি।"—তিনি দুইটি অতিরিক্ত চাবি পকেট হইতে বাহির করিয়া মিঃ জেল্‌সকে দেখাইলেন; কিন্তু অতিরিক্ত চাবি দুইটি তাঁহাকে তখন দিলেন না! বোধ হয় তখনও সমস্ত টাকা আদায় হয় নাই।

মিঃ জেল্‌স বলিলেন, "ওঃ চমৎকার! আপনার হাতের কাজ অতুলনীয়। এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; আপনি যে আজ সকল কাজ শেষ করিয়া দিতে পারিলেন এজন্য আপনি আমার ধন্যবাদের পাত্র; কারণ আগামী কল্যই আমার ব্যাঙ্কে হাজার হাজার পাউণ্ডের 'সিকিউরিটী' গচ্ছিত রাখিবার জন্য পাওয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে যাহা জমা দিয়া আসিয়াছি—তাহাও কালই তুলিয়া আনিয়া আমার ব্যাঙ্কে রাখিব। আশা করি আজ হইতে আমার ব্যাঙ্কের কোষাগার নিরাপদ।"

মসিয়ে মারচেণ্ট সোৎসাহে বলিলেন, "নিরাপদ! আপনার কোষাগার অতঃপর নিরাপদ না হইলে আমি আমার ব্যবসায় ছাড়িয়া দিব। আপনার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া যদি কখন কিছু চুরি যায়—সে জন্য আমি দায়ী রহিলাম।"

অতঃপর মসিয়ে মারচেণ্ট মিঃ জেল্‌সের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি ব্যাঙ্কের বাহিরে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলেন, এবং ট্যাক্সিতে

উঠিয়া ট্যাক্সিচালককে কস্‌মোপলিটান হোটেলে যাইতে আদেশ করিলেন। কাজ শেষ হইলেও মসিয়ে মারচেন্টের তাড়াতাড়ি প্যারিসে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা ছিল না; কারণ এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে কন্দর্পদেব এই কর্ম্মকার যুবকের স্কন্দে ভর করিয়াছিলেন; তিনি একটি সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন! এমন কি, তাঁহাদের বিবাহের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত পাকা হইয়াছিল। যুবতী ধনাঢ্য লোকের কন্যা, এবং এই বিবাহে প্রচুর যৌতুক লাভেরও আশা ছিল। মসিয়ে মারচেন্টের প্রণয়িনী তখন লণ্ডনেই বাস করিতেছিল; এ অবস্থায় মসিয়ে মারচেন্ট কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্যারিসে প্রত্যাগমন করিবেন, কঠিন লোহার কারখানার মালিক হইলেও তিনি ততদূর বদ্‌রসিক ছিলেন না। প্রেমরসে তখন তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ!

ট্যাক্সি কস্‌মোপলিটান হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিলে মসিয়ে মারচেন্ট মনের আনন্দে সিস্ দিতে দিতে গাড়ী হইতে নামিলেন।—তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা।

মসিয়ে মারচেন্ট এই হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন; তিনি হোটেলে প্রবেশ করিয়া তাহার ঘরে চলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, কয়েক দিন সেইখানেই থাকিয়া স্ফুর্ত্তি করিবেন, তাহার পর কাজের তাগিদা বুঝিয়া প্যারিসে ফিরিলেই চলিবে। তিনি দুইটি কুঠুরী ভাড়া লইয়াছিলেন; একটি উপবেশন-কক্ষ, অন্যটি শয়ন-কক্ষ। তিনি উপবেশন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

মসিয়ে মারচেন্ট দ্বারের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছিলেন, এবং মনের সুখে গুণ গুণ করিয়া গান করিতে ছিলেন, তাঁহার প্রণয়িনীর সুন্দর মুখ খানি মনে পড়ায় তাঁহার এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, পশ্চাতে বা অন্য কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না! সেই সুযোগে একজন লোক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বারের চাবি বন্ধ করিল। সেই শব্দে মারচেন্টের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল; তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলেন, আগন্তুক তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিয়াছে,—পিস্তলের ঘোড়া টিপিতে যে কিছু বিলম্ব!

এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মসিয়ে মারচেণ্টের প্রেমের নেশা মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গেল, যেন স্বর্গের দরজা হইতে তিনি ধপাস্ করিয়া সবেগে মাটীতে পড়িলেন! লোকটির ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া পিয়ের মারচেণ্টের মাথা ঘুরিয়া গেল, মিনিট-খানেক মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, যেন তিনি জাগিয়া কি একটা উৎকট স্বপ্ন দেখিতেছেন!

যাহা হউক, ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি আগন্তুককে বলিলেন, "কে তুমি? তোমার উদ্দেশ্য কি? কাহার আদেশে তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছ?"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "ক্রমে বন্ধু! এক সঙ্গে অতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে একটার বেশী মুখ থাকার দরকার; কিন্তু আমার মুখ একটার বেশী নয়। আমার উদ্দেশ্য কি, তাহাই আগে বলি। মসিয়ে মারচেণ্ট, তোমার সঙ্গে আমার গোটাকত জরুরি কথা আছে তাহা বলিবার উদ্দেশ্যেই আমার এখানে আগমন। আমি কে জানিতে চাহিয়াছ; কিন্তু আমাকে ত তুমি এই নূতন দেখিতেছ না। তোমার ঘরের পাশেই আমি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছি, সুতরাং আমি তোমার উঠবন্দী প্রতিবেশী; সেই সূত্রে তুমি এখানে আমাকে একাধিক বার দেখিতে পাইয়াছ বন্ধু!"

মসিয়ে মারচেণ্ট ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা তোমাকে দেখিয়াছি বটে; কিন্তু তোমার নাম ধাম ত আমার জানা নাই! তবে শুনিয়াছি বটে তুমি একজন উচুদরের আমেরিকান, ব্যবসায় কর্ম্মের সুবিধা করিতে লণ্ডনে আসিয়াছ। জানিতাম না তোমার ব্যবসায় কর্ম্মের সুবিধার জন্য বন্দুকের গুলিতে ভদ্রলোকের মাথা উড়াইয়া দেওয়া দরকার!"—মসিয়ে মারচেণ্ট মুখে এই কথা বলিবার সময় বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিবার জন্য ধীরে ধীরে হাত বাড়াইতেছিলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ছদ্মবেশী প্লুমার গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খবরদার! ঐ বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় হাত দিয়াছ কি আমি পিস্তলের ঘোড়া টিপিয়াছি। দুই হাত সম্মুখে রাখিয়া আমার কথা মন দিয়া শোন। প্যারিসে জনরব, তুমি শীঘ্রই বিবাহ করিবে; কিন্তু তোমার এই সাধের বিবাহ

পণ্ড হইয়া যাইবে ভাবিয়া আমার 'বক্ষের জলে' চক্ষু ভসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে!"

প্লুমারের এই ব্যঙ্গ উপভোগ করা প্রেমিক ফরাসী কর্ম্মকারের পক্ষে বড়ই কঠিন হইল; কারণ ভয়ে তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল ও বুক কাঁপিতেছিল। প্লুমার তাহা লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে পিস্তলটা মসিয়ে মারচেণ্টের মাথার দিকে বাগাইয়া ধরিয়া, বাম হস্তে পকেট হইতে একটা ছোট শিশি বাহির করিল। শিশিতে জলবৎ তরল একটা আরোক ছিল। মসিয়ে মারচেণ্টের সম্মুখে টেবিলের উপর মদের গ্লাস ছিল। প্লুমার আরোকটা শিশি হইতে সেই গ্লাসে ঢালিয়া মসিয়ে মারচেণ্টকে বলিল, "সুবোধ বালকের মত এই ঔষধটুকু ঢুক্ করিয়া খাইয়া ফেল। গলায় ঢালিয়া দাও, একটুও বিস্বাদ নয়; আর ইহা পান করিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না; একটু নিদ্রা হইবে বটে, কিন্তু সে নিদ্রা মহানিদ্রা নয়। সে ঘুম ভাঙ্গিবে, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে।—গ্লাসটা শীঘ্র তুলিয়া লও; সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই, আমার হাতে বিস্তর কাজ আছে।"

মসিয়ে মারচেণ্ট বলিলেন, "তোমার যে আবদারের সীমা নাই! তোমার হুকুমেই খাইব? যদি না খাই?"

প্লুমার বলিল, "যদি না খাও? খাইতেই হইবে; না খাইলে এই ঔষধ না খাইয়াই নিদ্রার পরিবর্ত্তে মহানিদ্রার ক্রোড়ে তোমাকে আশ্রয় লইতে হইবে। আমি এক কথার মানুষ। আমেরিকানরা যা মুখে বলে কাজেও তাহাই করে।"

মসিয়ে মারচেণ্ট তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টার দিকে হাত বাড়াইলেন; কিন্তু তিনি তাহা স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই প্লুমার পিস্তলটা পকেটে ফেলিয়া দুই হাতে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার পর তাঁহার পায়ের ভিতর পা পুরিয়া দিয়া এমন মোড়া দিল যে, কর্ম্মকার মহাশয় তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িলেন। প্লুমারের দুই হাতের চাপনে তাঁহার জিভ বাহির হইয়া গেল; চোখ দুইটি কয়মচার

মত লাল হইয়া ঠেলিয়া বাহির হইবার উপক্রম! মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তখন প্লুমার মসিয়ে মারচেণ্টের পকেটের ভিতর হাত পুরিয়া কি খুঁজিতে লাগিল। সে একটা পকেটের ভিতর হইতে দুইটি চাবি বাহির করিয়া লইল। একটি মেসার্স জেল্‌স এণ্ড হ্যারিসের নূতন ধনাগারের চাবি, দ্বিতীয় চাবিটি তাঁহার নব-নির্ম্মিত দুর্ভেদ্য সিন্দুকের।

সেই চাবি দুইটি হস্তগত করিয়া প্লুমার সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "রবার্ট ব্লেক! চালবাজিতে এবার আমি তোমাকে মাৎ করিয়াছি। আমি যে ফন্দী খাটাইয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইবে না; তাহা সফল হইলে আমি একদম্ বড় লোক! তাহার পর সেই বিপুল অর্থ লইয়া বিদেশে চম্পট দান করিব। রবার্ট ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা ফৌজ লইয়া-যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও আমাকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবে না।"

অতঃপর প্লুমার মসিয়ে মারচেণ্টের সংজ্ঞাহীন দেহ তুলিয়া লইয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল; এবং তাঁহার হাত পা মুখ বাঁধিয়া সেই কক্ষস্থিত একটা জালের আলমারির ভিতর তাঁহাকে পুরিয়া রাখিল।

এই ঘটনার প্রায় কুড়ি মিনিট পরে সেই হোটেলের প্রহরী দেখিল মসিয়ে মারচেণ্ট হোটেল হইতে প্রস্থান করিলেন!

সন্ধ্যার পর লণ্ডনের নদীতীরস্থ পথ নানাশ্রেণীর পথিক ও যান বাহনের সমাবেশে সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। প্লুমার মসিয়ে মারচেণ্টের ছদ্মবেশে সেই স্রোতে মিশিয়া তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। তাহাকে তখন প্লুমার বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না; তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছিল, কোন ফরাসী ভদ্রলোক সান্ধ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছেন! সেই পথে তখন পুলিশ কর্ম্মচারীরও অভাব ছিল না; কিন্তু ছদ্মবেশী প্লুমারকে দেখিয়া তাঁহাদের কাহারও মনে মুহূর্ত্তের জন্য এ সন্দেহ স্থান পাইল না যে, এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভগণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের সম্ভব ও অসম্ভব সকল স্থানে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

প্লুমার ঘুরিতে ঘুরিতে কার্লটন হোটেলে প্রবেশ করিল, এবং সেখানে খানাহার শেষ করিয়া যখন পথে বাহির হইল, তখন রাত্রি দশটা। শীঘ্রই বিস্তর টাকা তাহার হাতে আসিবে এই আশায় সে সেই হোটেলে গিয়া অর্থব্যয়ে কৃপণতা করে নাই। সেখানে সে বড়মানুষী 'চাল' সাড়ে ষোল আনা বজায় রাখিয়াছিল। প্লুমার পথে বাহির হইয়া একটা উৎকৃষ্ট চুরুট মুখে গুঁজিল, তাহার পর পকেটে হাত দিয়া দেখিল জেল্‌স এণ্ড হ্যারিসের ধন-ভাণ্ডারের ও নব-নির্ম্মিত সিন্দুকের চাবি দুইটি তাহার পকেটেই আছে।

* * * *

মিঃ ব্লেক প্লুমারের এই সকল উদ্যোগ আয়োজনের কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।—পরদিন প্রভাতে তিনি কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত আছেন, এমন সময় তাঁহার টেলিফোনে ঝন্‌ঝনি আরম্ভ হইল; তাহা শুনিয়া তিনি স্মিথকে সংবাদ লইতে কলের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

স্মিথ ফিরিয়া আসিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কস্‌মোপলিটান হোটেলের ম্যানেজার মিঃ লেট্‌ম্যান আপনাকে অবিলম্বে তাঁহার হোটেলে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ইহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া কলের কাছে উপস্থিত হইলেন, এবং সাড়া দিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উত্তর পাইয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ব্লেক; আমাকে কি বলিবার আছে বলুন।"

হোটেলের ম্যানেজার যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের চোখে উত্তেজনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল; তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আমার অবিলম্বে ওখানে উপস্থিত হওয়া দরকার বলিতেছেন, বেশ আমি এখনই আসিতেছি।"

মিঃ ব্লেক তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই স্মিথকে বলিলেন, "শীঘ্র একখানা ট্যাক্সি ডাক।"

স্মিথ বলিল, “চুরি বাটপাড়ির তদন্তের জন্য নিমন্ত্রণ না কি কর্ত্তা?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “গুরুতর ব্যাপার বটে! প্লুমারের চিন্তা আপাততঃ মুলতুবি রাখিতে হইবে। কস্‌মোপলিটানে না পৌঁছিয়া কাণ্ডখানা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। এখন ও সকল কথা থাক, ট্যাক্সি লইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিবে।”

স্মিথ অবিলম্বে ট্যাক্সি লইয়া আসিলে মিঃ ব্লেক তাহাকে সঙ্গে লইয়া পনের মিনিটের মধ্যেই কস্‌মোপলিটন হোটেলে উপস্থিত হইলেন। ম্যানেজার মিঃ লেট্‌ম্যান সাগ্রহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন উদ্বেগ ও আতঙ্কে তাঁহার মুখখানা সাদা হইয়া গিয়াছে; তাঁহার স্বাভাবিক সংযত ভাব অদৃশ্য হইয়াছে। তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য দমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল!

মিঃ লেটম্যান বিচলিত স্বরে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, আপনাকে দেখিয়া আমি কতকটা আশ্বস্ত হইলাম। যদিও আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিগ্রাম করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা আপনার উপরেই আমার অধিক বিশ্বাস। যদি তদন্তে কোন ফল হয়–তবে আপনার দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। এরকম অদ্ভুত নিরুদ্দেশের কথা আমার ধারণার অতীত!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি টেলিফোনে আমাকে বলিয়াছিলেন, লোকটি আমেরিকান; তাহার নাম জেস্‌ থ্যারল্ড। তাহার সম্বন্ধে আপনি কতটুকু কি সংবাদ রাখেন তাহাই সর্ব্বাগ্রে আমার জানা আবশ্যক।”

মিঃ লেটম্যান বলিলেন, “আমি আমার এই ভাড়াটে সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলিতে পারিব সে আশা নাই। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আমার আফিসে আসিয়া বলিলেন, তাঁহার জন্য দুইটি সুসজ্জিত কুঠুরী চাই; হোটেলের সেরা ঘরই তিনি চান। লোকটির বিলাসিতার পরিচয়ে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। পানাহারে তিনি যেরূপ অর্থব্যয় করিতেন, ইংলণ্ডের বড় বড় লর্ডদের সে ভাবে অর্থব্যয় করিতে দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। এই কয়দিনে তিনি বিস্তর টাকা উড়াইয়াছেন!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি বলিয়াছেন গত রাত্রে তিনি বাহির হইতে আসিয়া আহারাদি করেন নাই। আজ সকালে তাঁহাকে তাঁহার ঘরে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি হঠাৎ বাহিরে চলিয়া যান নাই—ইহা কিরূপে জানিলেন?"

ম্যানেজার বলিলেন, "যিনি যখন বাহিরে যান বা হোটেলে প্রবেশ করেন, একখানি রেজেষ্ট্রী বহিতে তখনই তাহা লিখিয়া রাখা হয়; এই নিয়মে বহুদিন হইতে কাজ চলিতেছে। যাহাদের উপর এই ভার অর্পিত আছে, তাহাদের কেহই মিঃ থ্যারল্ডকে হোটেল ত্যাগ করিতে দেখে নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ থ্যারল্ড যে ঘরে বাস করিতেন, চলুন সেই ঘর পরীক্ষা করিয়া আসি। আশা করি, আপনি কথাটা গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

ম্যানেজার বলিলেন, "নিশ্চয়ই; এ কথা প্রকাশ হইলে হোটেলের দুর্নাম হইবে, নানা লোকে নানা কুৎসিৎ জনরব রটনা করিবে।"

ম্যানেজার মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলের একটি কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং চাবি দিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এই কুঠুরী ও ইহার পাশের কুঠুরী তিনি ভাড়া লইয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া চেয়ারের উপর একটি শার্ট ও একটি পোষাক দেখিলেন, তাহাতে কোন চিহ্ন ছিল না। প্রসাধন-টেবিলের উপর দুইখানি নূতন বুরুস পড়িয়া ছিল। শয়ন-কক্ষের শয্যার অবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্বরাত্রে সেই শয্যায় কেহ শয়ন করে নাই!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সদর দরজা ভিন্ন অন্য কোন দিক দিয়া হোটেলের বাহিরে যাইবার উপায় আছে?"

ম্যানেজার বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সেই দ্বারে দিবারাত্রি প্রহরী থাকে, তাহাদের অজ্ঞাতসারে কেহই বাহিরে যাইতে পারে না। হোটেলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের অনেকেই অনেক সময় টেবিলের উপর টাকা অলঙ্কার প্রভৃতি ভুলিয়া ফেলিয়া রাখেন, সুতরাং সর্ব্বদা সতর্ক না থাকিলে চলে না; বিশেষতঃ অধিকাংশ হোটেলেই চোরের গতিবিধির আশঙ্কা প্রবল।

আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও গোপনে এই হোটেল ত্যাগ করিতে পারিবেন না।"

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ম্যানেজারকে বলিলেন, "জেস্ থ্যারল্ডের জিনিসপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে পারি কি?"

ম্যানেজার লেটম্যান বলিলেন, "না, এখনও তাহার সময় হয় নাই। আমাদের এই ভাড়াটে সাধারণ লোক হইলে আমি ইতস্ততঃ করিতাম না; কিন্তু লোকটি বোধ হয় আমেরিকার ধনকুবেরগণের অন্যতম। তিনি এক সপ্তাহের জন্য এখানে বাস করিবেন বলিয়া আমাদের হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন; কিন্তু অল্প জিনিস ত সঙ্গে আনেন নাই, এই সকল জিনিসই তাঁহার। আমি যে পরিচারিকাটিকে তাঁহার আদেশ পালনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহার নিকট জানিতে পারিয়াছি মিঃ থ্যারল্ড দুই স্যুট পোষাক মাত্র ব্যবহার করিতেন, তাহার এক স্যুট বাহিরে রাখিয়া তিনি অন্য স্যুট পরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমাকেও একদিন তিনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—শীঘ্রই তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে; কিন্তু হঠাৎ এ ভাবে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কারণ বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক পোষাকটি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পোষাকটি মূল্যবান এবং নূতন। তিনি পোষাক-নির্ম্মাতার নাম খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন কলারের যে অংশে পোষাক-নির্ম্মাতার নামের পটি আঁটা ছিল, তাহা কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে!

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "জেস্ থ্যারল্ড লোকটি যে-ই হউক, তাহার গতিবিধি গোপন রাখিবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতাবলম্বনের নিশ্চয় কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি সে সত্যই আমেরিকা হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে যে জাহাজে আসিয়াছিল সেই জাহাজের নামের লেবেল ব্যাগের গায়ে আঁটা ছিল—এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়।"

ম্যানেজার বলিলেন, "তিনি যে দেশ হইতেই আসুন তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া কোন লাভ নাই; তিনি হঠাৎ কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন তাহাই

স্থির করা আবশ্যক। আমার আশঙ্কা হইতেছে হয় ত কেহ কোন কারণে তাঁহাকে খুন করিয়াছে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাঁহার কোন বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে; কিন্তু এ সকলই আমাদের অনুমান মাত্র। সর্ব্বাগ্রে এই জটিল রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করা আবশ্যক।”

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইয়াছে এমন সময় সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া ডিটেক্-টিভ ইন্‌স্পেক্টর লর্গান তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার চোখ মুখ আনন্দ ও উৎসাহে উজ্জ্বল। তাঁহার হাতে একটা ব্যাগ ছিল; তিনি সেই ব্যাগটি টেবিলের উপর রাখিয়া মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিলেন, তাহার পর তাঁহাকে বলিলেন, “ব্লেক, তুমি বোধ হয় তোমার মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট করিতেছ! জলপুলিশ এতক্ষণ টেম্‌স নদীতে জাল নামাইয়া তাহা টানিতে আরম্ভ করিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “বল কি? তাহা হইলে ইতিমধ্যেই তুমি বোধ হয় কোন সূত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছ?”

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান সোৎসাহে মাথা নাড়িয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিলেন। তাহার পর টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাঁহার ব্যাগটা খুলিলেন, এবং ব্যাগের ভিতর হইতে একটা অপেরা হ্যাট ও ছেঁড়া একটা চামড়ার বাক্স (Leather case বাহির করিলেন। নোট ও দলিল পত্রাদি রাখিবার জন্য চর্ম্মনির্ম্মিত যেরূপ বাক্স সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, এই বাক্সটিও সেইরূপ।

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান সেই দুইটি সামগ্রী মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, “দেখ, এই টুপির মধ্যে ও বাক্সটির উপর জেস্‌ থ্যারল্ডের নাম লেখা আছে। সুতরাং তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ এই মার্কিণ ভদ্রলোকটি কোন কৌশলে এই হোটেলের প্রহরীদের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া হোটেল ত্যাগ করিয়াছিল, তাহার পর সরের (surrey) দিকে নদী পার হইবার চেষ্টায় ছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তা ত বুঝিলাম, কিন্তু এই দুইটা জিনিস তুমি পাইলে কোথায়?”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি ; ঘরে বসিয়া তোমার মত কেবল অনুমানের জাল বুনিলে কি আর উহা সংগ্রহ করিতে পারিতাম? চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিশ্রম করিতে হয়, বন্ধু, পরিশ্রম করিতে হয়। নদীর ধারে একটা গুদাম আছে ; একটা গলি পার হইয়া সেই গুদামে যাইতে হয় সেই গলির নাম 'পেন্‌ফোল্ড গলি।' সেই গলির ভিতর এই দুইটি জিনিস পড়িয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অতএব তুমি বলিতে চাও জেস্‌ থ্যারল্ডকে সেই স্থানে কেহ আক্রমণ করিয়া তাহার কাছে যাহা কিছু ছিল সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিল ; তাহার পর বা তাহার পূর্ব্বেই তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ অদূরবর্ত্তী নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল?"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন; "হাঁ, তুমি বুদ্ধিমানের মত কথাই বলিয়াছ ; উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহা ভিন্ন আর কি অনুমান করা সঙ্গত? আমার বিশ্বাস, বেচারার মৃত-দেহ জালে বাধিয়া উঠিয়া পড়িবে ; তাহা হইলেই তদন্তের শেষ! তাহার পর কে বা কাহারা তাহাকে হত্যা করিল—ইহা নির্ণয় করা অন্য একটি তদন্তের বিষয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এই টুপি ও চামড়ার আধারটা সেই গলির ভিতর পড়িয়া থাকিবার অন্য কোন কারণও অনুমান করিতে পারিতে না?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "অর্থাৎ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অর্থাৎ জেস্‌ থ্যারল্ড বা তাহার প্রকৃত নাম যাহাই হউক—কোন কারণে নির্ব্বিঘ্নে নিরুদ্দেশ হইবার মতলবেই পুলিশের চোখে ধূলা দেওয়ার জন্য ঐ দুইটি জিনিস সেখানে এভাবে ফেলিয়া গিয়াছিল, যেন তাহা হঠাৎ দেখিতে পাইয়া তোমার মত বুদ্ধিমান ডিটেক্‌টিভ সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে, দস্যু কর্ত্তৃক সে আক্রান্ত লুণ্ঠিত ও নিহত হইয়াছে ; অতএব তাহার সম্বন্ধে আর কোন তদন্ত পণ্ডশ্রম মাত্র!"

ইন্‌স্পেক্টর একটু গরম হইয়া বলিলেন, "ঐ ত তোমার দোষ! কখন দেখিলাম না যে, তুমি সোজা কথার কষ্টকল্পিত কূটার্থ না করিয়া তাহা সহজভাবে গ্রহণ

করিলে! তুমি এই যে জলের মত সরল অনুমানটির উল্লেখ করিয়া আমাকে বেকুব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলে, এরূপ অনুমানের অনুকূলে নির্ভরযোগ্য কোন যুক্তি আছে কি ?"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, তাঁহার কথায় ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহা আমলে না আনিয়া বলিলেন, "এই যে টুপির ভিতর আর বাক্সটার উপর নাম দুইটি লেখা দেখিতেছি; এই দুইটি নাম যে অতি ৷ লিখাইয়া লওয়া ইহা ত অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়! পুরাতন জিনিসে নূতন করিয়া নাম লিখিয়া লইবার নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল। একট লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে—টাট্‌কা কালীর উজ্জ্বলতা হ্রাস হয় নাই, এবং টাট্‌কা লেখা বলিয়া উহাতে জল লাগিয়া ধ্যাব্‌ড়াইয়া গিয়াছে; এতদ্ভিন্ন নামটা ভোতা নিব দিয়া লেখা।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও এখানকার কালী দিয়া লিখিলে জল লাগিয়া লেখাটা ওভাবে ধ্যাবড়াইয়া যাইত না? আপনি কি বলেন মিঃ লেটম্যান ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "নিশ্চয়ই; কারণ এই হোটেলে যে কালী ব্যবহৃত হয় হয় তাহা সাধারণ বোর্ডিং-হাউসে পাওয়া কঠিন।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আপনার হোটেলের কলমেরও কোন বিশেষত্ব আছে না কি ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "আমি যে আমার অতিথিদের লিখিবার জন্য সোনার বা রূপার কলম দিই এরূপ মনে করিবেন না; তবে কোন কলমেই অব্যবহার্য্য পুরাতন নিব থাকে না। প্রত্যহই দোয়াত কলমগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়, এবং নিবগুলি দুই একদিন ব্যবহারের পর ফেলিয়া দিয়া কলমে নূতন নিব লাগাইয়া দেওয়া হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এরূপ স্থলে রাহাজানী ও হত্যাকাণ্ডের সিদ্ধান্তটা অসঙ্গত মনে করাই উচিত। বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই কুঠুরীর ভাড়াটে তথাকথিত মার্কিণ ধনকুবের জেস্ থ্যারল্ড এই দুইটি জিনিসের সাহায্যে

সনাক্ত হইবার উদ্দেশ্যেই তাহাতে নাম লিখিয়া রাখিয়াছিল। এই চামড়ার বাক্সটি জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে; কিন্তু তুমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে ইহার ডালার স্প্রিংটিতে সামান্য চাপ দিলেই ইহা খুলিতে পারা যাইত। কিন্তু সে ভাবে ইহা না খুলিয়া টানিয়া ছেঁড়া হইয়াছে; কারণ রাহাজানী হইয়াছে—পুলিশের মনে এরূপ ধারণা উৎপাদন করিতে হইলে এরূপ না করিলে চলিত না। তদ্ভিন্ন, টুপিটার উপর জুতার চাপ দিয়া চ্যাপ্‌টা করিয়া রাখা হইয়াছিল, নতুবা দস্যুর আক্রমণ প্রতিপন্ন করা কঠিন!"

মিঃ ব্লেক সেই জিনিস দুইটি টেবিলের উপর রাখিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "এই জেস্‌ থ্যারল্ড সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল যে, দস্যুহস্তে সে নিহত হইয়াছে! তাহার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি, এই প্রশ্ন সহজেই তোমার মনে উদয় হইতে পারে। সে ত অনায়াসেই হোটেল হইতে বাহির হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কোন স্থানে লুকাইতে পারিত। এই লণ্ডন সহরে কত খুনী আসামী, কত দস্যু তস্কর নিরাপদে গোপনে বাস করিতেছে; তাহা জানিয়াও সে দস্যুহস্তে নিহত হইয়াছে—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সকল উপায় অবলম্বন করিল কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "তোমার মত অসাধারণ প্রতিভাবান ডিটেক্‌টিভের মাথা ঘামাইবার জন্য! ইহা ছাড়া এরূপ বিচিত্র ব্যবহারের আর কি কারণ থাকিতে পারে?"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের প্রগল্‌ভতা গ্রাহ্য না করিয়া সেই কক্ষের বাহিরে গিয়া দেখিলেন—অট্টালিকার সেই অংশে আর একটি মাত্র কক্ষ আছে, তাহা থ্যারল্ডের শয়ন-কক্ষের অব্যবহিত পরেই অবস্থিত।

মিঃ ব্লেক ম্যানেজার মিঃ লেটম্যানকে বলিলেন, "পাশের ঐ কুঠুরীটিতে কি কোন ভাড়াটে আছে?"

ম্যানেজার বলিলেন, "একটি ফরাসী ভদ্র লোক কার্য্যোপলক্ষে লণ্ডনে আসিয়া এই কুঠুরী ভাড়া লইয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার নাম?"

ম্যানেজার বলিলেন, "পিয়ের মারচেণ্ট। তিনি লোহার সিন্দুক নির্ম্মাণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।"

মসিয়ে মারচেণ্টের নাম শুনিয়াই মিঃ ব্লেক হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন; তিনি সবিস্ময়ে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সিন্দুকওয়ালা পিয়ের মারচেণ্ট?"

ইনস্পেক্টর লর্গানও বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য! মসিয়ে মারচেণ্ট ঐ কুঠুরী বাসের জন্য ভাড়া লইয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেক বিস্ফারিত নেত্রে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ম্যানেজারকে বলিলেন, "মসিয়ে মারচেণ্ট কি এখন ওখানে আছেন?"

ম্যানেজার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তিনি আজ প্রত্যূষে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের কিন্তু ধারণা ছিল তিনি আরও কয়েক দিন এখানে বাস করিবেন; অন্ততঃ সেইরূপ আভাস দিয়াছিলেন। বোধ হয় কোন জরুরি কাজ পড়ায় হঠাৎ চলিয়া গিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই কুঠুরীর চাবি বন্ধ করা আছে কি?"

ম্যানেজার বলিলেন, "না, দরজা খোলাই আছে।—মসিয়ে মারচেণ্ট উহা ছাড়িয়া দেওয়ার পর এখনও উহার দ্বারে চাবি দেওয়া হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মসিয়ে মারচেণ্ট সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিবার পর তখন পর্য্যন্ত তাহা পরিষ্কার হয় নাই। মিঃ ব্লেক প্রথমেই অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সেখানে দুইটি চুরুটের দগ্ধাবশিষ্ট অংশ দেখিতে পাইয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

মিঃ ব্লেক তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "গ্রীন্ লারাঙ্গা (Green Larrangas) চুরুট! আমি জানি প্লুমার যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া তাহার মুখের গ্রাস ত্যাগ করিবে না!"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "এ কথার অর্থ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অর্থ এই যে, প্লুমার এই হোটেলে আসিয়া বাসা লইয়াছিল। যে জেল্‌স এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডারের ও সিন্দুকের দ্বিতীয়

(Duplicate) চাবি লইয়া এই হোটেল ত্যাগ করিয়াছে। মিঃ লেটম্যান, কাল অপরাহ্নে কি মসিয়ে মারচেণ্ট বাহিরে গিয়াছিলেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "হাঁ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কখন হোটেলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ?"

ম্যানেজার বলিলেন, "তিনি সন্ধ্যার খানিক পরেই হোটেলে ফিরিয়াছিলেন বটে কিন্তু গত রাত্রে আহার করিবার সময় মদ স্পর্শ করেন নাই ; আর যদি তাঁহার চাবি চুরি যাইত সে কথা অবশ্যই বলিতেন, কিন্তু তিনি চাবি চুরির কথা—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার বলিবার শক্তি থাকিলে সে কথা নিশ্চয়ই তিনি বলিতেন। আমার বিশ্বাস, মসিয়ে মারচেণ্টকে এই হোটেলেই পাওয়া যাইবে। স্মিথ, তুমি শয়ন-কক্ষে তাঁহার সন্ধান কর, আমি এই ঘর খুঁজিয়া দেখিতেছি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তবে কি তোমার বিশ্বাস প্লুমারই মারচেণ্টের স্থান অধিকার করিয়া নূতন খেলা আরম্ভ করিয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মসিয়ে মারচেণ্ট জেল্‌স এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের ধনাগার ও লোহার সিন্দুক সংস্থাপনের ভার লইয়া লণ্ডনে আসিয়াছিলেন, এবং এই হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন ; যদি তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া থাকেন—তাহা হইলে তাহার মূলে নিশ্চয়ই প্লুমারের কারসাজি আছে। অথচ আমরা প্রমাণ পাইতেছি মসিয়ে মারচেণ্টের পরিবর্ত্তে জেস্‌ থ্যারল্ড নাম-ধারী সেই মার্কিণ ভদ্রলোকটিই নিরুদ্দেশ হইয়াছেন ! এই উভয় ঘটনার যে সংস্রব আছে—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ জেস্‌ থ্যারল্ডের শয়ন-কক্ষ হইতে চিৎকার করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, শীঘ্র এদিকে আসুন ; যা ভাবিয়াছেন তাই !"

স্মিথের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও হোটেলের ম্যানেজার সহ পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন জালের আলমারির ভিতর হইতে রজ্জুবদ্ধ একটি ভদ্রলোককে স্মিথ টানিয়া বাহির করিতেছে !

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শীঘ্র উহার হাত পায়ের ও মুখের বাঁধন কাটিয়া দাও।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করিল। মসিয়ে মারচেণ্ট বহু পূর্ব্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নড়িবার বা চিৎকার করিবার উপায় ছিল না! স্মিথ তাঁহার বন্ধন মোচন করিলে, তিনি উঠিয়া-বসিয়া ফরাসী ও ও ইংরাজী ভাষা মিশাইয়া সশব্দে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আপনি কি বলিতেছেন স্পষ্ট করিয়া বলুন, আমরা আপনার সকল কথাই শুনিবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

মসিয়ে মারচেণ্ট বলিলেন, "আমার চাবি দুটো? কাল রাত্রে মার্কিণটা তাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে বিজয়গর্ব্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; তাহার পর তিনি বলিলেন, "কেমন লর্গান! আমার অনুমান সত্য কি না?"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "হাঁ, সেই রকমই ত বোধ হইতেছে! আমি আর বিলম্ব করিব না, ব্যাঙ্কে গিয়া সেখানে পাহারার বন্দোবস্ত করিব। প্লুমার যদি এবার সেখানে যায়—তাহা হইলে আমার মুঠার ভিতর হইতে কি করিয়া পলায়ন করে তাহা দেখিব; বারে বারে তাহার চালাকী খাটিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তুমি ব্যাঙ্কের চারি দিকে পাহারা বসাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতে পার; কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে তোমার মুঠার ভিতর প্রবেশ করিবে না। তোমরা ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত থাকিতে সে সেই অঞ্চলেই ঘেঁসিবে না। আজও তাহাকে তুমি চিনিতে পার নাই?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মসিয়ে মারচেণ্ট উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কাহার কথা বলিলেন? প্লুমার! সেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুই কি আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া আমার চাবি, আমার পোষাক চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে? সে জেল্‌স এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডারের ও সিন্দুকের চাবি যখন আত্মসাৎ করিয়া এখান হইতে চম্পট দিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই সেই সিন্দুক খুলিয়া—"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান অধীর স্বরে বলিলেন, "চুপ করুন মহাশয়! আপনি নিজের কথাই চিন্তা করুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইবেন না মসিয়ে! ব্যাঙ্কের যাহাতে কোন অনিষ্ট না হয়—সে দিকে পুলিশের লক্ষ্য আছে।"

মসিয়ে মারচেণ্ট আর কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। মিঃ লেটম্যান এই সকল ব্যাপার দেখিয়া এতই হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখে কথা সরিতেছিল না! অতঃপর কি কর্ত্তব্য তাহা কেহই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মসিয়ে মারচেণ্ট, আপনি এখন বাহিরে যাইবেন না; আপনার ঘরে আপনাকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। ইহার উপর জেল্‌স্ এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের শুভাশুভ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।"

মসিয়ে মারচেণ্ট বলিলেন, "আপনার অনুরোধ রক্ষায় আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমি এখানে লুকাইয়া থাকিলেই কি আপনি ব্যাঙ্কের চুরি নিবারণ করিতে পারিবেন? প্লুমার কিরূপ চতুর ও দুর্দ্দান্ত দস্যু তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; তাহার সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া সহজ নয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, অত্যন্ত কঠিন তাহা আমারও জানা আছে; কিন্তু আপনি আমার কথায় নির্ভর করিতে পারেন। আর একটা কথা, মিঃ লেটম্যান! আপনি আজ নৈশভোজনের সময় আমাদের জন্য একখানি টেবিল 'রিজার্ভ' করিয়া রাখিবেন। আমি ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও আমার সহকারী স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই টেবিলে ভোজন করিব। আপনি এই সকল গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। আমরা কিছু জানিতে পারিয়াছি—এ ভাব যেন আপনার কথার বা ব্যবহারে প্রকাশ না হয়; যেন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই—এই রকম ভাব প্রকাশ করিবেন।"

ম্যানেজার বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা করিব। আপনারা রাত্রে কোন্ সময় আহার করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাত্রি আটটার সময়।"

মিঃ ব্লেক আর কোন কথা না বলিয়া উঠিলেন, এবং ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও স্মিথকে তাঁহার অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহারা হোটেল

হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে নদীতীরস্থ পথে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর লর্গান মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আজ রাত্রে আমরা সকলেই এই হোটেলে খাইব, এরূপ ব্যবস্থা কেন করিলে তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না! আমরা সকলে এখানে খানা পিনা করিব—সেই সুযোগে প্লুমার ব্যাঙ্কে ঢুকিয়া কাজ হাসিল করিয়া যাইবে!—তোমার মতলবখানা কি বল দেখি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি কি অকারণে কখন কোন কাজ করি? তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ প্লুমার আজ সারাদিন যেখানে থাক, আর যাহাই করুক—রাত্রি ভিন্ন ব্যাঙ্কে দন্তস্ফুট করিতে যাইবে না। সম্ভবতঃ সে আজ রাত্রেই তাহার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করিতে যাইবে; কিন্তু সে সেই চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে কি করিবে বুঝিয়াছ? জেম্‌স্‌ থারল্ডের অন্তর্দ্ধান-ঘটিত রহস্যের কোন সমাধান হইয়াছে কি না তাহারই সন্ধান লইবে; কিন্তু এ সন্ধান লইতে হইলে এই হোটেল ভিন্ন অন্য কোথাও তাহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সে যে ভাবেই হউক—নিশ্চয়ই এখানে আসিবে; যতক্ষণ নিজের চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন না হয়—ততক্ষণ সে কাজে হাত দিবে না। সে এখানে আসিয়া দেখিবে —আমরা রহস্যভেদের আশা ত্যাগ করিয়া হতাশ ভাবে হোটেলে বসিয়া খানা খাইতেছি! যেন আমরা পরাস্ত হইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট আছি।

"যদি আমার সঙ্গে বাজি রাখিতে চাও—তাহা হইলে আমি দশ পাউণ্ড বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—আমাদের আহার শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্লুমার ব্যাঙ্কের দিকে যাত্রা করিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "ইহা জানিয়াও তুমি ব্যাঙ্ক অরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে উদ্যত হইয়াছ? আমরা পানাহার শেষ করিয়া ধীরে-সুস্থে ব্যাঙ্কে গিয়া দেখিব প্লুমার ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া চম্পট দিয়াছে।—খাসা ব্যবস্থা!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমার ব্যবস্থার নিন্দা করিও না। ঘুঘু এবার নিশ্চয়ই ফাঁদে পড়িবে; সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও পলাইতে পারিবে না। এ কথা সত্য কি না রাত্রে আসিলেই জানিতে পারিবে; কিন্তু স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিও না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ঘোর সঙ্কটজনক অবস্থা

সেই দিন রাত্রিকালে কস্‌মোপলিটান হোটেলে খানার মজসিল দেখিলে আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের মনে হইত—তাঁহারা হঠাৎ নন্দনকাননে প্রবেশ করিয়া দেবগণের ফলারের ঘটা দেখিতেছেন! কলিকাতার ইংরাজ হোটেল-ওয়ালা ও হোটেলওয়ালীর বড় বড় নামজাদা হোটেলে বিজলি-বাতি ও বিজলি-পাখার নীচে শ্রেণীবদ্ধ সাহেব ও মেম-সাহেবদের নৈশ ভোজন নিরীক্ষণ করিয়া যাঁহারা নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, তাঁহারা লণ্ডনের এই হোটেল কস্‌মোপলিটানের নৈশ ভোজের ধারণা করিতে পারিবেন না। সে এক বৃষোৎসর্গের ব্যাপার! কিন্তু তাহা লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের হোটেল—সেখানে পানানন্দের পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য ভাঁটি উজাড় হইলেও শ্রাদ্ধ গড়াইবার আশঙ্কা নাই। আমাদের দেশের ইতর ছটাকে, মাতালেরা এক ছটাক ধেনো মদে গোঁফ ভিজাইয়া তাহার 'মামার' দোকান হইতে বাহির হয়, এবং খানায় পড়িয়া বমন করিয়া, কুকুরের রসনা-সংস্পর্শে অধরোষ্ঠ পরিমার্জ্জিত করিয়া রাসভ-নিনাদে পল্লী প্রকম্পিত করিতে থাকে; মনে হয়, কি বিড়ম্বনাপূর্ণ ঘৃণিত জীবন! —কিন্তু লণ্ডনের বিলাসী সমাজ বোতলবাহিনী পূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া, পথে আসিয়া কেহ ঝাঁকায় চাপিয়া হাজতে রাত্রি বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ ইংরাজ-বিদ্বেষী অত্যুৎসাহী—বিপ্লববাদীও করিতে পারিবে না!

মিঃ ব্লেক সদলে রাত্রি আটটার সময় কস্‌মোপলিটানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বর্গ (?) গুলজার! লণ্ডনের মাথার মাণিক যাঁহারা, যাঁহাদের বিখ্যাত নাম প্রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে পাঠ করা যায়, যাঁহারা সুবিশাল

বৃটীশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার—তাঁহাদের অনেককেই তিনি সেখানে উপস্থিত দেখিলেন। তাঁহারাও মুখ বদ্‌লাইবার জন্য হোটেলের শরণাপন্ন হন! মিঃ ব্লেক সেই সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ-সিংহ ও তাঁহাদের আনন্দস্বরূপিনী সিংহবাহিনীদের মধ্যে বৃটীশ মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, ইংলণ্ডের একখানি সুপ্রসিদ্ধ ও প্রভুত শক্তিশালী দৈনিকের প্রধান সম্পাদক, একজন বিখ্যাত অভিনেতা—(যিনি রাজার জন্মতিথি-উৎসবে 'নাইট' হইবেন বলিয়া আশা পাইয়াছিলেন) এবং একটি ইউরোপ-প্রসিদ্ধা প্রৌঢ়া অভিনেত্রীকে ভোজের মজলিসে উপস্থিত দেখিলেন। তিনি এই বর্ষীয়সী ধনাঢ্যা অভিনেত্রীর সঙ্গে একটি অতি উজ্জ্বলকান্তি রূপবান ইংরাজ যুবককে দেখিয়া তাহার পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর লর্গান সৌভাগ্যক্রমে এই যুবককে চিনিতেন; তিনি বলিলেন, "এই বালকটি প্রৌঢ়া অভিনেত্রীর তৃতীয় সংসার! অভিনেত্রী মহোদয়া বলেন, কোন সুরসিক তরুণ যুবক প্রেমের ক্ষুধায় বুভুক্ষিত হইয়া অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সুবর্ণময় শূন্য পানপাত্র হাতে লইয়া সম্মুখে না দাঁড়াইলে নারীজন্মটাই ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়! স্বার্থপর হইয়া নিজের জন্যই কৃপণের মত সবটুকু প্রেম সঞ্চয় করিয়া রাখিব—কাহাকেও কিছু দিব না,—ইহা বিশ্বমানবের ধর্ম্মবহির্ভূত, নারীর ধর্ম্ম ত নয়ই!—এই মত সমাজে প্রচলিত করিবার জন্য, সমাজের হিতার্থে উনি আজ একমাস হইল আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ঐ তেইশ বৎসর বয়স্ক যুবকটিকে বিবাহ করিয়াছেন! বিবাহ-সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। যুবকটি একটী সুন্দরী তরুণীর প্রণয় লাভ করিয়া তাহাকেই পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ছিল; তাহার পর থিয়েটার দেখিয়া যুবক এই অভিনেত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। অভিনেত্রীর বিস্তর টাকা, সুতরাং পূর্ব্বপ্রেম চাপা দিয়া প্রবীণার স্বামীগিরিতে ভর্ত্তি হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "দুটি গিয়াছে, এটি বছর কতক বাঁচিতে পারিলে মন্দ হয় না! এখন কে কোন দিকে বসে দেখ। আমাদের টেবিল ত ভাড়া করাই আছে; পরে বসিলেই চলিবে।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, এক এক টেবিলে এক এক দল বসিয়া গিয়াছে।

"যে যার মনে লেগেছে যেমন"—এক টেবিলে পাশাপাশি বসিয়া গেল। কোন টেবিলে বেশী লোক, কোন টেবিলে কম। সকল টেবিলই সুসজ্জিত। সকল টেবিল হইতেই মৃদুহাস্য ও গল্পের গুঞ্জন উত্থিত হইয়া বিলাসবিহ্বল হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিতেছিল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন একজন লোক কোন দলে না মিসিয়া দ্বারপ্রান্তে একখানি টেবিল লইয়া খাইতে বসিয়া গিয়াছে। এরূপ 'একঘরে' লোকের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; অনেকে তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল,—কিন্তু লোকটির কোনও বিষয়ে সঙ্কোচ ছিল না। সে রাত্রি আটটার পূর্ব্বেই হোটেলে আসিয়া সেই স্থানটি অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

লোকটির বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক নয়। তাহাকে দেখিলে জর্ম্মান বা অষ্ট্রিয়ান যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বলিয়াই মনে হইত। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ উচ্চ শ্রেণীর ধনাঢ্য লোকের পোষাক পরিচ্ছদেরই অনুরূপ; সুরুচির পরিচায়ক। লোকটি সেই স্থানে বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছিল; কে হোটেলে আসিল, কে বাহির হইয়া গেল, সেই দিকেই যেন তাহার লক্ষ্য ছিল। মিঃ ব্লেক আটটার সময় ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া হোটেলে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে যে ছদ্মবেশী প্লুমার, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা তাঁহার চোখ মুখের ভাব দেখিয়া অনুমান করা অসম্ভব; তিনি ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বা স্মিথকে তাহার সম্বন্ধে তখন পর্য্যন্ত কোন কথা বলেন নাই।

মিঃ ব্লেককে সদলে হোটেলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্লুমার বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে তাহার মানসিক চাঞ্চল্য দমন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মনের ভিতর কিরূপ ঝটিকা বহিতেছিল—তাহা সে কাহাকেও বুঝিতে দেয় নাই। প্রথম হইতেই প্লুমার মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয়ের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিল।

প্লুমার যেখানে আহার করিতে বসিয়াছিল, তাহার কয়েক হাত দূরে একখানি খালি টেবিল দেখিয়া মিঃ ব্লেক সদলে সেই টেবিলেই আহার করিতে

বসিলেন। প্লুমার ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও স্মিথকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিয়া অনুমান করিল জেস্ থ্যারন্ডের নিরুদ্দেশ-রহস্য ভেদে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মিঃ ব্লেকের মুখেও উৎসাহ বা আনন্দের কোন চিহ্ন ছিল না; সুতরাং সে কতকটা নিশ্চিন্ত ভাবেই আহার করিতে লাগিল। তাহার পকেটে তখনও জেরুস্ এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডার ও সিন্দুকের অপহৃত চাবি দুইটি ছিল। সে ভাবিল, "উহারা কাল্পনিক আমেরিকানটার নিরুদ্দেশ রহস্য ভেদের জন্য লণ্ডন তোলপাড় করিতে থাকুক, আমি এই সুযোগে আজ রাত্রেই ব্যাঙ্কের সিন্দুক খুলিয়া ব্যাঙ্কনোটগুলি নির্ব্বিঘ্নে হস্তগত করিব; তাহার পর আর আমাকে ধরে কে?"

প্লুমার আড় চোখে চাহিয়া দেখিল তাহার শত্রুরা অত্যন্ত গম্ভীর ও অপ্রসন্ন ভাবে আহার করিতেছেন—যেন তাঁহাদের আহারে রুচি নাই; তাঁহাদের মন যেন কি গভীর দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত!

প্লুমার আহার শেষ করিয়া এক গ্লাস মদ সম্মুখে রাখিয়া ধূমপান করিতেছে, আর কি ভাবিতেছে—এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার মিঃ লেটম্যান মিঃ ব্লেকের টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্নস্বরে তাঁহাকে কি বলিলেন; তাহার উত্তরে মিঃ ব্লেক নিরুৎসাহ ভাবে মাথা নাড়িলেন।

প্লুমার ইহা দেখিল বটে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না; আর সেখানে অপেক্ষা করা অনুচিত ভাবিয়া হোটেলের বিল চুকাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। তখন রাত্রি নয়টা। প্লুমার মনে করিল সে কৌশলে মিঃ ব্লেক ও ও ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের চোখে ধূলা দিয়াছে, তাঁহারা উভয়েই, এমন কি, স্মিথ পর্য্যন্ত হোটেলে খাইতে বসিয়াছেন, তখন আর তাহার ভয় কি? ব্যাঙ্ক লুঠ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হইবে।—আনন্দে ও উৎসাহে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল!

মিঃ ব্লেক সেই জর্ম্মান অথবা অষ্ট্রীয়ান ভদ্র লোকটিকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন; তাঁহার তখনকার মনের ভাব বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে এইরূপ দাঁড়ায়,—

"বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ !"

অবশেষে তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে বলিলেন, "লর্গান, কিছু বুঝিতে পারিলে ?"

লর্গান বলিল, "কি বুঝিব ? তুমি না বলিলে তোমার ফন্দি-ফিকির আমি বুঝিতে পারি না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি বলিতেছিলাম – ঐ লোকটার কথা। ও প্লুমার ভিন্ন অন্য কেহ নয় ! আহারের পর প্লুমার ধূমপান করিতেছিল—কিন্তু এখানেও তাহার চিরপ্রিয় লারাঙ্গা চুরুট ছাড়িতে পারে নাই !"

ইন্‌স্পেক্টর তৎক্ষণাৎ ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ ! একথা এতক্ষণ বলিতে হয় ! ও নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল, আর তুমি নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া জল্পনা-কল্পনা করিতেছ ? এখনও অধিকদূর যায় নাই ; বোধ হয় এখনও উহার অনুসরণ করা অসম্ভব হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা যে ছদ্মবেশী প্লুমার, ইহার আরও একটা প্রমাণ পাইয়াছি ; উহার কোটের বাঁ হাতের আস্তিনে চর্ব্বি-মিশ্রিত রং লাগিয়া ছিল। ছদ্মবেশ ধারণের সময় ঐ রং ব্যবহৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, লোকটা যদি সত্যই প্লুমার হয়, আর আজ রাত্রে ব্যাঙ্ক লুঠ করিতে যায়—তাহা হইলে তাহাকে ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে না ! সে যাহা কখন কল্পনা করে নাই, তাহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তুমি এখনো আহার শেষ করিতে পারিলে না, অথচ আমাকেও যাইতে দিতেছ না ! আবার বলা হইতেছে, সে ব্যাঙ্ক হইতে পলাইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে কি তোমার অনুচরেরা গোপনে ব্যাঙ্ক রক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছে ? বাহাদুরীটা একাই লইবে মনে করিয়াছ ? তুমিই ত বলিতে প্লুমারের গ্রেপ্তারের ভার আর কাহারও উপর বিশ্বাস করিয়া দেওয়া যায় না !"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি একটি বিশ্বস্ত অনুচরের হাতে

তাহার গ্রেপ্তারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। তুমি তাহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে—সে একাই প্লুমারের মত দুঃসাহসী সুচতুর বলবান দস্যুকে বন্দী করিয়াছে। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছ না? কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে স্ফূর্ত্তিকর লর্গান! তোমার কোন চিন্তা নাই। আমরা এখানে ধূমপান করিয়া ঘণ্টা-খানেক বিশ্রামের পর ধীরে সুস্থে ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইলেও কোন ক্ষতি নাই। আরও ঘণ্টাখানেক পরে আমরা ব্যাঙ্কে গিয়া দেখিব, প্লুমার—যদি সত্যই সেখানে গিয়া থাকে—আমার অনুচরের কবলে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যদি আমরা এত আগে সেখানে যাই—তাহা হইলে শিকার ভয় পাইয়া ভাগ্ড়া হইতে পারে। তুমি হাতকড়া জোড়াটা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ ত?"

ইন্স্পেক্টার অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "হাতকড়া আমার সঙ্গেই আছে; কিন্তু তুমি কি যেন একটা কথা আমার কাছে গোপন করিতেছ! এরূপ লুকোচুরির কি দরকার হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার গৌরবের প্রার্থী নহি, তবু আমাকে অবিশ্বাস?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার এক-আধটু বদ্খেয়াল আছে, তা কি তুমি জান না? প্লুমার যদি ধরা পড়ে তাহা হইলে সে বাহাদুরী তুমিই ষোল আনা ভোগ করিও; আমি সে গৌরবের অংশ চাহি না। তবে আমার সেই নূতন সহকারী ভিন্ন আর কেহ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না, এ কথাও খুব ঠিক। আজ রাত্রেই আমি আমার সেই সহকারীর সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিব।"

স্মিথ আহার করিতে করিতে নিঃশব্দে সকল কথা শুনিতেছিল; এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন কথা বলা প্রয়োজন মনে করে নাই। এইবার সে কথা কহিল, বলিল, "কর্ত্তা! আপনার মুখে যে নূতন কথা শুনিতেছি! আপনি আবার নূতন একটি সহকারী কোথা হইতে জুটাইলেন? আমাদের চেয়েও সে আপনার অধিক বিশ্বাসের পাত্র?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "সে জন্য তোমার অভিমান করিবার কারণ নাই স্মিথ! তুমি তাহার পরিচয় পাইলে সত্যই ভারি খুসী হইবে। তোমাকে

স্বীকার করিতে হইবে তোমার অপেক্ষা তাহার হাতের কব্জির জোর অনেক বেশী, সে যাহাকে একবার ধরে তাহাকে ছাড়ে না। ভয়ঙ্কর একগুঁয়ে!”

স্মিথ তাঁহার কথা শুনিয়া খুসী হইতে পারিল না। আহার শেষ করিয়া তাঁহারা ভোজন টেবিল হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিলেন।

* * *

গোল্ডেন ক্রশ কোর্টের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধশ্রেণী সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সেই নিশীথ কালে যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন! কোন্ দিকে জন মানবের সাড়া-শব্দ নাই। কেবল রাস্তার ধারে আলোকস্তম্ভ-শিরে উজ্জল বাতিগুলি স্থিরভাবে জ্বলিয়া নিদ্রিত নগরীর পাহারায় নিযুক্ত ছিল। একটা ঘড়ি টং টং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। রাত্রি এগারটার সময় লণ্ডনের অন্যান্য অংশে জন-সমাগমের অভাব না হইলেও আফিস অঞ্চলে তত রাত্রে পথিকগণের গতিবিধি ছিল না। জেল্‌স এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্ক এক পাশে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। মিঃ জেল্‌স আজ নিশ্চিন্ত, তিনি ব্যাঙ্কে পাহারার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই; কারণ তিনি জানিতেন প্যারিসের সিন্দুকনির্ম্মাতা মসিয়ে মারচেণ্ট তাঁহার ধনাগার ও সিন্দুকের যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন তাহার উপর তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন; কোন দস্যু তস্করের সাধ্য নাই—ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়া আর তাঁহার ক্ষতি করে।

ব্যাঙ্কের প্রায় দুইশত গজ দূরে একজন পাহারাওয়ালা একটা আলোকস্তম্ভে ঠেস দিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল! সেই সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, দুই এক বিন্দু বৃষ্টিও তাহার টুপির উপর পড়িতেছিল; তথাপি তাহার চক্ষু খুলিতে কষ্ট হইতেছিল! একটা কাল বিড়াল অদূরবর্ত্তী একটি অট্টালিকার রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মিউ মিউ শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছিল; ইহা ভিন্ন কোন দিকে অন্য কোন শব্দ ছিল না।

মেসার্স জেল্‌স এণ্ড হ্যারিসের ব্যাঙ্কের দ্বার সন্ধ্যার সময় রুদ্ধ হইয়াছিল; তথাপি তখন একজন লোক ব্যাঙ্কের পাশ-দরজার সম্মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া, বিজলি

বাতির আলোক-সম্পাতে দ্বারের চাবির ঘর খুঁজিয়া দেখিতেছিল। এই লোকটি কস্‌মোপলিটান হোটেলে ভোজনরত পূর্ব্বোক্ত জার্ম্মানের ছদ্মবেশধারী প্লুমার—একথা বলাই বাহুল্য!

প্লুমার দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; তাহার পর ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া ব্যাঙ্কের সুপ্রশস্ত হলঘরে উপস্থিত হইল। সেই ঘরের একপ্রান্তে সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে একটি চোর-কুঠুরীর দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। এই চোর-কুঠুরীর ভিতর ব্যাঙ্কের নূতন ধনভাণ্ডার; ধনভাণ্ডারের লৌহদ্বার মসিয়ে মারচেণ্ট কর্ত্তৃক নবভাবে নির্ম্মিত।

সিঁড়ির নীচেই চোর-কুঠুরীর দ্বার; সেই দ্বার চাবিবন্ধ ছিল। এই দ্বারটি না খুলিয়া ধনভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপায় ছিল না। প্লুমারের নিকট এই দ্বারের চাবি না থাকিলেও সে অসুবিধায় পড়িল না। তাহার নিকট 'সবখোল' চাবি ছিল; তাহারই সাহায্যে সে সেই দ্বার খুলিয়া কোষাগারের সম্মুখে উপস্থিত হইল!

সেই দ্বার হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্লুমার দেখিল কোষাগারের সুদৃঢ় লৌহদ্বার রুদ্ধ! বলে বা কৌশলে সেই দ্বার খুলিবার বা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু সে সেই দ্বার খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াই ব্যাঙ্কে আসিয়াছিল। সে মসিয়ে মারচেণ্টের পকেট হইতে যে চাবি দুইটি লুঠ করিয়া আনিয়াছিল, তাহা সে কোটের পকেট হইতে বাহির করিল। তাহারই একটি চাবি লাগাইয়া সে কোষাগারের দুর্ভেদ্য লৌহদ্বার খুলিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে কোষাগারের মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ নূতন লোহার সিন্দুক তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। প্লুমার দেখিল সিন্দুকের কিয়দংশ কোষাগারের প্রাচীরে প্রোথিত। এই সিন্দুক যে দস্যু তস্করের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত, প্লুমার ইহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল; কিন্তু সেই সিন্দুকের দ্বিতীয় চাবিও সে হস্তগত করিয়াছিল, সুতরাং তাহার হতাশ হইবার কারণ ছিল না।

আনন্দে, লোভে প্লুমারের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল, সিন্দুকের চাবি তাহার কাছে থাকিলেও তাহা খুলিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে;

কিন্তু সে জন্য তাহার দুশ্চিন্তা ছিল না। মিঃ জেল্‌স ধনাগার পাহারা দেওয়ার জন্য রক্ষী নিযুক্ত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর লর্গান যদি সন্দেহক্রমে আসিয়া নিকটে কোথাও লুকাইয়া থাকেন—এ আশঙ্কাও তাহার মনে স্থান পাইল না; কারণ তাঁহারা কস্‌মোপলিটান হোটেলে ভোজন করিতে গিয়াছেন—ইহা সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। এই সিন্দুক খুলিয়া টাকা লুঠ করা যে দস্যু তস্করগণের অসাধ্য, এ বিষয়ে তাঁহারাও নিঃসন্দেহ, ইহাই প্লুমারের ধারণা হইল। তাহার একটা ভয় ছিল—সে মসিয়ে মারচেণ্টকে বাঁধিয়া লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। হোটেলের ম্যানেজার যদি তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত, তাহা হইলে মারচেণ্ট সকল কথা প্রকাশ করিতেন, ব্যাঙ্কের চাবি-লুঠের কথাও প্রকাশ হইয়া পড়িত; কিন্তু মসিয়ে মারচেণ্ট তখন পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ! প্লুমার তাঁহার ছদ্মবেশে হোটেল ত্যাগ করায়, তিনি যে হোটেলেই আছেন-এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইবার সম্ভাবনা নাই। সে নির্ব্বিঘ্নে সঙ্কল্পসিদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নিরাপদে ব্যাঙ্ক ত্যাগ করিতে পারিবে, ইহাই তাহার বিশ্বাস হইল।

প্লুমার সিন্দুকের চাবি হাতে লইয়া সিন্দুকের ডালার দিকে চাহিল, দেখিল ডালায় লিভার-বিশিষ্ট পিত্তলনির্ম্মিত দুইটি বৃহৎ হাতল গোল (brass lever-handles) রহিয়াছে! সে বহুদর্শী দস্যু; ব্যবসায়ের অনুরোধে তাহাকে রাত্রি-কালে গোপনে অনেক সিন্দুক খুলিতে হইয়াছে! সে জানিত এই শ্রেণীর সিন্দুক খুলিতে হইলে প্রথমে চাবি দিয়া ডালা খুলিয়া, দুই হাতে হাতল দুইটি ধরিয়া এক সঙ্গে ঘুরাইতে হয়। এই হাতল দুইটি এক সঙ্গে না ঘুরাইলে চাবির দাঁত কলের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘুরিবে বটে, কিন্তু সিন্দুক খুলিবে না!

প্লুমার সিন্দুকের কলের ভিতর তাহার সংগৃহীত চাবি পুরিয়া দিয়া অল্প জোর দিতেই খট্ করিয়া শব্দ হইল এবং চাবি ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু সিন্দুকের ডালা খুলিল না! তখন সে চাবিটা কল্ হইতে টানিয়া বাহির না করিয়াই, দুই হাতে পিত্তল-নির্ম্মিত সেই হাতল দুইটি দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া তাহা ঘুরাইতে উদ্যত হইবে, এমন সময় সে হঠাৎ অত্যন্ত কাতরভাবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! তাহার

হাত দুইটি যেন তখনই বাহুমূল হইতে ছিঁড়িয়া পড়িবে—এইরূপ ভীষণ যন্ত্রণা সে অনুভব করিতে লাগিল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন প্রচণ্ড বেগে তড়িত-প্রবাহ প্রবেশ করিতে লাগিল; সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সে সেইখানে আছাড় খাইয়া পড়িবে, কিন্তু সে পড়িল না। হাতল হইতে হাত দু'খানি ছাড়াইয়া লইবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিল; কিন্তু লোহার শিকল দিয়া হাত বাঁধা থাকিলে যে অবস্থা হয়—তাহার হাত দু'খানির অবস্থাও সেইরূপ হইল; হাতল হইতে হাত ছাড়াইয়া লইতে পারিল না। কম্‌লী ছোড়্‌তা নেহি!—অসহ্য যন্ত্রণায় প্লুমার ষাঁড়ের মত চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্মের এরূপ স্রোত বহিল যে, তাহার মুখের রঙ্গ গলিয়া টস্‌টস্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; তাহার পরিচ্ছদ ঘামে ভিজিয়া গেল, যেন সে স্নান করিয়া উঠিয়াছে! তাহার এতই যন্ত্রণা হইতে লাগিল যে, তাহার চিৎকার শুনিয়া কেহ সেখানে আসিয়া পড়িবে ও তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে—এ আশঙ্কা তাহার মনে স্থান পাইল না। সেই দুঃসহ যন্ত্রণা অপেক্ষা চিরজীবন কারাদণ্ডও তাহার প্রার্থনীয় মনে হইল।

ইহাই মিঃ ব্লেকের নূতন অনুচর! যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই বিদ্যুৎ-প্রবাহ তাহার দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাকে জীবন্মৃত ও অবসন্ন করিয়া তুলিল। তাহার মস্তক পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িল, এবং পদদ্বয় দেহের ভার বহনে অসমর্থ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু সরিবার বা নড়িবার উপায় নাই। হাতল ভিতর হইতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্লুমারের হাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া যেন তাহার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিতে লাগিল, এবং তাহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শিথিল হইয়া আসিল! কি ভীষণ ফাঁদ! প্লুমারের সেই যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

প্লুমারের যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্ত্তেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া অকথ্য ভাষায় মিঃ ব্লেককে গালি দিতে লাগিল; কারণ তিনিই যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এই ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারিল, তাহাকে প্রতারিত

করিয়া ফাঁদে ফেলিবার জন্যই তিনি নৈশ ভোজনের ছলে কস্‌মোপলিটান হোটেলে গিয়া তাহাকে দেখা দিয়াছিলেন; সে তাঁহার চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া চুরি করিতে আসিয়া ফাঁদে ধরা দিয়াছে। নিজের বুদ্ধিকে সে সহস্রবার ধিক্কার দিল। প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তির বিরুদ্ধে তাহার কোন চেষ্টাই সফল হইল না। এ ত মানুষ নয় যে, বলে বা কৌশলে তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবে! অবশেষে তাহার হাত দুইখানি হাতলে ঝুলিতে লাগিল, তাহার অবসন্ন অসাড় দেহ সেই কক্ষের মেঝের উপর কাত হইয়া পড়িল। তাহার সংজ্ঞা-লোপের উপক্রম হইল। শতবার সে মৃত্যু-কামনা করিল, কিন্তু তাহার সেই কামনা পূর্ণ হইল না। তাহার মনে হইল—তাহার ধমনীর শোণিত-স্রোত বিদ্যুৎ-প্রবাহে উত্তপ্ত হইয়া তরল অনলে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই অগ্নি তাহার শিরা-উপশিরা দিয়া সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। যেন দেহের সকল অংশ হইতে অনল-স্রোত প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিতেছে! সেই বেগ ও উত্তাপ সহ্য করা মানবীয় স্নায়ুর অসাধ্য।

প্লুমারের মনে হইল—সে দস্যুবৃত্তি করিতে গিয়া জীবনে বহুবার বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহাদের সুখ ও শান্তি পদদলিত করিয়াছে, অনেকের জীবন ব্যর্থ ও বিড়ম্বনা-পূর্ণ করিয়াছে; তাহাদের সকলের দুঃখ কষ্ট, ক্ষোভ ও যন্ত্রণা, তাহাদের হতাশ হৃদয়ের সম্মিলিত মর্ম্মভেদী আক্ষেপ দারুণ অভিসম্পাতের আকার ধারণ করিয়া আজ তাহাকে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছে! বিধাতার ক্রোধ অব্যর্থ বজ্রের ন্যায় তাহার দেহ নিষ্পেষিত করিতেছে।

রাত্রি সাড়ে এগারটার ঘণ্টা বাজিল; কিন্তু প্লুমারের মনে হইল সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সেখানে যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! এক এক মিনিট তাহার নিকট এক এক ঘণ্টার মতই দীর্ঘ বোধ হইতেছিল। সে বিকৃত স্বরে বলিল, "কোথায় আছ, রবার্ট ব্লেক! তুমি আসিয়া আমাকে এই বন্ধন হইতে মুক্ত কর। আমার অহঙ্কার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। তুমি আমাকে লইয়া গিয়া

জেলখানার ঘানিতে জুড়িয়া দাও, বাবা! আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল ঘানি টানিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছে। ওগো! বাহিরে তোমরা কে কোথায় আছ,—শীঘ্র আসিয়া আমাকে উদ্ধার কর; আমার প্রাণ-রক্ষা কর। আমি চুরি করিতে আসিয়া ভয়ানক ফাঁদে পড়িয়াছি, এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না! যে কেহ আমার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাও দয়া করিয়া এস।"

তাহার আর্ত্তনাদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চোর-কুঠুরীর দ্বার খুলিয়া গেল। প্লুমার চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখিতেছিল; সে অতিকষ্টে চক্ষু মেলিয়া দেখিল বিজলি-বাতি হস্তে মিঃ ব্লেক কোষাগারে প্রবেশ করিতেছেন; তাঁহার পশ্চাতে ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও স্মিথ। তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র প্লুমার ব্যাকুল কণ্ঠে জড়িত স্বরে বলিয়া উঠিল, "রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও, আমি মরিলাম!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আরে! এযে কস্‌মোপলিটান হোটেলের সেই জর্ম্মান না অষ্ট্রীয়ান বড় মানুষটিকে দেখিতেছি! মহাশয় কি পথ ভুলিয়া ভোজনের পর এই ব্যাঙ্কের ভিতর নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে আসিয়াছেন?"

প্লুমার অধীর ভাবে বলিল, "আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না ব্লেক! আমার খুব শিক্ষা হইয়াছে। আমি জর্ম্মান বা অষ্ট্রীয়ান নহি—আমি তোমার পুরাতন শত্রু প্লুমার। এই সর্ব্বনেশে হাতল হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। আমি মরিলাম!"

মিঃ ব্লেক বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, "তুমি প্লুমার কি আশ্চর্য্য! আমি ঘুঘু ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিলাম, কে জানিত যে এত বড় শিকার এই ফাঁদে পড়িবে! কেমন লর্গান, আমি কি বলি নাই, আমার নূতন সহকারীর শক্তি অসাধারণ, কোনও দস্যু তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না?—যাহা হউক, উহার হাত দু'খানার ব্যবধান অধিক নহে, হাতকড়া জোড়াটা বাহির করিয়া উভয় হাতে আঁটিয়া দাও; কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই দস্তানা জোড়াটা পরিয়া লও।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে রবারনির্ম্মিত একজোড়া পুরু দস্তানা বাহির করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর তাহা উভয় হস্তে পরিধান করিলেন। প্লুমার তখনও সিন্দুকের সাংঘাতিক হাতলে আবদ্ধ হইয়া, মেঝের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া হতাশ ভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছিল! তাহার সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও স্মিথ তাহার কাছে যাইতে সাহস করিল না। ইন্‌স্পেক্টর লর্গান হাতে রবারের দস্তানা পরিয়া প্লুমারের দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একটি হাতকড়া আঁটিয়া দিলেন; কিন্তু তাহার অন্য হাতখানি সিন্দুকের হাতলে আঁটিয়া থাকায় হাতকড়ার অপর অংশ তাহার বামহস্তে আটিয়া দেওয়া সম্ভব হইল না, কারণ উভয় হাতলের ব্যবধান নিতান্ত অল্প ছিল না।

অতঃপর ইন্‌স্পেক্টর লর্গান প্লুমারের পাশে দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি।"—তাঁহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক সিন্দুকের অন্য পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, এবং সিন্দুকের মাথার কাছে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার ভাটা লক্ষ্য করিয়া হাত বাড়াইলেন; তিনি সেই গোলকটির উপর অঙ্গুলীর একটি ধাক্কা দিতেই প্লুমারের উভয় হস্ত সিন্দুকের হাতল হইতে খুলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে সিন্দুকের সম্মুখে মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িল! সেই সুযোগে ইন্‌স্পেক্টর লর্গান তাহার বাঁ হাতে হাতকড়ার দ্বিতীয় অংশটা আঁটিয়া দিলেন; তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ব্লেক, তোমার ব্যবস্থার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না! তুমি অতি চমৎকার ফন্দী খাটাইয়া এই শয়তানকে গ্রেপ্তার করিয়াছ। এজন্য তোমাকে শত শত ধন্যবাদ। আমরা এখন কিছু দিনের মত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এই নরপিশাচ তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলিতে গিয়া ইহার কলখানা নষ্ট করিয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। মিঃ জেল্‌স একটা জরুরি কাজের জন্য আজ ইংলণ্ডের উত্তরাংশে চলিয়া গিয়াছেন; কাল তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া যদি দেখিতে পান তাঁহার সিন্দুকের কল খারাপ হইয়া গিয়াছে—তাহা হইলে সেজন্য আমাকেই দায়ী করিবেন।"

মিঃ ব্লেক সিন্দুকের হাতল দুইটি দুই হাতে ধরিয়া এক সঙ্গে ঘুরাইলেন; মুহূর্ত্তমধ্যে খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সিন্দুকের ডালা খুলিয়া গেল। মিঃ ব্লেক তখন সেই খোলা সিন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগ দেখিতে লাগিলেন। প্রকাণ্ড সিন্দুক; তাহার ভিতরটা যেন একটি ছোট-খাট কুঠুরী! তাহার ভিতর কয়েকটি সেল্ফ, 'কাবোর্ড' (Cupboards), দলিলাদি রাখিবার উপযোগী ছোট ছোট 'খোপ' (Pigeon holes) প্রভৃতি থাকিলেও—যে পরিমাণ ফাঁকা যায়গা ছিল, তাহার পরিসরও অল্প নহে; দুই তিনজন লোক অনায়াসে তাহার ভিতর বসিয়া থাকিতে পারিত! সিন্দুকের ডালার যে অংশ ভিতরে ছিল তাহা অত্যন্ত মসৃণ।

মিঃ ব্লেক সিন্দুকের গঠন-পারিপাট্যে ও নির্ম্মাণ-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "কি চমৎকার ইহার শিল্পনৈপুণ্য! যেরূপ পুরু ইস্পাতের পাত দিয়া এই সিন্দুক নির্ম্মিত হইয়াছে তেমন পুরু পাত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।"—তিনি সিন্দুকের চাবিটি কল হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতে লাগিলেন।

ইন্স্পেক্টর লর্গান ও স্মিথ একটু দূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সিন্দুক দেখিতেছিলেন; সুতরাং প্লুমারের উপর তখন তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। প্লুমার তখন মেঝের উপর পড়িয়া ছিল, কিন্তু সে ক্রমে সাম্‌লাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার যন্ত্রণা, কষ্ট, আতঙ্ক ও বিহ্বলতা দূর হইয়াছিল। সে তাহার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ক্ষুব্ধ ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল; এবং মিঃ ব্লেকই তাহার সর্ব্বনাশের মূল, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ ও ঘৃণায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল। সে কট্‌মট্ করিয়া মিঃ ব্লেকের দিকে চাহিতে লাগিল; তাহার পর নিদারুণ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া সে চক্ষুর নিমেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেকের পিঠে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল! মিঃ ব্লেক সতর্ক ছিলেন না, সেই ধাক্কায় তিনি হুমড়ি খাইয়া সিন্দুকের ভিতর পড়িলেন; আর সেই মুহূর্ত্তেই প্লুমার সিন্দুকের ডালা ঠেলিয়া দিল। সিন্দুকের নির্ম্মাণ-কৌশল এরূপ আশ্চর্য্য যে, সেই ডালা ঠেলিয়া দিতেই আপনা হইতেই সিন্দুক বন্ধ হইয়া গেল!

মুহূর্ত্তমধ্যে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও স্মিথ প্রায় এক সঙ্গেই প্লুমারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহার ঘাড় ধরিলেন; এবং তাহাকে মেঝের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিয়া রোষ-কষায়িত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্লুমার চিৎ হইয়া পড়িয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল,—সে যেন উন্মাদের হাসি! কিন্তু স্মিথ তাহা লক্ষ্য না করিয়া, সিন্দুকের হাতল দুইটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখে টানিতে লাগিল; কিছুতেই সিন্দুকের ডালা খুলিল না। স্মিথ বা ইন্‌স্পেক্টর লর্গান জানিতেন না যে, সিন্দুকের ডালা ফেলিয়া দিলে তাহা বন্ধ করিবার জন্য চাবির দরকার হয় না। হাতল দুইটি আপনা হইতে ঘুরিয়া সিন্দুক বন্দ করিয়া থাকে। কেবল খুলিবার সময় হাতল ঘুরাইয়া চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিতে হয়।

স্মিথ সবলে হাতল দুটি ঘুরাইল, কিন্তু তথাপি সিন্দুক খুলিল না! তখন সে চিৎকার করিয়া বলিল, "চাবি! সিন্দুকের চাবি কোথায়?"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বৃত্ত প্লুমার হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "চাবি ব্লেকের হাতে আছে। উহার অন্য চাবি ব্যাঙ্কের মালিক জেল্‌সের কাছে। জেল্‌স ত, শুনিয়াছি জরুরি কাজে উত্তর ইংলণ্ডে গিয়াছে; কাল আসিতে পারে, না-ও আসিতে পারে। সে ফিরিয়া আসিয়া যখন সিন্দুক খুলিবে—তখন দেখিতে পাইবে ব্লেক সিন্দুকের মধ্যে দম্‌-বন্ধ হইয়া মরিয়া রহিয়াছে! হা, হা, কি মজা! আমি ত গিয়াছিই, আমি যে আমার মহাশত্রু-নিপাত করিতে পারিলাম, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমি এখন হাসিতে হাসিতে জেলে গিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গেই ঘানি টানিতে পারিব। আমার শেষ আশা পূর্ণ হইয়াছে। আজ আমি বড় সুখী—হা হা!"

স্মিথ ক্ষোভে দুঃখে নৈরাশ্যে ও ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্লুমারের গালে প্রচণ্ড বেগে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "চুপ কর রাস্কেল! আমি তোকে এইখানেই খুন করিয়া ফেলিব।"—সে পুনর্ব্বার তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে ইন্‌স্পেক্টর লর্গান স্মিথের হাত ধরিয়া তাহাকে একটু দূরে টানিয়া

লইয়া গিয়া বলিলেন, "এই শয়তান তাহার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি বিচারালয়েই পাইবে ; তুমি স্থির হও স্মিথ ! শৃঙ্খলাবদ্ধ শত্রুকে প্রহার করা কাপুরুষের কাজ। ব্লেকের বিপদে আমি তোমার অপেক্ষা অল্প কাতর হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না। সিন্দুকের ভিতর যথেষ্ট স্থান আছে—এবং যে পরিমাণ বাতাস আছে—তাহাতে হঠাৎ তাঁহার শ্বাসরোধের আশঙ্কা নাই ; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার মুক্তি দানের ব্যবস্থা করা দরকার।—এরূপ বিপদে অধীর হইয়া লাভ নাই।"

প্লুমার আর কোন কথা না বলিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তদ্বয় মুখের কাছে আনিয়া মুখে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, মিঃ ব্লেককে সিন্দুকে পুরিয়া কেবল যে তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে—ইহাই নহে ; মিঃ ব্লেকের ন্যায় দুর্দ্দান্ত শত্রু যদি সিন্দুকের ভিতর পঞ্চত্ব লাভ করে--তাহা হইলে কারাগারে আবদ্ধ হইলেও তাহার উদ্ধার লাভের উপায় হইতে পারে। ব্লেকের মৃত্যু হইলে ভবিষ্যতে সে নিষ্কণ্টক !

স্মিথ ভগ্ন স্বরে বলিল, "কিন্তু কি উপায়ে প্রভুকে সিন্দুক হইতে মুক্ত করিব তাহা ত স্থির করিতে পারিতেছি না। মিঃ জেল্‌স্‌ উত্তর ইংলণ্ডের কোন নগরে গিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলে আমি এই মুহূর্ত্তেই মোটর লইয়া তাঁহার কাছে ছুটিতাম।"

প্লুমার গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তাহার পর চাবি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখিতে—তোমার মনিব সিন্দুকের ভিতর মরিয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে ! আর ঘণ্টাখানেক পরেই ব্লেক সিন্দুকের ভিতর দিব্য আরামে সিঙা ফুঁকিবে। তোমার ব্যস্ত হইয়া কোন লাভ নাই, ছোট মিঞা !"

স্মিথ তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "চুপকর শুয়ার ! তোকে পদাঘাত করিলেও পা অপবিত্র হয় ; এই জন্যই তুই এখনও আমার জুতার আস্বাদনে বঞ্চিত আছিস্।"

প্লুমার হাসিয়া বলিল, "আমার পায়েও জুতা আছে, কিন্তু তোর মত শিশু তাহার গুঁতা বরদাস্ত করিতে পারিবে না বলিয়া কীটের মত তোকে পদদলিত করিতে আমার আগ্রহ নাই।—অন্য লোক হইলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দম্ বন্ধ

হইয়া পটল তুলিত; কিন্তু ব্লেক শক্তিশালী পুরুষ বলিয়াই তিন চার ঘণ্টা সিন্দুকের মধ্যে জীবিত থাকিতেও পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান প্লুমারকে ধমক দিয়া, তাহার বাচালতা বন্ধ করিতে বলিলেন; তাহার পর পকেট হইতে একটা চাবি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা সিন্দুকের ডালায় 'ঠক-ঠক' 'ঠকাঠক' শব্দ করিতে লাগিলেন! টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ করিবার সময় 'তার-বাবু'রা কলে যেরূপ শব্দ করেন—এই শব্দগুলি তাহারই অনুরূপ। তিনি জানিতেন তাঁহার এই ইঙ্গিত মিঃ ব্লেক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, এবং তাহাতে তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইবেন।

মিনিট দুই পরে মিঃ ব্লেকও সিন্দুকের ডালার ভিতর-পিঠে চাবি দিয়া সেইরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন; ইন্‌স্পেক্টর লর্গান সিন্দুকের ডালায় কান পাতিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহা শ্রবণ করিলেন।

শব্দ বন্ধ হইলে স্মিথ ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা ইঙ্গিতে আপনাকে কি বলিলেন ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "উনি বলিলেন, সিন্দুকের ভিতর যে বাতাস আছে—তাহাতে বড় জোর তিন ঘণ্টা উঁহার শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলিতে পারে। তাহার পর শ্বাসরোধ অবশ্যম্ভাবী।"

প্লুমার বলিল, "কিন্তু আর তিন ঘণ্টার মধ্যে এই সিন্দুকের চাবি সংগ্রহ করিয়া ব্লেককে মুক্তিদান করা অসম্ভব;—সুতরাং তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য! চাবির সাহায্য না লইয়া এই সিন্দুক খুলিতে পারে—পৃথিবীতে এরূপ লোক দুই জন মাত্র আছে; একজন ব্লেক স্বয়ং দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি—প্লুমার।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন কি না বলা যায় না; তবে তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, প্লুমার মিঃ ব্লেকের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভের আশায়, তাঁহাদিগকে প্রলোভিত করিতে উদ্যত হইয়াছে!

স্মিথ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্নোমুখ ব্যক্তির ন্যায় সম্মুখে যে তৃণগুচ্ছ দেখিতে পাইল—তাহাই অবলম্বনীয় মনে করিল। সে ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া—তাঁহার অনুকূল মতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেকের জীবনের বিনিময়ে একটা দস্যুকে মুক্তিদান করা অসঙ্গত বলিয়া সে মনে করিতে পারিল না। ভবিষ্যতে প্লুমারকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব না হইতেও পারে; কিন্তু মিঃ ব্লেক প্রাণ হারাইলে আর তাঁহাকে ফিরিয়া পাইবার আশা নাই—ইহা লর্গানও বুঝিতে পারিলেন। মিঃ ব্লেককে সিন্দুক হইতে বাহির করিবার অন্য কোন উপায় আছে কি না তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু অন্য কোন উপায়ই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

লর্গান বলিলেন, "প্লুমারের ধারণা, ও স্বয়ং এবং মিঃ ব্লেক—এই দুইজন মাত্র চাবির সাহায্য না লইয়াও এই সিন্দুক খুলিতে পারে—অন্যের ইহা অসাধ্য; কিন্তু আমি দুই জন দস্যুকে জানি, এই কার্য্য তাহাদের সাধ্যাতীত নহে। তাহাদের একজন আমেরিকান, সিং-সিংএ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছে। অন্য ব্যক্তি একজন ফরাসী; কিন্তু সে এখন ইউরোপের কোন্ দেশে আছে তাহা আমার অজ্ঞাত।"

প্লুমার বলিল, "তোমার অনুমান সত্য, ইহা না হয় তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম; কিন্তু এই রাত্রেই—তিন ঘণ্টার মধ্যে তাহারা কিরূপে এখানে আসিয়া হতভাগ্য ব্লেককে আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিবে? তুমি মূল্যবান সময় অনর্থক নষ্ট করিতেছ, ইন্স্পেক্টর! আমার স্বাধীনতার তুলনায় ব্লেকের জীবন কি তোমাদের পক্ষে অধিকতর প্রার্থনীয় নহে? আমাকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দান করিলে আমি ব্লেককে জীবিত অবস্থায় সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিব; না পারি, আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইও। আমার সর্ত্তে বিন্দুমাত্র জটিলতা নাই।"

ইন্স্পেক্টর লর্গান মিঃ ব্লেককে পূর্ব্ববৎ ইঙ্গিতে প্লুমারের সর্ত্তের কথা জানাইলেন; এবং এই সর্ত্তে তিনি মুক্তি লাভ করিতে সম্মত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মিঃ ব্লেক অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন! তিনি বলিলেন, "সিন্দুকের মধ্যে আমার মৃত্যু হইলে নরহত্যার অভিযোগে প্লুমারকে ফাঁসিতে লটকাইবে। ইহাতে দেশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। প্লুমারের সহায়তা ভিন্ন সিন্দুক খুলিবার ব্যবস্থা হয় কি না চেষ্টা করিয়া দেখ; কিন্তু আর অধিক সময় নাই।"

প্লুমার মিঃ ব্লেকের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কয়েক মিনিট নত মস্তকে কি চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "ব্লেক আমার মহাশত্রু; তাহার নিপাতে আমি কিরূপ আনন্দ লাভ করিতাম তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু তাহার মৃত্যুতে আমার কোন লাভ নাই; নরহত্যার অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু যদি আমি জীবিত থাকি, তাহা হইলে কারাগারে গিয়াও ভবিষ্যতে নানা কৌশলে হয় ত মুক্তি লাভ করিতে পারিব। এ অবস্থায় আমি যে সর্ত্ত করিয়াছিলাম, তাহা অনাবশুক মনে করি। বিনা সর্ত্তে আমি ব্লেককে সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিব। আমার হাতকড়া খুলিয়া লও।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "উত্তম। স্মিথ, তুমি ধনাগার হইতে বাহির হইয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া যাও। মোটরে চাপিয়া অবিলম্বে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইবে, এবং তিনজন বলবান কনষ্টেবল লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে।"

স্মিথ বলিল, "চলিলাম!"—তাহার পশ্চাতে ধনাগারের লৌহদ্বার সশব্দে বন্ধ হইল।

পরমুহূর্ত্তেই ইন্‌স্পেক্টর লর্গান প্লুমারের হাতকড়া খুলিয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

"চিচিং ফাঁক"

প্লুমারের আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না। সে বুঝিয়াছিল মিঃ ব্লেক সিন্দুকের ভিতর প্রাণত্যাগ করিলে তাহার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য্য। সে যখন মিঃ ব্লেককে ধাক্কা দিয়া সিন্দুকের মধ্যে ফেলিয়াছিল এবং সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিয়াছিল, তখন সে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়াই তাহা করিয়াছিল; হয় ত আশা করিয়াছিল মিঃ ব্লেকের জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে। ইন্‌স্পেক্টর লর্গান কৌশলে সিন্দুকের ভিতর আবদ্ধ মিঃ ব্লেকের মত জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং ব্লেক আত্মজীবনের বিনিময়ে প্লুমারকে মুক্তিদান করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন, ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। এখন সে নিজের জীবন রক্ষার আশায় মিঃ ব্লেককে সিন্দুক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে তাহার ওভারকোট খুলিয়া ফেলিয়া পকেট হইতে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত বাক্স বাহির করিল। এই বাক্স সর্ব্বদাই তাহার সঙ্গে থাকিত। বাক্সের ভিতর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (Scientific tools) ছিল। সেই সকল যন্ত্র তাহার জন্যই বিশেষ ভাবে প্রস্তুত; বাজারে তাহা কিনিতে পাওয়া যায় না, এবং কোন সাধারণ শিল্পীরও তাহা নির্ম্মাণ করিবার শক্তি ছিল না। প্লুমার সেই বাক্সটি খুলিয়া লইয়া তাহার সার্টের আস্তিন গুটাইয়া সিন্দুক খুলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাঁহার মুখে আতঙ্ক ও নিরাশার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল! যেন সে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে কি না এবিষয়ে তাহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ইন্‌স্পেক্টর লর্গানও

তাহার কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই; তিনি নিরুৎসাহ-চিত্তে নির্ব্বাক ভাবে তাহার কাজ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, প্লুমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দীর্ঘকাল পরে কৃতকার্য হইতেও পারে; কিন্তু মিঃ ব্লেক যদি ততক্ষণ জীবিত না থাকেন?—সিন্দুক খুলিবার পূর্ব্বেই যদি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়! এই দুঃসহ চিন্তায় লর্গানের বুকের ভিতর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

প্লুমার কোষাগারের মসৃণ মেঝের উপর তাহার যন্ত্রগুলি সাজাইয়া রাখিল; কোষাগারের বিদ্যুতালোকে তাহা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর লর্গান দেখিলেন, সেই সকল যন্ত্রের মধ্যে কয়েকটি উৎকৃষ্ট 'সবখোল' চাবি ত ছিলই, তদ্ভিন্ন এক জোড়া সূক্ষ্মাগ্র শাঁড়াসীর মত যন্ত্র, লোহার পাত কাটিবার একখানি ছেনী, একটি সঙ্কীর্ণমুখ বক্রাগ্র যন্ত্র—তাহার অগ্রভাগ বাজপাখীর ঠোঁটের মত, কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত; এবং আর একটি যন্ত্র—তাহার অনুরূপ যন্ত্র তিনি কেবল মিঃ ব্লেকের কাছেই একবার দেখিয়াছিলেন; মিঃ ব্লেক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এরূপ যন্ত্র পৃথিবীতে দুইটির অধিক নির্ম্মিত হয় নাই!

এই সকল যন্ত্র সাজাইয়া লইয়া প্লুমার সিন্দুকের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। সেই সিন্দুকের যে চাবি সে মসিয়ে মারচেণ্টের পকেট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই চাবিটির গঠন-বৈচিত্র্যের কথা সে স্মরণ করিতে লাগিল। মারচেণ্ট এণ্ড কোম্পানীর নির্ম্মিত সিন্দুক যে, কোন কৌশলেই খুলিতে পারা যায় না, এ সম্বন্ধে তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু এই শ্রেণীর সিন্দুক খুলিবার জন্য যেরূপ চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রম করা আবশ্যক, তাহা সে পূর্ব্বে কখন করে নাই। অর্থ অপহরণের চেষ্টা, আর মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভের চেষ্টা—এই উভয় চেষ্টা কখনই একরকম হয় না।

প্লুমার বাছিয়া বাছিয়া একটি চাবি সিন্দুকের কলের ভিতর প্রবেশ করাইল; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, চাবি ঘুরিল না! অগত্যা সে চাবিটি বাহির করিয়া লইয়া সূক্ষ্মাগ্র শাঁড়াসীবৎ যন্ত্রটি সিন্দুকের কলের ভিতর ঠেলিয়া দিল।

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান রুদ্ধ নিশ্বাসে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

তিনি অনেক সময় মিঃ ব্লেকের শক্তির হিংসা করিয়াছেন, কখন কখন তাঁহাকে অপদস্থ করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন, এবং কোন কোন সময়ে মিঃ ব্লেক কোন রহস্যভেদে অকৃতকার্য্য হইলে—তিনি সোৎসাহে তাঁহার নিন্দা প্রচারও করিয়াছেন! প্রকাশ্যে তিনি কোন দিন মিঃ ব্লেকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন নাই; কিন্তু তিনি মনে মনে ব্লেকের প্রতিভার প্রশংসা করিতেন, ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং কঠিন সমস্যায় তাঁহার সহায়তা গ্রহণেও কুণ্ঠিত হইতেন না! ব্লেকের বিপদে তিনি ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। মিঃ ব্লেকের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার করিয়া কতবার তিনি কর্ত্তৃপক্ষের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন; মিঃ ব্লেক কখন তাঁহার প্রাপ্য প্রশংসার দাবী করেন নাই। এই সকল কথা একে একে ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের মনে পড়িতে লাগিল; তিনি তাঁহার অধীরতা গোপন করিতে পারিলেন না।

প্লুমার সেই যন্ত্রটির সাহায্যে সিন্দুক খুলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল; কিন্তু পাছে কল বিগ্‌ড়াইয়া যায় এই ভয়ে সে অধিক জোর দিতে পারিল না। সিন্দুকের ভিতর প্রতি মুহূর্ত্তে নির্ম্মল বায়ুর অভাব হইতেছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া প্লুমারও অধীর হইয়া উঠিল।

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বিচলিত স্বরে বলিলেন, "অত বিলম্ব করিলে চলিবে না, সিন্দুকটা শীঘ্র খুলিয়া দাও; মিঃ ব্লেকের কি কষ্ট হইতেছে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?"

প্লুমার গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বক্-বক্ করিয়া আমাকে বিরক্ত করিও না; চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখ! আমি কি ইচ্ছা করিয়া দেরী করিতেছি?"

প্লুমার সিন্দুকের কলের ভিতর হইতে পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রটি বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে আর একটি চাবি পুরিয়া দিল, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না; পর পর তিনটি চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা বিফল হইল! অবশেষে সে আর একটি যন্ত্র গ্রহণ করিল, তাহার অগ্রভাগ স্থিতিস্থাপক; এই যন্ত্রটির

উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, কারণ ইহার সাহায্যে সে পূর্ব্বে অনেক সিন্দুক খুলিয়াছিল।

আরও দুই মিনিট অতীত হইল। ইন্‌স্পেক্টর লর্গান তাঁহার পকেটের ঘড়ি হাতে লইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে সময় দেখিতেছিলেন; সিন্দুক খুলিতে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, তাঁহার ছট্‌ফটানি ততই বাড়িয়া উঠিল।

হঠাৎ কোষাগারের দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল; ইন্‌স্পেক্টর লর্গান পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুইজন ডিটেক্‌টিভ সার্জ্জেণ্টকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন পুলিশের কমিশনার সার হেনরী ফেয়ারফক্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন।

সার হেনরী ফেয়ারফক্স স্মিথের নিকট সকল সংবাদই জানিতে পারিয়াছিলেন; তিনি ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের পাশে আসিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "কতদূর ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এখন পর্য্যন্ত চেষ্টা সফল হয় নাই; কি হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

প্লুমার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া, ঘর্ম্মাক্ত লাল মুখ রুমাল দিয়া মুছিয়া পুলিশ-কমিশনারকে অভিবাদন করিল, তাহার পর বলিল, "আপনি আপনার কোন অনুচরকে দিয়া আমাকে খানিক ব্র্যাণ্ডি আনাইয়া দিবেন কি?"

পুলিশ-কমিশনারের মনের ভাব তখন কিরূপ হইয়াছিল; পাঠকগণ তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। প্লুমারকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম তিনি বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কোন চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহার এই ধৃষ্টতায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোমার যে আব্‌দারের সীমা নাই! যে কাজ করিয়াছ, ব্র্যাণ্ডি চাহিতে তোমার লজ্জা হইল না? এখন মুখ বুঁজিয়া কাজ কর।"

সার হেনরীর কথা শুনিয়া প্লুমার বাঁকিয়া বসিল; সে তাহার হাতের যন্ত্র মেঝের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিয়া, দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া

ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং তীব্র স্বরে বলিল, "আগে আমার জন্য ব্র্যাণ্ডি আনাইবার ব্যবস্থা করুন, নতুবা আমাকে দিয়া আর কোন কাজই হইবে না। ব্লেক সিন্দুকের মধ্যে মরিয়া থাকুক ; আমার ফাঁসি হয় তাহাতেও আপত্তি নাই। আমি কাহারও হুকুমের চাকর নহি।"

স্যর হেনরী বুঝিলেন, এ বড় কঠিন স্থান ; প্লুমার তাঁহার তিরস্কারে ভয় পাইবার পাত্র নয়! তাহার আব্দার রক্ষা না করিলে তাহাকে দিয়া কাজ পাওয়া যাইবে না। সুতরাং তিনি তাঁহার একজন সার্জেণ্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "যাও, শীঘ্র এক বোতল ব্র্যাণ্ডি লইয়া এস।"

সার্জেণ্ট সবিনয়ে বলিল, "এতরাত্রে মদের দোকানে মদ কিনিতে —"

সার হেনরী তাহার কথায় বাধা দিয়া দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন, ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন "যাও, বল আমার হুকুম।"

সার্জেণ্ট দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল ; তখন সার হেনরী প্লুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সিন্দুকটা খুলিতে পারিবার কোন আশা আছে কি ?"

প্লুমার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমাকে এখন বিরক্ত করিবেন না মশায়! আপনি কি মনে করেন আমি খুলিতে পারিয়াও নষ্টামী করিয়া সিন্দুক খুলিতেছি না, অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছি? আমার এই চেষ্টার সাফল্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ কি পরিমাণে নির্ভর করিতেছে—তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই মনে করেন? আমি কি করিতে পারি না পারি তা ঐখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখুন।"

স্মিথ এসকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া সিন্দুকের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিল, এবং সিন্দুকের ডালায় কান পাতিয়া, মিঃ ব্লেকের কোন সাড়া পাওয়া যায় কি না, তিনি জীবিত আছেন কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। প্লুমার সিন্দুকের ডালার অদূরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ব্র্যাণ্ডির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ব্র্যাণ্ডির বোতল খালি না করিয়া সে পুনর্ব্বার চেষ্টা করিবে, তাহার ভাব ভঙ্গীতে এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশিত

হইল না! দারুণ অবসাদে সে অভিভূত হইয়াছিল; এবং তাহার উৎসাহ, উদ্যম, সাহস সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

পুলিশ-কমিশনারের প্রেরিত সার্জেণ্ট আধ পাইণ্টের একটি বোতল লইয়া ফিরিয়া আসিল। প্লুমার বোতলটি ব্যগ্রভাবে তাহার হাত হইতে টানিয়া লইল, এবং বোতলের ছিপি খুলিয়া সবটুকু ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢালিয়া দিল! তাহার পর বোতলটা নামাইয়া রাখিয়া রুমালে মুখ মুছিল। তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল; তাহার দেহের জড়তা ও মানসিক অবসাদ সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল। সে পূর্ণ উৎসাহে পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। অন্য সকলে ব্যাকুল হৃদয়ে তাহার কাজ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক যে এ যাত্রা রক্ষা পান, এ আশা মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও মনে স্থান পাইল না।

স্মিথ হতাশ হৃদয়ে উন্মত্তের ন্যায় বিকৃতস্বরে বলিল, "প্লুমার, আর বিলম্ব করিও না। আর একবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া দেখ, আমার প্রভুর প্রাণরক্ষা কর। তিনি এখনও জীবিত আছেন।"

প্লুমার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, যে যন্ত্রটি অমোঘ বলিয়া তাহার ধারণা ছিল, সেইটি একটি শিশির তৈলবৎ পদার্থে ডুবাইয়া লইয়া সিন্দুকের কলের ভিতর প্রবেশ করাইল। এবার সে ক্রমাগত আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাহার সাহায্যে সিন্দুক খুলিবার চেষ্টা করিল। ব্র্যাণ্ডির প্রসাদে এই পরিশ্রমে সে কাতর হইল না; কিন্তু তাহার কপাল হইতে টস্-টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। তাহার চোখ মুখ অস্বাভাবিক লাল হইয়া উঠিল। তাহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে সে তাহার হাতের যন্ত্র মেঝের উপর নিক্ষেপ করিয়া হতাশ ভাবে বলিল, "না, খুলিতে পারিলাম না। আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল; একটা যন্ত্রও কাজে লাগিল না! কলখানা খুলিয়া ফেলিতে পারিলে হয় ত কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম; কিন্তু সিন্দুকের ডালার বাহির হইতে কল খুলিয়া ফেলিবার যন্ত্র আমার কাছে নাই। ব্লেকের অপমৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী; আমিই তাহাকে হত্যা করিলাম! কিন্তু উপায় নাই,—তাহাকে সিন্দুক হইতে বাহির করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল!"

কেহই কোন কথা বলিলেন না; সেই কক্ষে শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তাহার পর ইন্‌স্পেক্টর লর্গানই প্রথমে কথা কহিলেন; তিনি বলিলেন, "প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে আমরা যে দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম, সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লুঠ করাই তাহাদের পেশা ছিল।"

প্লুমার বলিল, "কাউন্ট আইভর কারলাকের দল! হাঁ, আমি জানি তাহারা বৈজ্ঞানিক কৌশলে সিন্দুকের ডালা খসাইয়া সিন্দুক লুঠ করিত। কোনও সিন্দুক তাহাদের পক্ষে দুর্ভেদ্য ছিল না।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "আমরা তাহাদের সেই সকল সরঞ্জাম সহ গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। সিন্দুকের ডালা খুলিবার সেই সকল যন্ত্রাদি আমাদের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে (laboratory) রাখিয়া দিয়াছি।"

প্লুমার বলিল, "যদি তাহা আমাকে আনিয়া দিতেন, তাহা হইলে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতাম; কিন্তু আর অধিক সময় নাই। তাড়াতাড়ি তাহা আনিতে না পারিলে ব্লেকের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান বলিলেন, "স্মিথ, শীঘ্র আমার সঙ্গে চল।"

তাঁহারা উভয়ে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন; প্লুমার চিৎকার করিয়া বলিল, "ঐ সঙ্গে আর এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আনিতে ভুলিবেন না; পরিশ্রমে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও স্মিথকে লইয়া মিঃ ব্লেকের বেগবান মোটরে ঝড়ের মত বেগে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড অভিমুখে ধাবিত হইল। সার হেনরী, তাঁহার সহচর সার্জেণ্ট দ্বয়, এবং প্লুমার তাঁহাদের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই মুখ হইতে আশার শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল। সকলেই যেন নিরাশার জীবন্ত মূর্ত্তি!

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ও স্মিথ যথা-সম্ভব শীঘ্র ব্যাঙ্কে প্রত্যাগমন করিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন কনষ্টেবল। তাহারা গ্যাসের একটি প্রকাণ্ড চোঙ্ (gas cylinder) এবং কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বহিয়া আনিয়া সেই কক্ষে নামাইয়া রাখিল।

স্মিথ পুনর্ব্বার সিন্দুকের সম্মুখে জানু নত করিয়া বসিয়া মিঃ ব্লেকের সাড়া লইবার চেষ্টা করিল, সিন্দুকের ডালার উপর সাঙ্কেতিক শব্দ করিল, কিন্তু কোনও সাড়া পাইল না! তাহার বিশ্বাস হইল মিঃ ব্লেক প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; আর কোন আশা নাই, সব শেষ হইয়া গিয়াছে! সে উঠিয়া সেই কক্ষের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া সে আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।

প্লুমার কোন কথা না বলিয়া সেই যন্ত্রগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল। যদিও সে পূর্ব্বে কোন দিন সেই যন্ত্র ব্যবহার করিবার সুযোগ পায় নাই; কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে দস্যুবৃত্তিতে সে অভ্যস্ত ছিল; কি ভাবে সেই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে দ্বিগুণ উৎসাহে সেই যন্ত্র সিন্দুকের ডালার সম্মুখে খাটাইয়া লইল। সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার কাজ দেখিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে যন্ত্র যথানিয়মে পরিচালিত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই কক্ষ অগ্নিময় হইয়া উঠিল; অগ্নির শিখা এমন তীব্র উজ্জ্বল যে, সকলেরই চক্ষু ধাঁধিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে রং, তেল ও গ্যাসের গন্ধে চতুর্দ্দিক পূর্ণ হইল!

প্লুমার অন্তিম সাহস ও উৎসাহে নির্ভর করিয়া কল চালাইতে লাগিল। তাহার মুখের উপর শুভ্র আলোকে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহাকে যেন অসাধ্য-সাধন-তৎপর দৈত্যের মত দেখাইতে লাগিল! তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই; তাহার অদ্ভুত পরাক্রম, বিস্ময়কর তৎপরতা, আশ্চর্য্য শক্তি; তাহার পাশে আর সকলে যেন নির্জ্জীব কাষ্ঠপুত্তলিকা!

প্লুমার কাজ করিতে করিতে হঠাৎ ঘুরিয়া পড়িল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ বাতাহত কদলী-পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ব্র্যাণ্ডির বোতলটা লইয়া মুখের উপর উচু করিয়া ধরিল, এবং দুই তিন মিনিটের মধ্যে বোতলের সমুদয় ব্র্যাণ্ডি উদরস্থ করিল। আবার যেন তাহার দেহে নব জীবনের সঞ্চার হইল!

পুনর্ব্বার সে সেই সুতীব্র অগ্নিশিখা লইয়া মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম আরম্ভ

করিল। পাঁচ মিনিট, সাত মিনিট, দশ মিনিটও চলিয়া গেল; তাহার পর হঠাৎ যন্ত্রের ঘস্‌ঘসানি ও বাষ্পের সোঁ-সোঁ শব্দ থামিয়া গেল। প্লুমার যন্ত্র সরাইয়া ফেলিয়া সিন্দুকের ডালার হাতল দু'টি ধরিয়া সবেগে সম্মুখে আকর্ষণ করিতেই ডালাখানি খসিয়া নামিয়া আসিল; সেই ঝোঁকে প্লুমার মেঝের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া স্খলিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "ডালা খসিয়াছে। শীঘ্র ব্লেককে বাহির কর।"

ইন্‌স্পেক্টর এক লম্ফে সিন্দুকের সম্মুখে আসিয়া তাহার ভিতর হইতে মিঃ ব্লেককে টানিয়া বাহির করিলেন। মিঃ ব্লেক ঘাড় গুঁজিয়া সিন্দুকের ভিতর পড়িয়া ছিলেন; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মনে হইল দেহে প্রাণ নাই!

ইন্‌স্পেক্টর লর্গান ব্লেককে মেঝের উপর চিৎ করিয়া শয়ন করাইয়া প্রথমে তাঁহার গলার ও বুকের বোতামগুলি খুলিয়া দিলেন, এবং তাঁহার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখনও বাঁচিয়া আছেন; বক্ষের স্পন্দন রহিত হয় নাই!"

সকলেই তখন মিঃ ব্লেককে লইয়া ব্যস্ত; প্লুমারের দিকে তখন কাহারও দৃষ্টি ছিল না। প্লুমার অতিশ্রমে অবসন্ন হইয়া না পড়িলে সেই সুযোগে সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিতে পারিত। তাহার গতিরোধ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না; কিন্তু প্লুমার সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারিল না। সে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার প্রতি ইন্‌স্পেক্টর লর্গানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আসামী পালায়! উহাকে ধরিয়া উহার হাতে শীঘ্র হাতকড়া লাগাও।"

তখনই দুই তিনজন প্লুমারকে আক্রমণ করিল। প্লুমার তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিল না, বা করিতে পারিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার উভয় হস্ত পুনর্ব্বার শৃঙ্খলিত হইল।

দশ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ। শৃঙ্খলাবদ্ধ প্লুমার তখন সেই কক্ষের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার বয়স যেন এই কয় ঘণ্টার মধ্যে দশ বৎসর্ বাড়িয়া গিয়াছিল! মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন; তাহার পর সার হেনরী ফেয়ারফক্সকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, "সার

হেনরী আপনিও অসময়ে এখানে আসিয়াছেন দেখিতেছি। সৌভাগ্যক্রমে আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছি! এই সিন্দুক-লুঠের রহস্য সমাধান হইয়া গেল। আমি প্রথমে যাহা অনুমান করিয়াছিলাম তাহাই সত্য হইয়াছে; কিন্তু এই রহস্যের তদন্তের জন্য যদি কাহারও প্রশংসা করিতে হয়—তবে তাহা আমার বন্ধু লর্গানেরই প্রাপ্য; আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম মাত্র। প্লুমার আপনাদের চোখে ধূলা দিয়া আবার সরিয়া পড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

পুলিশ-কমিশনার সার হেনরী ফেয়ারফক্স হাসিয়া বলিলেন, "প্লুমার এবার আমাদের কবল হইতে পলায়ন করিতে পারিবে না, মিঃ ব্লেক! সে জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। আপনি যে মৃত্যু কবল হইতে রক্ষা পাইলেন, এজন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি ত আপনার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম! আপনি ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বোধ হয় আর কখন এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হন নাই?"

মিঃ ব্লেক ধীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, অনেক বার আমার জীবন বিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে কখন এভাবে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হয় নাই সত্য, কিন্তু কত বার কত মহা বিপদে পড়িয়া প্রাণের আশা বিসর্জ্জন করিয়াছি; মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতে করিতে চক্ষু মুদিত করিয়াছি; চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার পর চেতনা সঞ্চার হইলে চাহিয়া দেখি—বাঁচিয়া আছি! এইরূপে কত বার আমার সহকারী স্মিথ, আমার ব্লড-হাউণ্ড টাইগার আসন্ন মৃত্যু-কবল হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়াছে। কখন কখন আমার মহাশত্রু—যে আমাকে হত্যা করিতে পারিলে আর কিছুই চাহিত না, আমার মৃত্যুই যাহার একমাত্র কামনা,—অতি অদ্ভুত ভাবে আমার জীবন রক্ষার উপলক্ষ্য হইয়াছে! দেখিয়া শুনিয়া আমার শত্রুগণের ধারণা হইয়াছে আমার জীবন মন্ত্রপূত! যেন কোন অজ্ঞাত শক্তিতে আমি মরিয়াও বাঁচিয়া উঠি! আমার বন্ধুগণের বিশ্বাস, পরমেশ্বর আমার অদৃষ্টে অপঘাত মৃত্যু লেখেন নাই। কিন্তু আমার কি বিশ্বাস জানেন?"

সার হেনরী বলিলেন, "কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাহা উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বে পরমেশ্বর আমাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিবেন না। আমার কাজ শেষ হইতে এখনও বহু বিলম্ব। যে ব্যক্তি কোন পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য চিরজীবন চেষ্টা করে, নিজের সুখ চাহে না, সংসারের বন্ধন তুচ্ছ মনে করে, রমণীর প্রেমে মুগ্ধ নহে, পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করে না, অর্থ ক্ষমতা মান সম্ভ্রমে যাহার লোভ নাই, যে সন্ন্যাসীর ন্যায় সংযতচিত্ত, তপস্বীর ন্যায় একনিষ্ঠ, —সংসারে বাস করিয়াও সে যোগী। নীরোগ ও দীর্ঘজীবি হইয়া দেশের ও সমাজের সেবা করিবার জন্য পরমেশ্বর তাহাকে যে ছাড়পত্র দিয়া থাকেন, তাহা বাতিল করা মনুষ্যের অসাধ্য। কিন্তু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই স্পৃহনীয় অবস্থা লাভ করিতে পারি নাই; এখনও আসক্তি ত্যাগ করিতে পারি নাই, চিত্তজয়ে এখনও সমর্থ হই নাই। এই সকলই প্রাচ্যের বিশেষত্ব; প্রাচীর যোগী তপস্বীরা এ বিষয়ে আমাদের গুরুস্থানীয়। তাঁহাদের এই আদর্শ অনুকরণীয়। সকল শক্তির যিনি মূলাধার—আমাকে পুনর্জ্জীবন দানের জন্য তাঁহাকে প্রণিপাত করি।"

অনন্তর তিনি ইন্‌স্পেক্টর লর্গানকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "লর্গান, সিন্দুকের চাবি তোমার কাছেই রাখ। কাল মিঃ জেল্‌স লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সকল কথা বলিব। স্মিথ, চল আমরা এখন বাড়ী যাই; রাত্রি বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমার মাথায় বড় ভার বোধ হইতেছে, আশা করি খোলা বাতাসে মাথা পাতলা হইবে।"

* * * * *

যথাসময়ে প্লুমার বিচারালয়ে প্রেরিত হইলে, তাহার বিরুদ্ধে নূতন ও পুরাতন চারি পাঁচটি গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হইল। সকল অভিযোগেই সে অপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায় জুরীর বিচারে তাহার প্রতি পঞ্চদশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারা-দণ্ডের আদেশ হইল; এবং সে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কারাগার ব্লিকমুরে প্রেরিত

হইল। কিন্তু এই কঠোর কারাদণ্ডের আদেশেও প্লুমার হতাশ বা বিহ্বল হইল না। বিচারালয় হইতে কয়েদীর গাড়ীতে উঠিবার সময় সে মিঃ ব্লেককে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "নমস্কার ব্লেক! আমার অনুগ্রহে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আমাকে কারাগারে পাঠাইলে! মনে করিয়াছ দীর্ঘকাল তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে; কিন্তু ইহা তোমার দুরাশা! প্লুমারকে পনের বৎসর খাঁচায় পুরিয়া রাখিতে পারে, ইংরাজের কামারশালে সেরূপ সুদৃঢ় লোহার খাঁচা আজ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। শীঘ্রই তোমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে।"—মৌখিক দম্ভে প্লুমার কোন দিন কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই।

প্লুমার মিঃ ব্লেকের সম্মুখে এইরূপ দম্ভ প্রকাশ করিলেও পরদিন প্রভাতে ব্রিকমুরের নিরানন্দময় ভীষণদর্শন দুর্ভেদ্য কারাগারের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাহার সকল আশা ভরসা ও উৎসাহ যেন মুহূর্ত্তমধ্যে শূন্যে বিলীন হইল; তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল! সে সেই কক্ষস্থিত কাঠের খাটিয়ার এক পাশে হতাশ ভাবে বসিয়া-পড়িয়া শুনিতে পাইল, সেই কক্ষের সুদৃঢ় লৌহদ্বার সশব্দে তাহার পশ্চাতে অবরুদ্ধ হইল; সেই শব্দ অশনিগর্জ্জনের ন্যায় তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল!

সেই কক্ষের দ্বারের বিপরীত দিকে দেওয়ালের ঊর্দ্ধভাগে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল; বাহিরের আলোক ও বায়ুপ্রবাহ সেই গবাক্ষ পথে রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিত। প্লুমার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল প্রাতঃ-সূর্য্যের কিরণধারা সেই গবাক্ষ-পথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে; বিহঙ্গদল বৃক্ষশাখায় বসিয়া মনের আনন্দে প্রভাত সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে; কেবল তাহার হৃদয় অন্ধকারে পূর্ণ, যেন প্রলয়ের ঝটিকা তাহার ক্ষুব্ধ, সন্তপ্ত, হতাশ হৃদয়কে আলোড়িত করিতে লাগিল! সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তাহার ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে মধ্যাহ্ন কালে যখন জেলখানার কদর্য্য ও বিস্বাদ খাদ্য তাহার জন্য আনীত হইল, তখন লণ্ডনের প্রসিদ্ধ হোটেলসমূহের নানা প্রকার মুখরোচক তৃপ্তিকর খাদ্য ও শ্রেষ্ঠ পানীয়ের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, সে কোনরূপে অশ্রু সংবরণ

করিতে পারিল না; প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "পনের বৎসর এই ভাবে কাটাইতে হইবে? প্রাণদণ্ড যে ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল!"

প্লুমারের কারাদণ্ডের একমাস পরে লর্ড লরমিনষ্টারের পল্লীভবনে তাঁহার সুন্দরী দুহিতা মেরিয়নের সহিত জর্জ্জ টডম্যানের শুভ-পরিণয় মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। লর্ড লরমিনষ্টারের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মিঃ ব্লেক মেরিয়নের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলে, তিনি সাদরে মিঃ ব্লেকের অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার অনুগ্রহেই আমার ছেলেটা অধঃপতনের পিচ্ছিল পথ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে; নতুবা সে নিজে ত ডুবিতই; সমাজে আমারও মুখ দেখাইবার পথ বন্ধ করিত! বিশেষতঃ, আপনার চেষ্টাতেই মেরিয়ন সুখ শান্তি লাভ করিল; নতুবা তাহার নারীজীবন ব্যর্থ হইত।"

মিঃ ব্লেক উর্দ্ধে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "সুখ দুঃখ দেওয়ার মালিক আর একজন। তাঁহার বিধান অভ্রান্ত; আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র!"

লর্ড লরমিনষ্টার বলিলেন, "উৎসবের কয় দিন আশা করি এখানে থাকিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "থাকিবারই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উপায় নাই; লণ্ডনের দুই স্থান হইতে দুইটি তদন্তের জন্য টেলিগ্রাম পাইয়াছি!"

লর্ড লরমিনষ্টার বলিলেন, "কয়েক দিন শান্তি উপভোগ করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "করিব—সমাধি শয্যায় শয়ন করিয়া!"

সম্পূর্ণ